THE HARMONIST

SPECIAL ISSUE

DOL PURNIMA 2003

His Divine Grace Om Vishnupad 108 Tridandi Swami
Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj

THE HARMONIST

MARCH 2003

Special Issue

On the Occasion of the Holy Birthday of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and 77th Birthday Celebration of his Divine Grace Om Vishnupad 108 Tridandi Swami Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj

Phalguni Purnima 2003

SRI GOURANGA ASHRAM

Kolkata - 700 068

Price : Rs 50

CONTENTS

1.	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুর্যামৃত	—প্রণাম-বন্দনা	3
2.	Mahaprahabhu Sri Gouranga	—Om Vishnupad 108 Tridandi Swami Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj	5
3.	Janhava Thakurani	—108 Tridandi Swami Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj	22
4.	The Holy Name of Krishna	—Roman Translation	28
5.	Guru's Grace	—Madhavi Dasi	35
6.	Sonar Mandir—Memories of A Golden Trip	—Mamta Sharma	38
7.	Prayer	—Meera	43
8.	Mahaprabhu Returns to Navadwip!	—Sukhvinder	45
9.	Baba, The light of my Life	—Meenakshi	48
10.	"The Missing Flute"	—Dr. Nishakar Panda M.D.	49
11.	Who Needs God!	—Varun (Sushovan Sircar)	52
12.	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু	–ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিশ্রবণ তীর্থগোস্বামী মহারাজ	53
13.	মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান	–ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রবণতীর্থ গোস্বামী মহারাজ	69
14.	শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্	—শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য	81
15.	মনীষীদের চিন্তা ও মননে মহাপ্রভু	—চৈতন্যময় নন্দ	83
16.	काशी में बाबा के साथ	—गौतम शर्मा	87

Edited by Madhavi Dasi, Published by Sukhvinder Sicar from Sri Gouranga Ashram, 522 Jodhpur Park, Kolkata-700 068 and Printed by her at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata-700 009

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুর্যামৃত

প্রণাম-বন্দনা

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা গৌরকান্তি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি, পুনরায় প্রণাম করি।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষদে যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি ; যোগশাস্ত্রে যিনি পরমাত্মা বা অন্তর্যামী পুরুষ তিনি ইঁহার অংশ-বিভূতি ; যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্, তিনি স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; অতএব জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন আর পরতত্ত্ব নাই।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

যে কৃপা-সমুদ্র আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জগতে বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি, বিদ্যা অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বানুভব ও নিজভক্তিযোগ অর্থাৎ উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তি আপামর সাধারণ জনে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই চৈতন্যের শরণাগত হইলাম।

নিধিষু কুমুদ-পদ্ম-শঙ্খমুখ্যে-স্বরুচিকরো নবভক্তি-চন্দ্রকান্তৈঃ।
বিরচিত-কলিকোকশোকশঙ্কুর্বিষয়তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ॥

যিনি শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধাভক্তিরূপ চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা কুমুদপদ্মশঙ্খাদি নবরত্নে অরুচি জন্মাইয়াছেন, যিনি কলিকালরূপ চক্রবাকের হৃদয়ে শোক-শেল বিদ্ধ করিয়াছেন—সেই গৌরচন্দ্র জাগতিক বিষয়-রূপ অন্ধকার বিদূরিত করুন।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেবাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপম্॥

রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধা, এই হেতু শ্রীরাধা-কৃষ্ণ একাত্মা হইলেও অনাদিকাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে দেহভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিযুগে সেই দুই, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি দ্বারা সুবলিত শ্রীকৃষ্ণরূপ সেই চৈতন্যনামক আবির্ভাবকে প্রণাম করি।

যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্নচ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
গোবিন্দপ্রেমভাজামপি নচ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তন্
নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম॥

কর্ম্মীগণ কর্মনিষ্ঠায় যাহা লাভ করিতে পারেন না; যোগীগণ তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভাবে যাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না; জ্ঞানমিশ্র-ভক্তগণ বৈরাগ্য, কর্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবস্তুতি দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না ; এমন কি শ্রীগোবিন্দের প্রেম-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য ; সেই নিগূঢ় ব্রজের প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামগ্রহণের দ্বারা স্বয়ং আসিয়া উদিত হইয়াছিল, সেই গৌরহরিকে প্রণাম করি।

ভক্তিপ্রেমমহার্ঘরত্ননিকরত্যাগেন সন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনাতিনিষ্কৃতিবিধৌ পূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কারবজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমণির্বিজয়তাং চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ॥

কলিযুগে ভক্তগণের সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতিকার্যে পূর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি শরণাগতদিগকে প্রেম ও ভক্তিরূপ মহামূল্য রত্নরাজি বিতরণ পূর্বক তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতেছেন এবং হুঙ্কাররূপ অশনি-নিনাদে ত্রিভুবনের পাষণ্ডগণকে সর্বতোভাবে চূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী যতিশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন।

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণ চৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ ও বাহিরে গৌরবরণ, যিনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাস প্রমুখ আপন অঙ্গ-উপাঙ্গ আদিকে কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্যরূপ বৈভব প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে নামসংকীর্তনাদি দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করি।

MAHAPRABHU SRI GOURANGA

OM VISHNUPAD 108 TRIDANDI SWAMI SRI SRIMAT BHAKTI SRAVAN TIRTHA GOSWAMI MAHARAJ

Fifteenth century was the reign of Hussain Shah in Bengal. This period of history was not merely complex but fearful. At this time, while on the one hand, learned professors were engaged in establishing their scholarly supremacy, on the other, diabolic practices also found a firm place in the name of religion. Navadwip, which was the citadel of Sanskrit learning prior to the invasion of Turkish monarchs, lost its grandeur and noble heritage during the next two hundred and fifty years. The moral degeneration that perturbed Hindu society of Bengal at large after the Turkish invasion impacted the atmosphere of Navadwip as well.

It was a time when worldly-minded and pleasure-seeking people remained engaged in materialistic pursuits; erudite scholars were engaged with dry prosaic scholastic quests. *'Krishnonam bhaktishunyo sakal samsar'*. The world was devoid of devotion to the name of Krishna, and the naked display of dark and evil practises was seen instead. Worldly minded householders puffed up with possession of wealth worshipped several deities with luxurious rituals. Some worshipped Vasuli or Vishalakshi, others offered prayers to Mangalchandi. Yet others with voluptuous intemperance worshipped Mammon or Yaksha. The courtyards of these men were perpetually filled with jarring clamour of dance and music. No one had faith on the name of Lord Krishna. Whoever dared to chant the name of Krishna invariably became a laughing stock. Everywhere was seen the celebration of scholastic erudition and fruitive activities. Nowhere could one find a trace of devotional piety.

Another aspect of the decadence that engulfed the Hindu society was really heartrending. In that degenerated society everyone liked to work and live according to one's own fancy. Tradition, heritage, and even conventions or cultured customs had disappeared - married women did not have reverence for their husbands, even widows did not hesitate to take prohibited food. On top of that, *'briksha lata phal hare raja mlecha jati'* The emperor being an alien infidel usurped trees, vegetables and fruits. History bears witness to the fact that the heathen king was particularly hostile towards Vaishnav Brahmins.

At such a time when the life and society of the Bengalis was dominated by hollow practices, Shri Shri Chaitanya Dev appeared. He came to rescue the blinded and degenerated Bengali society from decadence and to enliven it with new rhythm and vibration. In accordance with the spirit of the times He brought about new life into religion. In response to the agonising call of the suffering humanity, *purat sundar*

dyuti Sri Krishna appeared to remove the misery of Kali yuga. Our journey down the path of history is towards that auspicious moment.

(2)

It was the evening of the full moon night in Phalgun. The lunar eclipse had ensued. The whole world was reverberating with the chanting of Harinam. In the midst of this resounding Hariman at Navadwip, in the residence of Jagannath Mishra, Sachimata was blessed with the birth of Gourhari. What need was there now of the tainted moon in the sky when the spotless moon had appeared on earth itself. Is it not befitting that One who is the very embodiment of Sri Naam Sankirtan, should have the world resounding with the chanting of Harinam (*jagabhari haridhwani*) on the very moment of His appearance!

Hari boli narigan day hulahuli.
Swarge badya nritya kore dev kutuhali.
Prasanna hoilo das dig, prasnna nadi jal
Sthabar jangam hoila anande biwhal.

Women chanted hallelujah
Gods in heaven sang and danced
All directions, land and water were blissful
The still and the moving all in joy abounded.

Sachidevi gave birth to eight daughters. All of them died one after another. Thereafter was born the first son Viswarupa. When Viswarupa was about nine or ten, Gourhari appeared. As He was born in a room under a neem tree in the courtyard He was called Nimai. It was believed that the bitter taste of neem would keep Yamraj at bay.

Dakini shakini hoite
Shanka upojilo chitte
Dore nam thuilo Nimai

Scared of witches and evil spirits
They called the baby Nimai.

Chaitanya Bhagvata recites:

Ihan anek jaishto kanya putra nai
Shesh je janmai tar nam se Nimai.

After the death of several daughters
He who was born at last was baptised Nimai.

Nimai was born on the sacred date of Phalguni Purnima, Purva –Phalguni constellation and Singha rashi in the Saka era of Fourteen hundred and seven. This time it is Gour and not Krishna; it is the banks of Ganga now, not Yamuna. This time it is not the duality of Radha-Krishna or the polarity of Godhead and the devotee; this time it is *rasraj mahabhav dui ekrupa,..* Now it is the rhapsodic rapture of harmonious union – fusion of the duality. This time Rai and Kanu unite in one form. *Na so ramana, na ham ramani, duhun mon manobhaba peshala jani.* This time you are not beau, nor I your belle; a beautiful unison of the twain. A beautiful blend of the consciousness of man and wife, God and His disciple. It is pain of parting in union; and even in the pining of separation a rare intimacy. A harmony of the enjoyer and the enjoyed, Krishna has now become the intrinsic essence while Gour the outer manifestation. This time it is not *brajprem* but *jiv prem. Jadi gour na hoto, kemon hoito, kemone dharitam de, radhar mahima, prem ras sima, jagate janato ke.* If Gour would not have incarnated, how would it be, how could we have lived? Who would have demonstrated the elegant grace of Radha and the limitlessness of Her love, without Gourhari?

Jai jai Jagannath sachir nandan
Tribhubane kare jar charan-vandan.
Nilachale shankha-chakra-gada-padmadhar.
Nadia nagare danda kamandalu kar.
Keho bole purabe ravan badhila
Goloker bhibhav lila prakash korila
Sri Radhar bhabhe ebe gora avatar
Hare Krishna nam gour korila prachar.

All glory to the son of Jagannath and Sachimata, whose feet are worshipped by the entire creation. At Nilachal he holds the sankha-chakra-gada-padma, while at Nadia, He has the Danda-Kamandalu in hand. Some say He earlier killed Ravana, revealing the opulent play of Goloka.

Now he appears in the mood of Sri Radha, and as Gour preaches the name Hare Krishna.

Viswarupa is Baldev, and Nimai is Krishna; Viswarupa is a part of Nityananda; hence Nitai is the elder brother of Nimai. *'Krishna Balaram dui Chaitanya Nitai'*. Krishna Balaram are the duo Chaitanya Nitai.

(3)

God's exploits are dictated by the inclination of devotees. *Bhakter ichhaye krishner sarva avtar. Bhakter ichhae avatare dharmasetu.* Just as the fence is the protection for the field,

so also the avatar is the protector of Dharma. The Lord responded to the appeal of the devotee to rejuvenate with His sublime touch, the tortured and parched earth, scorched by the heat of man's sinful and depraved activities. The Lord incarnated to lighten the burden of the earth. This time, Lord Krishna appeared in response to Advaita'a deafening call.

One varenda Brahmin, Kamalaksha Mishra by name lived in Shantipur. Madhevendra Puri initiated this virtuous and supremely learned scholar. As already stated, Vaishnavas were not getting any respect in society in those days; they were relegated to insignificant quarters with utmost insult and neglect. Lifeless erudition and learning without real wisdom was acclaimed with applause everywhere.

Keho pape keho punne kore visaybhog
Bhakti gandha nahi – jate jaye bhavarog.

Everybody relished and wallowed in wealth, some through decent means while others by foul means. There was no iota of Bhakti, which could remove the worldly malady.

One may question what is this worldly disease? The desire for worldly enjoyment is this sickness and it can only be alleviated through the nectar of devotion. *Jei rase bhaka sukhi, Krishna hoi bas.* That which thrills the devotee also charms Krishna. When Krishna himself comes under the spell, where is the scope for lamentations? Or any yearnings?

Vaishnav devotees met at the residence of Kamalaksha regularly to discuss their grievous predicament. They reflected over their own destitution and wondered when the Lord will alleviate their distress.

Kamalaksha emphatically declared: 'there won't be any more delay! The All Auspicious Lord is certainly coming!' Thereafter all of them meditated on the Lord and prayed together: 'O Krishna, descend and save the fallen creatures of Kaliyuga! As the very embodiment of compassion and divine grace, remove the materialistic darkness with your presence!'

This Kamalaksha later on became Advaita Acharya.

It was at the clarion call and imploring of this same Advaita that Sriman Mahaprabhu advented. If Advaita roared, he also prayed. His was an amazing blend of command and entreaty. On the one hand he summoned and decreed, on the other, he pleaded and entreated. Fiery passion juxtaposed with humility.

Hunkar karaye Krishna-avesher teje
Je dhani bhramhanda bhedi baikunthate baje
Je premer hunkar suniya krishnanath
Bhaktibase aponei hoilo sakshat
Ataev Advaita baishnav agragana
Nikhil brahmande jar bhaktijog dhanya

He roared enraptured by the love of Krishna, and his cry piercing the universe rang in Vaikuntha. Hearing this clamour of love, Krishna Himself answered the call. Advaita is a supreme vaishnav, whose devotion enlightens the world.

Or else,

Acharya gosain prabhur bhakta avatar
Krishna avatar hetu jahar hunkar.

What more did Advaita do? *Gangajale tulasi manjari anukshan,. Krishno pad padma bhabi karen samarpan.* He offered tulasi and water to Krishna, one leaf of tulasi and a palmful of water. When a devotee offers water from the Ganges and a sprig of tulasi at Krishna's feet, Krishna is helpless, as he has no equivalent with which to repay the debt. Hence, He sells Himself to His devotee; though independent, He willingly submits to His devotee.

Therefore, *'Advaiter karone chaitanye avatar'*, it was due to the compassion of Advaita that Krishna incarnated as Chatanya. *'Krishner ahvan kore koriya hunkar, eimote krishner korailo avatar.'*

Suno Srinivas! Gangadas! Shuklambar!
Koraibo krishne sarva-nayan gochar.
Sabha uddharibo krishno apone ashiya
Bujhaibo krishno bhakti toma sabha loiya.
Jobe nahi paro tabe ei deho hoite
Prakashiya charibhuj, chakra lomu hate.
Pasandi katiya korimu skandha nash,
Tobe Krishna prabhu mor, mui tar das.

Listen O Srinivas, Gangadas, Shuklambar, I will bring Krishna before your eyes, and He Himself will rescue us all. All of us together will enlighten the world about devotion to Krishna. If I fail to do this, I will reveal four arms, and weilding a chakra in my hand, I will vanquish and annihilate all evil forces. Thus, Krishna is my master and I, His slave.

Nimai was in His mother's womb for long thirteen months. The infant was stronger and bigger than usual when born, *singhagriv, gajaskanda, vishal hryday, ajanulambita bhuj tanu rasamay.* His neck was like a lion's, His shoulders like that of an elephant, His heart was large, His long arms extending up to His knees, His entire physique was enchanting.

Women took the baby in their arms, but could not hold Him, He would leap out. What exquisite beauty, as if the sun and the moon had risen together, warm and frozen, effulgent and mellifluous at once. His delicate beauty, while ethereal, was exhibited in a well-built body. His large elongated eyes held compassion rarely witnessed on this earth, His beautiful hands and feet were like golden blooming

lotuses, His entire body emanated a pristine sublime radiance. Can a human being possibly be so beautiful? Can human eyes hold such volumes of compassionate tears?

Rasikshekhar Krishna param karun, His is not only the opulent (*aishwrya*) form but is also the idol of sweetness,(*madhurya*). Not merely gratifying one's own self, but relishing one's self within the enjoyment of one's devotees; the increasing ecstasy of His devotees enhancing His own fame. But why does He bestow so much rapture on His devotees? Not for His own pleasure, but due to His causeless mercy on His devotees. Had He been only *rasikshekhar,* the devotees would have been confined to mere ritualistic devotion, but as He is infinitely magnanimous, His devotees can be engulfed in the upsurge of *ragbhakti.* It is for this reason that His eyes are full of tenderness, like the deep dark waters of Kalindi.

Time and again Nimai bursts into tears. His crying stops only on hearing the Lord's name. *Harinam* brings a tinkling laughter to His lips.

Once a woman of the neighbourhood took Nimai on her lap fondly, but the infant started weeping uproariously. The acquaintance was nonplussed, as nothing she did would calm the child. She tried appeasing Him with toys, food and cuddling, but Nimai continued weeping loudly.

Mother Sachirani came out and said, 'you have been harassed by the baby! Don't worry, say Hari-Hari, the baby will be placated!'

Hari-Hari, what a marvel! The baby stopped crying; His expression becoming cheerful.

The name of Krishna is an ocean of nectar, drinking a drop of this brings bliss and enchantment, and makes one dance with rapture. Chant the Name, repeat it to others; chanting the name of Krishna is the only powerful spiritual practice. Reciting the Name is the best ticket for reaching the feet of the Supreme Being. *Tasya namah mahad yashah.*

On another occasion Nimai started weeping. He was entreating His mother to give Him the full moon. On the beautiful moonlit night, mother Sachirani stretched her hand and beckoned the moon repeatedly to come down from the sky. But the indifferent, unruffled moon did not respond. Nimai remained obstinate, insisting that if He were not given the moon He would roll on the dust and knock His head on the floor. Mother Sachirani became highly perturbed and could not think of any means to pacify her son. Suddenly her eyes fell upon a picture of Radha-Krishna adorning the wall. She brought it down and gave it to Nimai. At once the weeping of Nimai ceased and He started laughing, a laughter as soothing to the ears as the rippling sound of a running stream.

(4)

Jagannath Mishra was the son of Upendra Mishra. Their native place was in Dacca Dakshingram in the district of Shrihatta. They were Vaidic Brahmins; exquisitely handsome like Indra. He came to Navadwip to pursue higher studies. He was awarded the title of Purandar for his superior knowledge. Navadwip was then the very port of learning; everywhere it was learning and wisdom that was valued. He who was profoundly learned was considered beautiful, successful and happy. This was the criterion everywhere. It was not the aristocracy of wealth but the aristocracy of learning. People revered those who were learned, the scholars were the adored, and were given front seats at every gathering. The affluent and wealthy were honoured not because of their wealth, but for their patronage to scholars. Mothers also sought grooms for their daughters who were scholarly rather than prosperous.

Eldest daughter of Professor Nilambar Chakravorty was Sachi. Nilambar gave away Sachi in marriage to Jagannath.

Jagannath's mother Shobha Devi summoned from Dacca-Dakshingram: ' I have not seen you for quite some time. Viswarupa must have grown up, come with him.'

Jagannath came back home with his family. But after a few days Shobhadevi saw in a dream a radiant person telling her: 'Shribhagavan has arrived in the womb of your daughter-in-law. Send them immediately to Navadweep. This time Navadweep is the new land for the Lord's play.

Jagannath came back to Navadwip hurriedly. The Omniscient appeared in the womb of Sachi and manifested Himself on the full moon of Phalgun.

A Brahmin astrologer said seeing the child, 'this infant is the very embodiment of God. He will establish Dharma and with His benevolence rescue all creatures. He is all compassionate. He embodies godly righteousness, and exemplifies reverence for God, Brahmin, Guru, father and mother.' As the younger brother of Viswaroop, He was named Viswambar.

Secretly, Nimai was playing the role of Gopala. Once, when He was only four months old, lying alone on His bed, Sachimata came running and found everything in the room lying scattered, the pitcher of milk and curd broken and grains spilled all over the floor. No one was there in the room excepting the baby! Who could have done this? Nimai was crawling in the courtyard with armlets on arms, girdle in the waist, alligator shaped anklets, and tiger's nail around His neck. Whatever comes close, holds it in His grip, be it snake or frog! Once he lay down unhesitatingly on a snake and the snake engirdled the child. Everyone was dreadfully scared and called out, 'Garud, Garud!'the snake wanted to escape leaving the baby, but Nimai was not ready to release it. Time and again Nimai attempted to cross the courtyard

to go towards the Ganges. When he moved homewards one could hear the jingle of anklets from His bare feet!

Jagannath often said that Gopala has entered the body of my son. But Sachimata bound the protective ring round Nimai's head and said,' I don't care who has appeared! Let no harm befall my child. Let my son remain safe and sound!'

Many things – paddy, scripture, chalk, gold, silver, earth etc. were placed before Nimai to hold at the time of His Naming ceremony. Ignoring all, Nimai accepted only the Bhagvata, accepted only devotion, and accepted only the liberating word of God! Leaving everything, Lord, the son of Sachimata grasped Bhagvata. Why Bhagvata? Because Bhagvata alone freely distributes the very cream of devotion. Most delightful are the tales of Sri Krishna. All misery and torment ends with hearing of the divine play of Godhead! Unconditional devotion is the only saving grace of living beings; this selfless supplication is the only auspicious path. Hence, *harikatha* is the only truth worth hearing, remembering and chanting. The discerning reader will understand that Nimai's activities beyond doubt established this truth amongst all.

Nimai has learnt how to walk; and has started dancing at once. Sachimata has securely tied His dress, His tresses tugged up into a knot with a flower inserted in it. Adorned by a garland of colourful flowers, the effulgent Lord, brighter than gold, danced around the courtyard of Sachimata as Gopala. A healthy, well-shaped corporeal frame having slim waist, broad chest and a blazing golden complexion, the child put to shame even a thousand Gandharvas. His beauty inspired all to dance with joy. Nimai lisped the name of Hari in His sweet baby voice and He laughed if all others repeated the name after Him. If someone refrained from uttering Harinam, He started wailing. At times Nimai rolled on the dust. Sachimata would come running and taking the child up in her lap would wipe the dust from His golden form with the fringe of her sari.

Naughtiness of Nimai went on increasing day by day. He has learned to steal and eat, and to stealthily enter the household of their neighbours. If someone happily gave Him sweets He gave them all away to those who joined Him to chant the name of Hari. Everyone enjoys this real fun. Everyone follows Nimai and to share the huge pile of foodstuff that He gathers, they chant the name of Hari. If anybody refuses to give Him food He steals into the house by cutting a hole, He puts in His hand and eats from the pot of cooked rice, He also sips milk from the boiling pot. If He finds nothing to eat in a house, He breaks their pitchers. In case there is an infant in the house, He makes the child cry, or else He paints the face of the baby with black and soot, so that the child looks like a ghost. Mostly He escapes without being caught. If caught red-handed, He puts up a good show of pleading for mercy and

leniency. 'Leave me only for this time! I shall never repeat the same mischief again. Show mercy only this once!'

Once this king of thieves was Himself stolen by another thief. Unknowingly He had come a long way away from home. The thief found a stout handsome child; but it was not the beauty but the ornaments of the child that allured the thief; He took the child up on his shoulders; and decided that he will take the child home and steal the ornaments. Thereafter he will leave the child somewhere at a lonely place. If someone obstructs him, then he will kill the child for safety.

The road was packed with pedestrians and vehicles. But no on doubted him! And how could they! Nimai was not making a sound. He was sitting on the shoulder dangling His legs in a carefree way! Everyone thought that the child was carried by the father on his shoulder. Leaving the town they entered the village. See, how proudly He rides on the shoulder of this unacquainted person!

Yet in spite of all this some people suspected the credentials of this pair. On the shoulder of such an uncouth repulsive chap such a graceful, radiant, attractive child! They asked inquisitively, 'where are you going, child?'

Cheerfully, Nimai replied, 'I am going home.'

When the child is replying unhesitatingly with such an innocent, pure face, can there be any room for doubt?

Here at home, Nimai was missing! Jagannath and Sachimata became mad with anxiety! Not only the parents but also the whole neighbourhood started moving in all directions in search of Nimai. But where is Nimai, where is the all beautiful Gourhari?

'How far is it to home?' asked Nimai.

'Just round the corner, we have almost arrived.' But how strange! The thief has lost track of the way to his home! This is the way, yes this way is my home. The robber quickened his steps.

'Here my dear, we have come home!' he brought Nimai down from his shoulder. But how strange? It is the residence of Sachimata, Nimai's own home!

'Ah! Who is it that took you away and has again brought you back home?' With fond yearning Jagannath hugged the child and caressed Him.

'Why, one man took me over his shoulder and walking miles again brought me back.'

'Where is that thief?' asked everybody.

Had he lost his way by the miracle of the Lord's maya? Or else had he found it by the Lord's limitless grace? He who was fortunate enough to carry Narayan on his shoulders, is there anything left for him to achieve? Has he not already found his real home?

(5)

Calling Nimai fondly Jagannath asked Him to fetch his Scriptures from inside the room. Which scriptures? Without knowing anything, Nimai moves towards the room.

How strange! Wherefrom did anklets appear on Nimai's feet? No, there was no anklet! Sachimata became amazed; wherefrom comes this jingling sound? Startled, Jagannath also looked around, but could not find the source of this chime. Lo, as Nimai puts down His steps the tinkling keeps the beat! There was no one in the room, who could have produced this ringing resonance!

Giving the scripture to His father Nimai went out to play. Jagannath entered the room hurriedly followed by Sachimata. On the floor there were three signs – flag, lightening and the fork. These were the three emblems of Vishnu's feet! Who has left these?

'We have the Damodar shila in our home,' Jagannath reminded Sachimata. 'this is His miracle.' That may be, Sachimata accepted her husband's explanation with innocent faith.

'Supplicate the deity by bathing it with five offering of the cow or Panchgavya. Cook a pudding of rice and milk with your own hands and offer it to the idol,' commanded Jagannath.

All elaborate arrangements for the bathing and meals of Damodar were made with reverence. What warm affection for the stone! Nimai looked on with amusement. 'Who will feed me? Morning has passed into noon; who will bathe me? Let me spend my time playing in the dust with my playmates.'

Sachimata was calling Him eagerly, 'come, take bath and food!' but Nimai ignored her call.

Sachi entreated again. 'Come my darling! Your face has wilted, your golden skin has darkened with playing in the sun! Come home, it is already late for lunch!'

Yet who listened! 'What sort of a boy are you? Don't you feel hunger or thirst!'

Nimai laughs inwardly! 'You have your Damodar, feed Him!' Sachi tries to catch her son, but Nimai runs away. 'You can't catch me! Am I your closeted Damodar Shila - a piece of stone?'

Thereafter Sachimata starts weeping, Nimai can't tolerate tears, and comes stealthily within the reach of His mother.

A Brahmin pilgrim came to the house of Jagannath. He had the idol of a child Krishna or Bal Gopala hanging from his neck and was constantly chanting the name of Krishna.

The Name of god rids one of the impurities of Kalikal; the Name itself is the very image of the flavour of divine consciousness, and the Name alone is the condensed form of God.

Jagannath became overwhelmed to see the Brahmin with eyes intoxicated with love for Govinda. He could not decide how to pay adequate homage to the Brahmin. Washing his feet with his own hands, he asked, 'where is your native place?'

'I am homeless and detached. Restlessness of my mind makes me move from place to place.' Jagannath left no stone unturned in offering hospitality to the brahmin. The Brahmin cooks his own food. Jagannath made elaborate arrangements for his cooking. The Brahmin was accustomed to live on fruits and roots. Today he could get fully cooked food by the mercy of Krishna. Finishing his cooking the Brahmin sat down to eat in a secluded place. He first offered the food to Gopala and mentally called Him – Come and eat, Gopala!

As if from nowhere appeared Nimai. Without a moment's hesitation, He put His hand into the heap of cooked rice. Not merely that, He also hungrily gulped a mouthful.

The Brahmin shouted in anguish that everything has been spoiled.

Jagannath came running. What a calamity. Almost naked, whole body smeared with dust, Nimai was nonchalantly eating cooked rice from the plate of the Brahmin. Not merely eating, He was smiling as well!

The Brahmin got up from his seat and said, 'this naughty restless child touched and contaminated everything.'

Jagannath ran after Nimai to punish Him. What naughtiness! But the Brahmin refrained him saying, 'he is an innocent child; He has no knowledge of good or bad, purity or impurity. The elders should have kept Him away when He is so restless!'

Jagannath became highly despondent.

But the Brahmin said, 'do not feel bad! Everything happens as per Gopal's will. I am accustomed to live on fruits and roots. Give me whatever you have at home!'

Jagannath protested strongly and said, 'please cook again, I am making all arrangements.' Everything was arranged once again. 'And keep the naughty restless child confined till the Brahmin finishes his cooking and eating. If you can't bind Him, send Him to the neighbouring house. Allow Him to play with His playmates.'

Sachimata carried the child on her lap. Women of the neighbourhood started saying, 'what a shame! What did you do? You touched the food of your Brahmin guest!'

'What do I know?' with large innocent eyes Nimai replied, 'Why did he call me?'

How is it, what did Nimai say? The women looked at each other in surprise. Some others looked at it in another way, 'who knows wherefrom the Brahmin has come? To which sect he belongs? You have taken his cooked rice! It is you who have lost your caste!'

With a smiling face Nimai replied, 'I belong to the caste of the cowherds! If a cowherd takes cooked rice of Brahmins will he lose his caste?'

What an impossible saying! The women looked at Sachimata: 'have you not taught Him even this that He is a Brahmin's son?'

It was now late afternoon. The Brahmin finished cooking for the second time. With all purity the Brahmin sat down to take his food in seclusion. In meditation he offered the first part to Gopala. The Omniscient All-knowing Gourchandra heard it and rushed to the spot. And before the Brahmin could open his eyes Nimai took a fistful of rice and put it in his own mouth.

'Oh! Oh! What a pity! The child has again touched my food,' the Brahmin wailed out! Jagannath chased Nimai with a stick, 'what a sacrilege! I will beat Him for sure today.' Nimai escaped, running fast. Jagannath ran after Him in anger. The neighbours restrained Jagannath.

But Jagannath insisted, 'He has spoiled the food of my guest twice! Leave me alone, I shall teach Him a good lesson today.'

The neighbours wanted to appease Jagannath. 'What piety will you gain beating an ignorant child? Moreover will He ever learn like this? Even if He learns will the Brahmin's food become pure again?'

The Brahmin guest also joined in with the neighbours. 'Mishra, what is to happen will happen! Krishna has not allotted cooked rice for me today. Otherwise why should it be spoiled twice? If you can, give me some fruits etc. and if even that is not available, I shall remain fasting. Govinda is with me even in fasting.'

All of a sudden a young boy appeared and stood before the Brahmin. His body radiated exquisite grace, the sacred thread was over the shoulder, and he looked the very representation of divine luminosity! Who is this saintly person? The Brahmin was enchanted. He asked, 'who is He? Whose son?'

'He is the eldest son of Mishra,' someone answered, 'the elder one is as tranquil as the younger one is naughty!'

'The very look of the boy fills one with celestial pleasure! The Brahmin said, 'God bless the parents who have such a son!'

Viswarupa heard everything and said, 'it is our great fortune to have you as our honoured guest. But if you remain fasting it will be unbearable for us. It will not augur well for us.'

In reply the Brahmin said, 'I live in forests, and subsist on fruits and roots. Hardly ever does Krishna allow me to take cooked rice. Today itself you have seen that He first allowed and again disallowed. Twice I cooked and twice everything was spoiled! Everything depends on the will of Krishna! Even if you have a whole mass of edibles at home, you can't enjoy it without the will of Krishna. I have seen you

and that has satiated me! This satisfaction is my meal'.

'No, no! You will have to cook again,' entreated Viswarupa. 'You are the very embodiment of mercy. Kindly cook again for our satisfaction, I am arranging everything again myself!'

'But.......but, what will happen to that naughty restless child,' added the Brahmin with apprehension.

'I will take charge of Him. He obeys me. If I tell Him, He will never come here,' assured Viswarupa. 'Moreover, it is evening; He has come home finishing His frolics. He will now fall asleep.'

Sachimata added, 'Nimai is like a lump of clay while asleep; no one would believe that He is the king of naughtiness.' Nimai has fallen asleep by the side of His mother; as if a white lotus has bloomed in the pond of sleep! Everyone breathed a sigh of relief.

Yet, who knows; no harm in taking an extra bit of precaution. Jagannath sat at the door of the two rooms, and said, 'tie the outer door with a rope, so that He cannot escape!' Sachimata added, 'I am also holding Him with my hands.'

Everyone has surrounded Nimai from all sides. The Brahmin has once again sat down with the plate-full of rice and curry to have his meal. And before starting to take his meal with closed eyes and folded hands he offers the edibles received once again with His grace, to Gopala.

'What do I possess that I can offer you? You have shown abundant mercy on me, this realisation is the only thing I have. Kindly therefore accept this realisation because this is also received with your mercy. My devotion also comes from your grace. How does bhakti happen? Only through your divine grace! Your grace holds the concentrated form of all joy!'

Slumber engulfed the whole world, everyone fell asleep effortlessly.

Nimai got up and stood before the Brahmin, and put His hand into the plateful of rice. 'Oh! Oh!' The Brahmin cried aloud. But there was none to hear; everybody was fast asleep.

'Why are you lamenting?' Nimai rebuked the Brahmin; 'then why do you call me? Why do you offer your food to me?'

'Am I calling you and offering food to you?' The Brahmin was amazed, and looked at Nimai in utter surprise. 'Who else do you call? When you call me with sincere devotion I am unable to keep away. That's why I get up and come running again and again.'

'Who are you?'

'Who am I? Behold....'

Nimai stood up, manifesting eight hands! The Brahmin saw, what a miracle!

Butter in one hand is taken up by the other to eat, two other hands engaged in playing the flute. Four other hands hold conch, celestial disc, mace, and the lotus. A crown of peacock feathers round the head, jewelled anklets on His feet, the Kaustubh gem on the breast, and the garland of multicoloured flowers round the neck. Lo! What else? In the background Kadamba trees, cows, cowherd girls, and the Yamuna with its blue waters.

The Brahmin lost his senses in ecstasy.

Goursundar put His hand on the Brahmin's body. Gaining consciousness the Brahmin started crying holding His feet. Nimai said, 'do not reveal to anyone what you have seen today. This is only between God and His devotee. Your love and devotion has entitled you to this divine vision!' Eating a handful of cooked rice Nimai went away slowly and lay down beside His mother.

Everyone woke up and found the Brahmin eating with all relish. The tears in his eyes made the food taste even better!.

Srikrishna has Himself said, 'dedicate your mind to me. Become my devotee, worship me, offer salutations to me. I promise you that by doing this alone you will attain me. I am naturally inclined to hold you most dear.' Therefore, only devotion is enough; karma, yoga, gnana, nothing is required to achieve God.

(6)

Time and again Jagannath Mishra receives complaints. Although it has been quite some time since His formal education commenced, yet Nimai never sat down to study. His latest escapades include swimming in the Ganges, a different kind of naughtiness.

He often touches other bathers with His feet. At times He spits out water on others. He makes others take their bath twice or even thrice. Yet no one is able to catch Him – He slides out of the grip like a slippery fish. Hence they come and complain before Jagannath Mishra. 'We will have to give up bathing in the Ganga because of your naughty son.'

'Why, what has He done?' asks Jagannath with consternation.

'I was offering daily prayers standing in the water. He comes diving into the water and tugs my leg!'

'I was sitting in meditation on the bank,' said another one, 'He comes and sprinkles water all over me and says "whom are you meditating on closing your eyes? Open your eyes and look at me. In this Kaliyuga I am the real Narayan"'.

Yet another said 'arranging everything -flowers, sanctified grass, offerings, sandelwood paste on the bank, I went into the water to bathe. On my return, I find your son eating the offerings sitting on the asana. He fled away when I tried to catch

Him. While going He said, 'He Himself has eaten for whom you brought your offerings." What mischief!'

A variety of complaints against Nimai were pouring in regularly. Some say, 'He has taken away my shawl', or 'He has stolen my idol of Shiva' or even 'my Gita.' Another one accused 'Nimai jumped up on my shoulder, and when I try to catch Him, He jumps into the river and says "I am Ram and you are the monkey on whose shoulder climbed Ram."' Yet another complained, 'as I finished my bath He threw sand at me. Sometimes He sits on the seat of puja and worships Himself. You are our friend, if you do not relieve us from all these, where shall we go for relief.'

Not merely the menfolk, but women also came with several charges to Sachimata. 'Your mischievous son steals away our clothes. After bathing I went to take my sari kept on the steps of the ghat, but find Nimai decamping with it under His arm. If we rebuke Him, He throws sand or water and quarrels with us, and inserts thorny fruits in our tresses.'

Jagannath roars with anger and goes on the lookout with a cane, 'where is Nimai?' As usual Nimai was playing His pranks on the bank of the Ganga. 'Let me see, I will teach Him a lesson today,' Jagannath shouted. The very women who complained went running to the bank and told Nimai, 'your father is coming with a thick stick, fly away at once!'

'Is my father coming?' Nimai was scared. 'Yes, he is carrying a thick rod. He will beat you black and blue today! Get away, if you want to save yourself!' coming out of the water Nimai ran away. Before escaping He told them 'if my father comes asking for me, tell him I have not come this way!'

Flushed and agitated Jagannath appeared and found a number of children in water and on the bank. Lots of bathers crowded the bank of Ganga. But where is Nimai? He is not to be found anywhere!

'Where is Nimai', Jagannath shouted in anger. All the women said in one voice, 'why? Nimai has not come for bathing as yet!' Some of the boys said, 'we saw Him going home after finishing His lessons. We asked Him "are you not coming to take your bath?" He replied, "you go ahead. I am coming in a while" And we are all waiting for Him since then. Has He not reached home as yet?'

With cane in hand and angry eyes, Jagannath started looking here and there. Some elderly people said, 'we think we saw Him in the water. Where did He go.' Some others said, 'you are making a mistake. Nimai has not yet come here. Had He been here, would He have allowed us to be in peace!'

Disappointed, Jagannath returned home.

Nimai was coming back from the elementary school with dusty feet, books in

hand, and fingers smeared with ink. 'Give me a bit of oil, mother. Let me go for bathing.'

'Why? Have you not gone for your bath as yet?' asked Sachimata in wonder.

'When did I go? Had I had my bath, would the tresses on my head be dry, and the clothes be dirty?'

How true! There was no trace of water anywhere on the boy! Everything was dry as straw. His whole body was covered with dust! Jagannath returned with the rod in his hand and chased the boy. He chastised Him saying, 'why are you teasing others at the time of bathing?' He recited a long list of mischief done by Nimai.

'Why? Have I gone to take my bath today? Even if I do not go, people say all sorts of made up tales about me. Mischief of other boys are also blamed on me. Nobody likes me! I am everyone's eyesore!' with tears brimming in His eyes Viswambhar stood beside His father.

Throwing the cane away Jagannath fondly took Nimai up in his lap. Really, everyone is jealous of my sweet Nilamani and falsely accuses Him. Or else, look at Nimai without a sign of having had a bath, while everybody says He is frolicking inside the water. Dry books, dry clothes, even His hair is dry! All concocted tales!'

Taking oil from His mother and permission from His father Nimai came again to the Ganges and started jumping and frolicking. His friends were also very happy to get back His company. Even those women whose clothes He stole were happy when Nimai came back unscathed. And the elders thought that the very pleasure of taking bath in Ganga depends on the pranks of Nimai! If Nimai is with them, it does not matter whether they start or finish their puja!

Nimai has started crying!

What is the matter? Why are you wailing? Everybody becomes worried! But the wailing of Nimai is also extraordinary. Once He starts crying He never stops. A whole ocean of tears comes out of His eyes as if land and water would merge into one!

Sachimata chants Harinam in both ears, yet Nimai continues to weep. It appears He will faint due to crying, Sachimata gets fully perplexed and entreats, 'tell me, my dear, what do you want? I will give you whatever you want!'

'Then give me the offerings of the puja of Ekadasi' Nimai said, calming down.

'Wherefrom can I get that offering?'

'Jagadish Pandit and Hiranya Bhagabat live next door. They have observed fasting of Ekadasi today and have arranged a lot of food offerings for Vishnu,' Nimai said with an innocent face. 'Bring me that offering, I won't cry if you get that offering for me!' 'What incredible absurd craving!' Sachimata said touching her head with folded hands. 'Do not bring such words to you lips! All those offerings are meant

for the Gods; it is sin to demand those articles that are meant for the Gods. Tell me which sweet you like, I am bringing it from the market.'

Nimai again started crying loudly.

Thereafter Jagannath went next door and told the two Brahmins about the hankering of his crazy son! Hiranya and Jagadish were devout Vaishnavas; they were astounded to hear what Jagannath said. That tiny baby, how could He know that today is Ekadasi? What a miracle! Why were their bodies experiencing a joyful trembling? No doubt, that baby is the very embodiment of Gopal.

Hiranya and Jagadish brought the plate-ful of offerings in front of Nimai and said together, 'you are Gopala! If you take these offerings, it will mean that Gopala Himself has eaten these!'

Nimai took some offerings from the plates and ate them. Some He smeared all over His body, others He threw and some He distributed to those who were standing near Him.

No more wailing! No more agitation! No more want or lacking! Only delight!! Uninterrupted celestial rapture!!

JANHAVA THAKURANI

108 Tridandi Swami Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj

Her father's name was Suryadasa Pandit. Sarkhel was the title conferred by the King. Her mother was Bhadravati Devi. Her place of birth was Ambika Kalna. Suryadasa had two daughters. The elder was Vasudha, and she, the younger one, was Janhava or Janhavi.

Mahaprabhu said to Nityananda, 'If you also accept the austere life of a sage how will the profane and perverted people of the world be saved? You go, return to Gouda and becoming a householder preach Bhajan Sankirtan. Manifest love and devotion endlessly.'

Nityananda arrived at the residence of Surya Das along with his favourite disciple Uddharan Dutta. He proposed to marry Surya Das's daughter: 'I wish to marry; give your daughter's hand to me in marriage.' But Surya Das did not agree as Nityananda had abandoned his varna. Being rejected by Surya Das, Nityananda went back.

But what happened to Vasudha? Knowing that the omniscient Godhead wanted to marry her, she became lovesick. But when she learnt about the repudiation she became senseless. Doctor was called in, but she did not get back her sense. And she died in coma.

Receiving this sad news Gouri Das came and fell prostrate at the feet of his elder brother Surya Das. He asked Surya Das to call back Prabhu Nityananda as he alone could bring Vasudha back to life.

Vasudha's body has been brought to the banks of the Ganga for the last rites. Nityananda appeared and Surya Das fell flat at his feet. 'Kindly bring my daughter back to life,' he entreated.

Nityananda told Surya Das, 'If only you agree to give your daughter in marriage to me, I will bring her back to life.'

Surya Das agreed.

Gentle breeze from the celestial being of Nityananda embraced Vasudha's body; divine fragrance of his body entered through her nostrils. Vasudha gained back her sense and looked at Prabhu with wide open eyes.

'Now arrange the marriage'

'You are an avadhoot. Purify yourself according to Vedic rituals and adorn the sacred thread.'

Nityananda did as he was directed and said, 'do whatever you wish, I remain uninvolved. Today the only supreme ruler is Chaitanya Goswami.'

After marriage one day Nityananda was taking his meal. Vasudha's younger sister Janhava was serving the edibles. The garment covering Janhava's head slipped down;

suddenly, Nityananda saw her and realised that Janhava was his complete energy. His beloved. He told Surya Das, 'Give your younger daughter to me as dowry.'

Surya Das said, 'I have nothing that I cannot give you. My wealth, caste, household, and even life, everything is yours.'

After marriage, Nityananda came to Badagachhi with his wives. There he received the blessings of Malini, wife of Srivasa. Thereafter he went to Navadwip to have the blessings of Sachimata. He stayed for some time in Saptagram. At last he came to Khardaha.

Vasudha gave birth to eight sons and one daughter. Seven sons died one after another. Only the daughter Ganga and the youngest son Virchandra or Virbadhra survived.

Janhava had no issues.

Yet Virchandra was her pet.

Mother Janhava took Virchandra as her disciple. Virchandra wanted to become the disciple of Adwaita ànd wanted to go to Shantipur with that aim in view. But Janhava brought him back and told him, 'you need not go far. Take diksha from me and become my disciple.'

Virchandra took diksha from Ma Janhava.

Fully experienced in bestowing the jewel of love and devotion Janhava enjoys the respect of the entire Vaishnav brotherhood. Hence she was invited to the Mahotsava of Kheturi. Taking leave of Vasudha, Ganga, and Virchandra Janhava started from Khardaha. With her went a number of sages like Vrindavandas, Balaramdas, Jnanadas. Nayan Mishra from Halishahar joined their troupe. From village to village the gathering of people increased; village after village was flooded with the Name of God. Janhava rested at some places – the residence of Srivas in Navadwip, in the house of Krishnadas at Akaihat, in the Gouranga temple of Gadadhar Das at Kantakanagar, and in the house of Ramchandra Kaviraj at Budhrigram. At last when she reached Kheturi what a splendid welcome and jubilation was accorded to her!

Goddess_Janhava_has_arrived!

A separate house has been allotted for her stay. She stayed there with her devotees.

On Phalguni Purnima six deities were installed. After the installation of the idols Janhava Devi asked Srinivas to distribute garland and sandalwood among the devotees of Chaitanya. After this was done she asked to give garland to Nrisingha Chaitanya. Thereafter she herself accepted the garland and sandalwood. Then she directed the bhajans of Gour and Sankirtan to begin.

Kheturi was flooded with hymns of love.

Sriman Mahaprabhu was a lover of hymns and he came to the Sankirtan abode

with his disciples. For a moment everyone witnessed the lightning flash of the divine halo of the Godhead. But everything disappeared after a moment.

The abode of Sankirtan was filled with grief and weeping as Mahaprabhu disappeared. Where have they all gone? Advaita, Nityanand, Srivas, Murari, Haridas, Gadadhar, Vakreshwar. Everyone was here, even Swarup Damodar, Ramanand, Sarvabhauma, Narahari! Where have they all gone?

Janhava said; 'this is the grace of Prabhu on Narottam and Srinivas. He has fulfilled his promise. Wherever there is Sankirtan there he appears. Now start the smearing of Phagu.

Janhava entered the temple and smeared the idol of Prabhu with Phagu. Everyone started playing with Phagu.- not merely between human beings but between man and God. Earth and sky became smeared with Phagu.

Wonderful playing with Phagu
Between man and God a strange union.

After the performance of evening prayers Janhava said to Srinivas, 'Now you perform the birth anniversary of Gouranga.'

Some say the full moon of Phalgun is sacred.
Observing it you get the grace of the Moon of Nadia.

Next morning after taking bath and performing puja Janhava started cooking.

After offering bhoga she distributed it among the devotees and accepted prasad only after feeding everyone else.

Next day she told Narottam, 'I will go to Vrindavan.'

No one could restrict her. Accompanied by relatives Krishnadas Sarkhel, son-in-law Madhavacharya, Gopal Parmeshwari Das and some others she went to Vrindavan.

She walked on foot – it was a long distance. But Janhava was not scared. Even the physical torture appeared as pleasure.

Janhava took rest in one village; the devotees in the village lay prostrate at her feet. There were wicked people in the village who were opposed to vaishnavism. They disapproved the worship of human beings which they considered as offence to Goddess Chandi.

But Goddess Chandi appeared before these wicked people in their dream and told them, 'Janhava is a goddess, take refuge before her or else I will destroy all of you.'

Waking up these wicked people fell at the feet of Janhava Devi and her disciples and as they prostrated at their feet they got the grace of devotion.

On another day as Janhava was resting by the riverside of another village, a band of highwaymen saw them. The gang leader Kutubuddin said, 'the men from Gour must be having a lot of wealth with them. We will snatch all their wealth from them.'

Then he asked his spy to find out what they were doing.

The spy informed that they were taking rest after chanting hymns to God.

'Then this is the ideal time. Collect your weapons and come to me,' said the leader.

The riverbank was not very far away. But as they walked the path also went on extending endlessly. The night ended but they could not reach the devotees of Gouda. The leader of the highwaymen became afraid and said this must be the charisma of that lady whom they call Goddess. 'Let us go and surrender before her and leave this hated profession.'

When they realised this they reached the devotees immediately. They went to Janhava and asked her to save them.

Her divine presence became compassionate and showed them mercy. The buccaneers started to sing the name of Krishna.

At last Janhava reached Mathura. She bathed in the quiet ghat of Yamuna. Vaishnav devotees of Mathura started coming to have darshan of the divine being. They also sent word to Vrindavan. Apostles of Vrindavan eagerly came forward. Both the parties met at Akrura.

Parameshwari Das introduced Janhava to everybody – this is Gopal Bhatta, Lokanath, Bhugarbha – this is Jiva Goswami. This is Krishnadas Brahmachari, Krishnapandit, Madhu Pandit.

Who is this amongst you?

He is the younger brother of Ramachandra Kaviraj, Govinda. An unparalleled composer of Vaishnav hymns.

Celestial bliss flooded both the parties.

Jiva Goswami arranged the abode of Janhava. Janhava moved about witnessing temples, idols, and other places of pilgrimage. She met Raghunath Das at Radhakunda. She also met Krishnadas Kaviraj. Janhava stayed there for three or four days. She fed everyone, cooking herself. She fed Krishna Mahaprabhu.

One day at noon Janhava heard the enchanting melody of the flute on the bank of Radhakunda. She became thrilled and agitated, glanced here and there! And lo, she saw graceful tawny Krishna beneath the Kadamba tree playing on his favourite flute; and surrounding Him was Srimati and her sakhis. Encountering this beatific vision Janhava fell into a trance. When she got back her consciousness she started brooding as to whom she could confide this unique solitary experience of revelation!

Jiva Goswami recited Vaishnav sastra to Janhava. Thereafter she started her tour of the virgin forest – twelve verdures. Completing the tour she entered a village on the bank of the river Yamuna. There she heard the wailing of an old man. Enquiring what the matter was she found that an innocent Brahmin was blessed with a son in his old age. That son has died today at an early age. His mother was weeping

grievously with the son on her lap and the loud lamentation of the Brahmin was shattering the heavens.

Janhava became agitated with deep compassion. She stretched her hand to touch the dead son.

The broken hearted mother resisted and said, 'do not touch my son.'

Janhava entreated, 'why? I will become sanctified touching your son!' Saying this she placed her hand on the head of the dead boy. The boy opened his eyes and looked around. Then he touched the feet of Janhava and got up.

What an amazing marvel! What a benevolent dispensation!! The old Brahmin and his wife fell prostrate at Janhava's feet and wept.

Janhava said, 'this is not my beneficence, but the benediction of Krishna. Lord Krishna is the real source of grace. He is the sanctum sanctorum of mercy. Perturbed by the agony of your bereavement He reanimated your son mercifully. No need of crying any more. Sing only the praise of Lord Krishna and chant His name all the time.'

Janhava went to the temple and witnessed the dual deity of Radha Gopinath. It suddenly occurred to her that Radhika's idol was shorter than that of Gopinath. She thought, 'it would have been better if Radhika was a little taller.' She decided to get a new idol of Radhika on her return to Gouda. She told this to Nayan Bhaskar. She said, 'from now onwards constantly meditate upon Gopinath. In that devout meditation you would get a glimpse of His ladylove.'

Nayan could realise the inclination of Janhava.

Thereafter Janhava visited the sepulchre of Gouridas and met Badu Gangadas, his maternal cousin. She told him, 'come with me to Gouda.' Finding that Janhava was going back to Gouda, one devotee of Vrindavan presented Her with an idol of Radha Krishna. Janhava told Gangadas, 'no more words, on going back to Gouda you start worshipping this Godhead.'

Entering the sphere of Goura, Janhava first went to Kheturi. Staying there for three-four days she went to Budhri. There she got Gangadas married to Hemlata, daughter of Shyamadas Chakravarty. From there she proceeded to Ekchakra, the birthplace of Lord Nityananda. ' Ekchakra is the abode of God.' ' Soon Prabhu Balaram will manifest Himself.' She also heard the story of Prabhu Nityananda and the life history of mother Padmavati. She heard with interest the childhood exploits of the Lord and his tour of Vrindavan. And above all, the divine miraculous achievements of Nityananda leading to final renunciation of earthly home fascinated her.

Leaving Ekchakra, Janhava went to Jajigrama. There she met Shrinivasa. From there she proceeded to Shrikhanda and met Raghunandan. From there she proceeded to Navadwip and Shrivasgriha. Thereafter she went to Khardaha via Ambika. There she met her son, daughter and sister – Virchandra, Ganga and Vasudha.

Within a few days Nayan Bhaskar constructed and brought the idol of Radhika. The idol had been made with full devotion, beatitude and sanctity of mind. Everyone was enamoured and enraptured! Janhava said, 'Who will now carry the deity to Vrindavan?'

Parameswaridas agreed and Nrisinghachaitanya went as his companion.

On their way at Katwa, Shrinivasa witnessed the idol. Raja Vir Hamvir secretly gave one thousand rupees for the installation of the idol. When the idol reached Vrindavan it had to be decided where the original idol would be placed. The king of Jaipur took charge of the original idol. The new idol was installed on the left side of Gopinath. The new surrogate idol was called Janhava Thakurani or Janhava Radhika.

Parameswaridas reported everything in detail to Janhava on his return. Janhava ordered him to go to Taraatpur village and worship Radha Gopinath there.

Later she went to Vrindavan with Her relatives and disciples. 'Let us have a glimpse of Gopinath with Radha.'

Reaching Vrindavan Janhava went to see Radha Gopinath. But what did she behold! Gopinath in the middle; on His left and right was Radhika!! On both the sides of Gopinath there appeared two Radhikas. As if a black Tamal tree is wrapped by two love creepers from two sides; a dark cloud in the centre flanked by lightning on both sides!

She dedicated all the offerings that she had brought from Goura to Radha Gopinath. She fed them preparing several items with her own hands. One day she entered the temple alone and the door was closed.

Gopinath caught hold of Janhava's dress and made her sit on His left.

Gopinath Janhavar bastra akarshiya
Basailo aapnar bamparsher laiya.

(Gopinath tugged the attire of Janhava
and made her sit by His left.)

When the devotees opened the door, they found Janhava transformed into a golden idol, manifest on Gopinath's right side.

Sabe dekhe kanchanpratima murti hoiya
Birajoy Gopinather dakhine basiya.
Bamparshe Sri Radhika dakhine Janhava
Madhye Gopinath ithe .upama ki deba.

(everyone saw her as an image of gold
on the right of Gopinath.
Sri Radhika on the left and Janhava on the right
In the middle Gopinath behold!!)

THE HOLY NAME OF KRISHNA

ROMAN TRANSLATION

Ceto-drapana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
Servah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
Anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam
Sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam

TRANSLATION

'The holy name of Krishna
cleanses the mirror of the heart
and extinguishes the fire of misery
in the forest of birth and death.

As the evening lotus blooms
In the moon's cooling rays,
The heart begins to blossom
In the nectar of the name.

And the last soul awakens
To its real inner treasure
a life of love with Krishna.

Again and again tasting nectar,
The soul dives and surfaces in
The ever increasing ocean
of esctatic joy.

All phase of the self
Of which we may conceive
Are fully satisfied and purified,
And at last conquered by
The all-auspicious influence
Of Holy name of Krishna.

ILLUMINATION

Sri Chaitanya Mahaprabhu is the pioneer of Sri Krishna *sankritana.* He said, "I have comer to inaugurate the Holy name of Krishna, and the name will reach every nook and corner of the universe (*prithivite ache yata nagaradi-grama sarvatra pracara haibe more name)*".

What is the meaning of *sankirtana*? *Samyak means "full"* and "*kirtana*" means chanting. Together these words form the word *sankritana* which generally means "congregational chanting of the Holy name of Krishna". But *samayak* means full not only in quantity but also in quality. Full quantity means extensive number: congregational. Full quality means complete praise. Complete praise means only glorification of Krishna, and not any other God.

So *sankirtana* means complete *kirtana,* a song in the praise of complete whole, the absolute truth; any thing else is only in the partial representation and therefore defective to certain extent. Therefore, Krishna should be praised. His glories should be chanted, for He is everything. He is the master, the dispenser of both good and bad, the Absolute controller of everything. Everything is due to Him. The fulfilment of life is reached in Him alone. Just as a horse may have reins to check his movements, but if let loose will run freely, praise which is unchecked by any mundane purpose will run straight towards the supreme cause, Krishna.

The word *sri* means Lakshmi : Krishna's potency. This means that in *sankirtana,* Krishna is worshipped along with His potency, for Krishna's potency is included within Him. Sri Chaitnya Mahaprabhu says that *sri Krsna sankirtana* should thrive throughout the world; it should be victorious without any hinderance (*paranam vijayate sri-krsna-sankirtanam*). It should be spontaneous, uncheked, and natural flow. It should be exclusive, independent and without reservation. And this praise of Krishna should be congregationally chanted—the vibration is beneficial for the whole world. Only by surrender and devotion can we take to *sri krishna sankirtana.*

"CLEANING THE MIRROR OF MIND"

What are the different stages through which we will pass while chanting the Holy Name of Krishna? The first stage that it cleanses the mirror of mind. If the mirror of mental system is covered with dust, we can not see things clearly, and the scriptural advice can not be properly reflected there. What are the

different kind of dust covering the mirror of mind? Our infinite, fleeting and organized desires are considered dust, and our hearts and minds are covered with layers and layers of dust. Therefore we cannot see things properly; they cannot properly reflect in our mind because it is covered with infinite ordinary desires of mundane world (*bhukti-mukti-siddhi-kami...sakali asanta*);

So the first effect of *sri krsna sankirtana* is the cleansing of the mind. The vedic social system (*varnasrama-dharma*) has been formed for this purpose. If we discharge our social duties perfectly, without any attraction for the consequences, we achieve purification of our consciousness—but the first installment of *nama-srikirtana* give us the end results of *varnasrama-dharma*: purification of heart and mind. Then we can understand vedic advice properly.

The next effect of chanting the Holy Name is that it extinguishes the fire of material existence in the forest of repeated birth and death. We are forced into creation and again die. The mundane wave catches the soul which mingles with that vibration in different stages. This is stopped by second effect of *sri krsna sankirtana,* and we become liberated.

With the first stride, the intelligence is purified. With the second stride, the Holy Name effects liberation from the great conflagration of threshold miseries. The threefold miseries are *adhyatmika*; miseries within the body and the mind, such as disease and mental anxiety; *adhibautika*; miseries from neighbours; man, beast, insects and so many other living beings; and *adhidaivika;* natural catastrophes like famine, flood and earthquake. We have to suffer from these three kinds of miseries which burn in our heart like fire. But everything is extinguished forever by the second stride of *nama-srikirtana* which gives us relief.

THE SUPREME GOAL OF LIFE

The next stage is *sreyah-kairava-candrika-vitaranam*; the Holy Name bestows upon us the supreme goal of life. After doing away with these two negative engagements, our positive engagement begins and ultimately takes us to reality, to the real truth, which is eternal, auspicious and beautiful. It takes us to that auspiciousness which is above this world of difficulty, and in general way we achieve the supreme goal, the highest auspiciousness, the greatest good from chanting the Holy Name of Krishna. If we analyse this scrutinisingly, we find that in the stage the Holy Name takes us to intimate personal relationship with Krishna, which includes neutrality, servitude, friendship and filial affection (*Santa, dasya, sakhya,* and *vatsalya rsa*). *Sreyah* covers the grace of Nityananda

Prabhu, for it is by his grace that we may be allowed to worship Radha and Krishna in Vrindavana (*nitaiyer karuna habe braje radha krsna pabe*).

The next stage is *vidyu-vadhu-jiuanam.* The Holy Name tells us for the wholesale surrender to Krishna that is found in conjugal love where the devotees surrender themselves infinitely at disposal of Krishna.

The next stage is *anandambudhi-vardhanam,* When we come to proper level by chanting the name of Krishna, we find the transcendental ocean that is above all sorts of experience. The name comes to assert Himself over us according to the degree of our surrender, and when our surrender is complete, we feel a new type of ecstatic joy... we experience an infinite ocean of joy which is not static but always dynamic. There we find new life and a new type of blissfulness. It never becomes stale or static, but at every moment gives us a taste of infinite ocean of ecstasy.

COMPLETE SELF PURIFICATION

The last effect is that our entire existence is purified. This kind of enjoyment does not pollute-it purifies. Enjoyment means exploiting. Mundane enjoyment creates a reaction and pollution attacks the enjoyer, but here because Krishna is the aggressor, the result is purification. All enjoyment that comes from the center, from the autocratic desire of Krishna, purifies us completely.

In this verse, the word *sarvatma-snpanam* means that all different phases of the self which may be concieved are fully satisfied and purified at once by chanting the Holy Name of Krishna. And there is another meaning of *sarvatma-snapanam.* If we praise Krishna congregationally, we will be purified according to our capacity. Both the singer and the audience as well as any one who comes in connection with the transcendental sound will be purified. *Snapanam* means purifying. The vibration purifies everyone and everything that comes in touch with it.

So Mahaprabhu says, "go on with *sankirtana,* the congregational chanting of the Holy Name of Krishna." Of course *sankirtana* must be genuine, so association with saints is necessary. It is not an empirical attempt. We are attempting to have a connection with the higher, unconditioned realm which can descend to help us here. We have that connection with higher reality, for that is all important. The Holy Name of Krishna is not mere physical sound; it is not lip-deep only, but it has greater and higher aspect (*namakasara bahiraya bate tabu name kabhu naya*). It is all spiritual. We are in the marginal plane of

existence, so some higher connection is necessary in order that the wave will descend from that higher realm and come to us and spread its influence outside as well.

Wherever it goes, *sankirtana* of the Holy Name of Krishna will produce these seven fold results. This is the purport of Mahaprabhu's first verse. The first effect is that the Holy Name cleanses the soul which is attacked by the dirt of desires from the mundane world. By the second effect it gives *mukti,* liberation, perfect independence from material forces. The third effect brings real fortune; the opening of the soul's treasure. The innate resources of soul are gradually awakened by the Holy Name of Krishna. Here Sri Chaintanya Mahaprabhu includes the other forms of relationship with Personal Absolute. In describing the next step he takes the mood of conjugal devotion where one is absolutely disposed for Krishna's enjoyment, unconditionally surrendering everything for His maximum pleasure.

I NEED MILLIONS OF MOUTHS

The next effect is the tasting of his ecstatic association. In Vrindavana, the realm of Krishna, one who can chant the name of Krishna properly will express himself with a proper sort of ego:

Tunde tandavini vitanute tundavali-labdhaye karna-kroda-kadambini ghatayate karnarbudebhayah sprham cetah-prgnana-sangini vijayate sarvendriyananam krtim no jane janita amrtaih krsneti varna-davyi

"When the Holy Name of Krishna appears on the lips of a devotee, it begins madly dancing. Then the name takes over and handles him as if the person to whom the lip belongs loses all control over his lips, and the devotee says, "With one mouth, how much can I gather the ecstasy of the Holy Name? I need millions of mouths to taste its unlimited sweetness. I'll never feel any satisfaction by chanting only with on mouth".

When the sound "Krishna" enters the ear, he feels that transcendental sound awakens in his heart. "what are two ears?" he thinks. "This is the greatest injustice of the creator- I need millions of ears! Then, if I could hear the sweet name of Krishna, my heart may be a little satisfied. I want millions and millions of ears to hear the sweet name of Krishna". This is the temperament of the devotee when his attention is drawn to the Holy Name. Then he faints: losing himself, merging in an ocean of ecstasy and joy. And in great disappointment he says, "I failed to understand the quality and quantity of the substance of

Krishna's name. I am perplexed. What sort of honey sweetness does this name contain?" In this way the chanter of the name wonders.

KRISHNA'S MYSTIC FLUTE SONG

This has been taught to us by Sir Chaitanya Mahaprabhu, who said, "Properly chant the Holy Name, the sound representation of absolute sweetness." That sweetness is also to be found in the fruits of the Lord. The sound of Krishna's flute has the mystic power of capturing and pleasing everyone and everything. Upon hearing the sound of Krishna's flute, the Yamuna's current is paralysed. The sweet sound of Krishna's flute attracts the trees, the birds and the beasts. Everything is astounded by contacting the sweet vibration from Krishna's flute.

Sound vibration can work miracles; sound has the highest capturing potency. Sound can make or mar. It can do anything; it has such intrinsic capacity. It comes from the subtle most plane, beyond the ether. That universal sound is absolute sweetness and goodness. How much power is there-how it can capture us! Like a blade of grass, we may be plagued by the current of that sweet sound in such a way that we cannot even trace out our own personality. We may lose ourselves there but we do not die; the soul is eternal. Diving, up and down, we are played by the current of the sweet sound. We are less qualified than a straw, a blade of grass, and the Krishna sound is so big and so sweet that it can play us in any way it likes. We cannot begin to concieve how much power is in the divine name, the sound which is identical with absolute goodness and sweetness.

Sir Chaitanya Mahaprabhu says, "don't neglect the sound which is one and the same with Krishna." Absolute sweetness and goodness- everything is there within the Holy Name. And the Holy Name is representing itself to us in a very cheap way; nothing is required to purchase it- no money, no physical energy. All these things are unnecessary. What is required? Sincerity.

One who simply takes this divine sound sincerely will be so enriched that no one will be able to concieve of so much goodness and development. And anyone may have it very cheaply, but one must chant sincerely with his whole heart. Of course, whole hearted sincerity pre supposes going to proper agent, a saint, and getting the Holy Name from him.

Sri Krishna sankirtana is praised by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the inaugurator of *sankritana* movement who came as Radha-Govinda combined.

His advice is most valuable and necessary to tell us that with a sincere spirit we must come to join *Sri Krishna sankirtana,* the most purifying transcendental sound, which affects liberation, gives all fulfillment, and grants us such a positive attainment that we lose ourselves in the ocean of joy and inconceivable sweetness.

The is Sriman Mahaprabhu's grace, and He proclaims, "let *Sri Krishna sankirtana* be expanded into this mortal world, that it may benefit everyone infinitely, for this is the highest and the greatest benefit for the whole world. It is all comprehensive. It releases us from all sorts of troubles, establishing us in the highest position of attainment."

And in the present degraded age of Kali, only *nam-sankirtana* can help us. Of course *nama-sankirtana* is beneficial in all ages, but it is specially recommended in Kali-*yuga* because in this age all other attempts will be opposed by many forces. *Nama-sankirtana* cannot be opposed by the trouble and the waves of this material world so one must adopt it. If we exclusively give ourselves to this we will gain the highest fulfillment of life. There is no necessity of any other campaign, for they are all defective and partial. But the most universal, captivating and beneficial thing is *nama-sankirtana,* which takes us to the highest goal. That alone can satisfy everyone.

All souls that are now disconnected from Krishna may be helped in this way. No other movement is necessary. Sri Chaintanya Mahaprabhu tells us, "exclusively devote yourself to this. It is all embracing and all fulfilling. And you can achieve it with least trouble and least energy. Let it flourish in this Kali-*yuga*-let it flourish for the welfare of the whole universe, to re establish all souls in their normal position."

In the last verse of *Srimad-Bhagwatam,* the conclusion of the book is given as follows:

nama-sankirtana yasya
sarva-papa-pranasanam
pranamo duhkha-samanas
tam namami harim param

Papa means all anomalies. All undersired things; sin. Material enjoyment and liberation are also included as anomalies, sinful activities. Why is liberation considered sinful? Because it is an abnormal condition; our natural function is to serve Krishna, but we do not do that in salvation. Mere salvation does not include service to Krishna, so that is an abnormal position and therefore it is also a sin. To ignore our natural duty and stand aloof cannot be sinful.

GURU'S GRACE

MADHAVI DASI

Baba has graced my life in a very special way. I do not have the words to express my love and gratitude towards him. My guru has taught me a lot about life and how one should conduct oneself. All I can say is that Baba has a heart of pure gold.

I have also had the privilege of witnessing some wonderful miracles that have further confirmed my faith in the Lord's divine mercy.

Shiva Parvati Leela :

A few years ago, when the Ashram was located in Chittaranjan Park, New Delhi, Baba one fine day told me to organise a grand meal on the following day as we could expect some VIP guests for lunch. He even selected the items of the menu himself.

I woke up the next morning and as usual, after my bath, went to offer my pranaam to Baba. As I stepped into the room I was flabbergasted to see a man sitting on the bed beside Baba. He was taking out some exquisite shaligrams from a bag and showing them to Baba. Coincidentally, I recalled Baba had also been expressing a desire to acquire some shaligrams during the last few days. Baba told me to offer my pranaam to the visitor, which I did. On a chair nearby, was a beautiful lady, whose flawless complexion radiated the lustre of a pearl. These two persons were Lord Shiva and Devi Parvati in human from!

I did not know what exactly was going on, but did have the sense to realise that the two people were very special. Lord Shiva had the most innocent but penetrating eyes that I have every seen. They sparkled in an ethereal way.

It happened to be a Monday and the "man" told me his name was Mahesh. The lady informed me that she was fasting on that day, but I insisted that She and Her Husband should definitely eat the prasad in our Ashram. Devi Parvati agreed. She then told me that she would need to do her puja and then change her clothes before taking prasad. So I took her into my room while Lord Shiva was still showing the shaligrams (there were over 350 so it was taking time) to Baba. To my amazement, the lady did not have any bag or change of clothes that I could see, but came back wearing a stunning saree in two minutes!

After all the shaligrams had been shown, Babaji told the couple to have some prasad. Then I took Lord Shiva to my room to wash his hands and then sat them both on my bed while the food was being laid. They were both cajoled to eat a little prasad after which they stepped into the balcony adjoining the living room. As I went to bring them back, they had disappeared! There was nobody in the balcony. I ran to Baba and he, looking at my perplexed astonishment, laughed and laughed at length. He then revealed their true identities to me and we compared notes on our observations.

Radharani's Leela in Vrindavan :

Once in the year 1999, on Gopashthami day in Vrindavan, Baba was not well. He had a bad cold and wanted a particular medicine. I tried to find the medicine all over in Sri Vrindavan, but could not get it. Then finally as a last resort, I sent to Mathura and even there could not find it! Frustrated in my efforts and disheartened, I returned with a cough syrup. Back at Vrindavan as I was putting the bottle in the cupboard, I was stunned to see the much-sought-after medication right there!

Baba was surrounded by devotees so I could not ask him about it right then, but I concluded that the medicine must have been lying in some bag and was taken out by Baba's sevak, Babloo and put in the cupboard. Anyhow, since the purpose was served I was happy.

Later that night, Baba tells me that he wished he had the medicine I said, "What are you talking about? The medicine is right there is the cupboard!" Surprised, Baba asked me to fetch the bottle and saw that the expiration date was valid. Looking at me Baba said "You did not get this and neither did I, so who got It?" I replied, "This is Sri Vrindavan, who else could have got it? It could only be Radharani."

The next morning, I gave Babloo, Baba's sevak a scolding for being too absent-minded. But later at lunch, I was telling one of the devotees that I was feeling bad for having scolded Babloo as he was too mild a fellow.

When I was out for lunch and Baba was sitting in the hall with devotees, Babloo entered Baba's room for his usual cleaning and dusting. In the room he saw a small girl standing next to Baba's bed. Not realising who She was, Babloo asked her who She was and what was She doing in Baba's room? She replied 'I live here, but who are you?" Babloo said that he was Baba's sevak and then Radharani proceeded to give him a piece of Her mind! She said to him "You are too absent-minded and do not do your job properly. You should listen to Didi and do Prabhu's seva with complete dedication". She went on "I

had left some medicine for prabhu yesterday which Didi gave to Him at night. Tell Didi to give Him this medicine thrice everyday because if in is left to you, you will forget." After that, she spoke about some other matters, which cannot be revealed and told Babloo to call Prabhu. When Baba came into his room, She asked Babloo to leave. She then talked to Baba for a while and disappeared from there itself!

When I returned after lunch, I saw Baba laughing delightedly and Babloo in tears. "What happened? Why is Babloo crying?" I asked. Baba informed me that Babloo was in a state of shock and could not believe his good fortune. When the leela was revealed to me, I too started crying!

Many incidents have occurred over these years, but I have recounted only two significant leelas so that we can understand that God still walks on earth!

Baba has started his very own Kirtan Sampradaya called "Sri Bhakti Shravan Sampradaya" which is now touring around West Bengal and Assam spreading the Lord's name in remote and far flung corners of the country. They are a very talented group of artists whose soul-stirring renditions are becoming very popular in Assam and Bengal.

In the recent years, Baba's following has increased greatly and he has also decided to start his very own television channel. A true Karma Yogi, he is working very hard and we hope the channel will start very soon. As the project is very big and envisages international tie-ups, it will take time but already things are moving in the right direction.

While living with an "avatar" and a Guru is a big privilege, it also puts one through a good deal of trials and tribulations. I always pray to Radharani that I may have the strength to pass the tests and be worthy of my Guru one day.

SONAR MANDIR—MEMORIES OF A GOLDEN TRIP

MAMTA SHARMA

13th January, 2003.

On a crisp January morning, I drove down to Guruji's Jodhpur Park ashram to join him, and a whole convoy of devotees, for a trip down to Nabadwip and the Sonar Mandir. And as I settled back for the four hour long drive, I could not help but think back to the day when Guruji had predicted this would happen, three months ago, in Delhi.

My husband and I came in real contact with Guruji with his taking the Sonar Mandir project in hand. Prior to this, we had only chanced upon an occasional darshan, on and off in Delhi or in Kolkata over the last four years through the good offices of dear friend, who was an ardent devotee of Guruji.

The Sonar Mandir fired our spirits, and as we proffered our humble services—a mere pinch of salt to the ocean as it seemed—considering the magnitude of the task at hand—we were drawn within the circle of warmth of Guruji's grace. Hence it was that when we met him in November at the Nav Vrindavan Ashram in Delhi, my husband ventured with the thought that it would be nice to see the Sonar Mandir now, when the real work is in progress. This way, we could view the original state of the temple, to appreciate the tremendous effort that went into the rehabilitation process.

Guruji immediately agreed and simply commented—"Certainly, so why don't you join me when I go there in January? Aamaar shongay ailey aaro moja hobay!"

Considering the fact that I had just come back from my annual holiday in Kolkata, and had school going children, I could not see this happening easily, however much we might want it, and hence put the thought away. And any hopes I might have nurtured became even more remote when I had to go back to Kolkata in December to visit my ailing father, whose cancer had taken a turn for the worse.

And then, God's leela comes into play.

My father passes away on th 30th of December, 2002, on the holy day of ekadasi,—just like my mother who incidentally, had also left me on an ekadasi day—when I was a year old. And as I rushed back home to Kolkata for the third time in as many months, I realized the import of Guruji's words. Because my father's 'terami' (thirteenth day ceremonies) got over *exactly* in time for me to join Guruji for his January trip to Nabadwip—just as he had stated—three

months ago. Even a day sooner or later, and I would have been unable to do so—what with the kids January school session on and such constraints. In my mind, this was simply—divine intervention.

And here I was, barely out of the shock of the realisation that I had lost the only parent I ever knew—but with no chance to mull, or think on those lines. Because I was enveloped by a bond more warm, more deep than any. Guruji's gentle affection, his constant concern ministrations during our stay in Nabadwip were a healing balm to my spirits. Alongside, it showed me the light to the real path—the path of bhakti—his munificence like a beacon lighting the way to the real ocean of love—wherein God resides.

Coming back, Nabadwip was a place which yeilded a host of treasures in the form of life lessons for us.

To being with, we experienced the bounty of Guruji's big hearted generosity—starting with the prasad on our arrival, at the Sonar Mandir: thirty two varieties of vegetables, luchis, rice and mishtis—all cooked and served singlehandedly by the resident purohit there to at least thirty—if not more—of us. Remarkable!

Then, the Sonar Mandir itself. Beautiful! Even in its present decrepit state—the run down Nat Mandir with it's Belgian stained glass and vibrant flooring calling for attention. The beautifully sculpted Garuda Pillar, the entrance archway with the original Shri Dhanamanjari Devi inscription, the gardens—and of course, the golden dome which gives the temple its name—sadly in urgent need of reburnishing. The task at hand is mammoth indeed!

And here it was that I was blessed, even though I didn't realize it at the time.

I had carried from Kolkata a small box of sweets, thinking I would offer it to Guruji. The thought had also crossed my mind that maybe I should offer it to the deities. And then, chamatkaar! My two wished coalesce, and are granted, when unthinkingly I chose to hand over my humble offering to Guruji just as he stood praying to the deities. He, in turn, simply stepped in and offered the prasad to Shri Radhey Rani, Shri Krishnaji, and Shri Mahaprabhu. As he handed the prasad back to me, my friend—through whom I have met Guruji, turns around, and in a voice trembling with excitement and awe, said—"Do you know how lucky you are? And blessed? It is not everyday that we see Guruji proffering pasad and puja to the deities..." A sentiment echoed by Shri Sarveshwarda,—the I.G. Police from Kolkata and Guruji's very active and ardent devotee who was part of our troupe from Kolkata. Needless to say, it gave me great joy to distribute that sacred prasad from Sonar Mandir, and to see it so eagerly and joyously received by the large and ever increasing numbers of devotees.

From the Sonar Mandir, we went on to visit the picturesque site where Guruji is planning to construct the Old Peoples Home in Nabadwip. A project dear to his heart, with its charming little pukhur, and shady verdant trees, one can imagine it to be an idyllic place to spend the sunset years of life.

The other treasure I discovered in Nabadwip was a very different one. It was a lesson in life I learnt from the household of Shri Pradyot Kumar Debnath. Being close to Sonar Mandir, he was requested by his friend, Ashokda (Guruji's devotee in charge of affairs at Nabadwip), to accommodate us—total strangers—as house guests. Shri Debnath and his wife brought to life the maxim 'Atithi Bhagawan Bhava'. Starting from Sarveshwarda, to my friend, my husband, to even our driver, they emptied out their rooms, and opened their hearts to us, including insisting on getting up to make my 5 oclock cup of tea in the cold January morning of Makar Sankranti day! Amazing! Living in Delhi, being so inured to the selfish credo of live only for yourself,—I had forgotten that people like this exist. Thank you, simple people of Nabadwip, for teaching me a life lesson without even realizing you were doing so. May God give me the chance to be of service to you or your family, some day.

Yet another person I must mention, without whom my account of our Nabadwip experience would be incomplete, is that feisty lady who took charge of us at Guruji's behest—Yogmaya Devi!

She is charge de' affairs at Guruji's Mayapur asharm—Sri Yogmaya Chaitanya Sevashram. A scrupulously clean place, it sparkles like gem under her personal ministrations. Yogmaya, Or she who leads to God—(as Guruji delighted in explaining her name to us!) was essentially our bridge Godhead as it resides in Nabadwip and Mayapur Dham.

In the span of that one evening and the Makar Sankranti morning that we spent together, she took us on a whirlwind trip through the major landmarks which abound there, starting from the Gauriya Mandir, with its beautiful relief work in plaster depicting scenes from the scriptures.

We then went on the Mahaprabhu's Badi'—which is also Vishnupriya Devi's parental home—where we were blessed with the touch of Shri Mahaprabhu's padukas, which Vishnupriya Devi used to pray to. From there we proceeded to the 'Sonar Gouranga' Temple, where, as the name suggests, the golden deity of Shri Mahaprabhu presides.

Advaita Acharya's Badi and Shrivas Aangan were the other hallowed and historic sites we went to the evening, all the time regaled with Yogmayaji's commentary about the history of each site.

Makar Sankranti descended on us with the day beginning with an arduous

but memorable early morning drive in Guruji's car from Nabadwip to Mayapur. One hour drive normally, it took us double that time, thanks to the thick morning fog which descended on us, swirling like a blanket, drifting from the Ganges and other waterways all along the way.

Then it was time for hot luchis and aloo bhaji for my husband, which nearly tempted me to break my fast, having come from straight out of the mud baked wood stove of the ranna ghar at Shri Yogmaya Chaitanya Sevashram—Guruji's temple and ashram complex in Mayapur which, in it's turn, looked straight out of a Satyajit Ray period movie—thatched roofs, mud and gobar plastered walls and courtyard, the morning dew drizzling like rain from the tall, swaying coconut trees, even the mandatory saintly figure doing jap outside the hut (Yogmayaji's husband)—et al!

We then went on to take a quick tour of the Iskcon temple complex—where the one thing that really caught my eye was the Narsingh Dev deity—time and again I was drawn to its arresting, regal splendour. The other memorable feature in this huge complex was the dome of Shri Prabhupadji's Samadhi—the artistry there has to be seen to be believed. Celestial!

Then came the real reason for our trip to Mayapur that morning—the Ganga Snaan. Now this was a thought I had expressed in passing to my husband and friend a day earlier—that since we were in such a holy place on such an auspicious day, maybe we could take a dip? Considering the bonechilling cold of that evening, the response was understandably lukewarm, so I gave the idea no more thought.

But then Guruji, all knowing, omniscient, stepped in. On our evening darshan he simply stated— "Tomorrow, on Makar Sankranti, you all can take a dip in the Ganga—just take Yogmaya, and my car at 6.30 in the morning, and do the Mayapur darshan as well." That's it! Period. How he knew the idea had crossed our minds, I don't know. Suffice it to say, it was the most wonderful experience. Despite slipping on a slimy step and plunging in the initially icy, but later surprisingly warm waters of the Ganga for a more through-bath than I had bargained for! Despite losing a ring,—and then finding it again on that same slimy step—it was memorable!

We rounded off the trip with a visit to Yog Peeth—the birthplace of Shri Chaitanya Maharprabhu. We did a reverential parikrama of the sacred neem tree, tucking away a few stalks as a sacred keepsake, admired the beautifully crafted images of Ma Sachi Devi and Shri Jagannath Mishra—the parents of Shri Mahaprabhu, and prayed at the Narsingh Dev temple at the back of the complex. I also offered my prayers at the sacred Shiva Temple, it being customary in North

India to do so on this auspicious day. And there, for the first time in my life. I had a chandan tilak applied on my forehead—Vaishnava style, at Yog Peeth, by Yogmayaji. What a place! What a person! And what an experience!

Our final stop on the way back to Nabdwip was the Chand Kazi Samadhi. The gnarled limbs of the ancient Champa tree there seemed to contain a thousand stories in it's folds. If only we had time to stop and listen to them. If only the tree could speak.

I shall never forget this first ever trip to Nabadwip. My first trip of the year started with the sad loss of my only parent. But ended with a quantum gain—in faith, in values, in the form of a true friend and guide in life.

Guruji, you reside in our little temple at home. And in the temple of our hearts.

Jai Shri Gurudevji ki! Jai Shri Radhey Krishnaji Ki!

PRAYER

MEERA

At the very beginning, let me pay my humble respects at the Lotus Feet of my Guru. Shri Shrimad Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj, whose transcendental nature makes whatever he does and thinks, supremely Divine and Beautiful. Whose eyes reflect the light of thousand suns which lumine the dark corners of every heart and ignite the lamp of knowledge. Whose lips continuously chant the lore of love, music in his voice, nectar in his smile. Who beckon all from the deep slumber of ignorance, lifts the veil of illusion and creats a Brundavan wherever he goes. Glory to Thee, O Lord.

Whose hands raised in benediction absolves all of sin, soft, lotus hued are they, wiping way deep unknown pain in the subconscious terrain of our hearts. Such pain have we known O, Lord, such deep joy too, do tell us, my sweet Lord, what for, this pain, what for, this joy...?

Is this pain, then, the pain of separation of the Soul from the over soul, infinitesimal drop of the vast ocean of pain in Radhika's heart? The pain of existence, steeped in the business of living, pain of unrequited love or unachieved desire?

Is this the joy, the joy of union, of the soul and over soul, bliss over-flowing like a river in madness, breaking its banks, inundation of ambroisal waters over the vast deserts of sand?

Totally at a loss are we to know, feel and express what you have given us, the rich power of living, the deep knowledge of the Supreme—quintessence of the Vedas, and all other scriptures ever written.

To know you, is to know All, To love you is to love All. To serve you is to serve All.

Ever in my dreams have I clutched your lotus feet and wept not knowing why. Only, that they give me deep consolation, and a calm that evades description. The memory of such dreams have served to make my drab mechanical life, meaningful and real. Will thy feet remain imprinted in my heart till eternity? In life after life, will they occupy my gaze and devotion?

I have not know Krishna. I have not known Radha: neither Shri Chaitnya nor any God or Goddesses. I have only know you as much as my senses have allowed me, as much as my Sanskar has allowed me, as far as time has allowed

me. I am full of limitations. I shall never know you fully. Only a little, as much as you will allow me.

Bound to you, we rise and fall in the turbulent waters of life. Shores are far away, sometimes visible sometimes not. Faith emerges like the silent full-moon, only to wave away and leave the traveller in momentary darkness, unaware of distances and direction. We pray therefore, to bless us with unwaning faith so that in life after life in birth after birth, we remember you as our own cherished Lord of our Hearts."

MAHAPRABHU RETURNS TO NAVADWIP!

SUKHVINDER

Dark days of pain

Navadwip was shattered. Nimai was gone! Hearts could not comprehend the magnitude of the tragedy. People cursed the sun for bringing such a dreadful morning. Humans, animals, birds, plants and even the Ganges became numb with pain. As the news spread, people collected in silent groups, stunned and uncomprehending. Many became unconscious, not being able to hold the searing pain in their consciousness, some slumped wherever they were, some screamed, some beat their chest, some rolled on the ground, and some just prayed for death.

Humankind never before witnessed a scene so heartrending, a sight so pathetic. Dark clouds of gloom and doom stood steady over Navadwip. Those who had considered themselves the most fortunate in the three worlds, sat today bereft of everything. Impoverished and destitute. What they had lost was a treasure beyond conception. He who was the life of their life, the breath of their breath, the jewel of their eye, had forsaken them. Forever. The desolation was complete; they knew they had been well and truly abandoned. They had no anchor in their grief, as the One who had forsaken them was the Lord Himself.

Of course, He never left them, as they were dearer to Him than His own self. But He was gone, to fulfil a larger call. A call so intense, that even the love of those perfected in love, could not contain Him. He left His intimate family, His dearest Sachi ma and His beloved Bishnupriya to embrace the larger family called humankind. The Lord of compassion had cruelly taken with Him their hearts and souls, leaving only their empty bodies behind. Cruel because life still existed in their lifeless bodies. They could suffer the searing pain of separation. Experience the agony of hopelessness. Of having loved and lost. All cried for the loss of their beloved Nimai, but who shed tears for the gain of humanity?

The Torch of Love!

O dwellers of Navadwip! Listen, why do you cry? What have you lost? Nothing. Do you not know that you have conquered the world? *It is with you that Gouranga lit the torch of love.* And when it grew strong and brilliant enough to light the world, He carried it with Him as His most precious treasure. It

is the flames of love of your hearts that He holds with such tender care and which has become an inseparable part of His own radiance! The burning fire that you feel within is His acknowledgement of His presence within your heart. It is only His most favoured ones that He burns in the fire of separation. Because that which is touched by fire never remains the same. Those who can burn in it completely are truly emancipated. The torch had transformed into a conflagration spreading the glory of Gauranga Mahaprabhu throughout the world.

O dwellers of Navadwip! The light that spreads over the entire globe has its epicentre in your sacred land. And in your sacred hearts. This is the primal centre of the great revolution of love. The sun always rises from Navadwip. And it never sets in Navadwip. It always has been and always will be so. This treasure of love in your hearts is not only your inheritance, but also your destiny. The rest of the world now looks to you to savour even a small drop of this nectar. You are His specially chosen ones, as He advented here to personally hold your hand and teach you the highest secrets of divine love. His commitment to you and your land is unfathomable and everlasting.

Mahaprabhu Returns!

O dwellers of Navadwip! Wipe your tears, as the Lord returns. Navadwip has waited long, waited patiently. It is now time to be rewarded for it. Have you not been noticing the signs? Clean and polish the shrine of your hearts and be ready to install Him once again. Come, prepare for the great homecoming celebrations that will bring back the flood of joy and ecstacy that is your proprietorship. The Lord returns in blazing saffron robes of a vaishnav Saint who transforms hearts by His mere presence.

Let us fall at His feet, our Lord and Master, whose inconceivable divine play completes a full circle to return to Navadwip. **The Lord and Master, OM Vishnupad 108 Tridandi Swami Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj ki Jai!** His compassion knows no bounds. If Navadwip has waited for His return with baited breath, He too has yearned to be back to His own Dham with His loved ones. How lovingly and patiently He proceeds, taking us all back with Him.

Notice how His devotees are converging from all corners to this Holy Land to celebrate His homecoming. A wait of more than five hundred years ends. No more tears, the time to dance with joy arrives. The Ganges sings a cheerful song as it dances and frolics on the banks of Navadwip. The mango trees express their bliss by covering themselves with flowers promising an abundant mango

crop never before witnessed. Special new trains promising comfort and speed rush towards the Dham with devotees. The roads leading to Navadwip proffer a newly repaired and smooth look, excited to participate in the homecoming of its long lost sons and daughters. Everything augurs well for the homecoming ceremony.

Thank you Baba for this wonderful gift you have given us on your Birthday. What present can we give you on your Birthday. We lay our hearts at your feet with a prayer to make it pure and chaste. May we receive the grace of the associates of Mahaprabhu who taught the world how to love God. May we always remember the supreme sacrifice of love that Bishnupriya devi made. Her incredible penance in this very land has set an incomparable example for humankind.

O hallowed land of Navadwip! We are your lost and wayward children. We crave your blessing. The prodigals now yearn to return. Even your smallest particle of dust is charged with the most divine energy of Mahaprabhu. You hold the deepest secrets in your heart. Will you not reveal your treasure house of secrets to us? Will you no unlock the flood gates of love?

A hundred thousand pranams at your lotus feet, my Lord!

BABA, THE LIGHT OF MY LIFE

MEENAKSHI

It's been five years since I came under Baba's wing. Before I met Him I was like an injured bird lost in a maze of dead ends, blind alleys, constantly barking up the wrong tree. Life was a vicious circle of running from...running towards...searching for peace and fulfilment. There was no respite, only despair and exhaustion.

Just as the farmer ruthlessly tears into the earth with his plough to make the soil soft in readiness for seeding, I was being prepared for my meeting with Baba. If life had been smooth and rosy I would have been drunk on the transitory and not be receptive to Baba's wisdom. So I thank the discord, despair and anguish. I thank the gut-wrenching blows that literally threw me at Baba's feet.

When I entered Baba's circle of love and light my wings healed and I become whole. The sense of peace that descended on me is amazing.

Baba is like an indulgent father who catches us being good

- Teaches by example
- Is non judgemental
- Loves unconditionally
- Is patient
- Instils a sense of self-worth

After his blessings, life has become an adventure when I welcome the unknown and 'I carry happiness within me' rather than look for it without.

The Jap has the magical powers of centering, quieting and empowering. The joy of total surrender is immense. It's the most empowering and tough thing I have done.

My life is purposeful and positive. I thank Baba for bringing me to Him. He is the wind beneath my wings. I do not have words to explain how overwhelmed I feel, surrounded by Baba's loving care.

"THE MISSING FLUTE"

DR. NISHAKAR PANDA M.D.

On this auspicious day, Phalguni Punima, popularly known as "Dol Purnima", a divine soul descended on the Earth to fulfill God's wish in the shape of a form and sound. He is Om Visnnupada 108 Tridandi Swami Sri Srimat Bhakti Sravan Tirth Goswami Maharaj, affectionately known as "Baba". Baba has to fulfill the incomplete Lila of his previous birth— Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu who was born on the same day. Popularly known as "Gouranga Baba" in Orissa, he established an ashram and an institute of Vaishnavic Culture at Bhubaneswar in 1980.

He conducted discourse on Sir Bhagabatam; propagating the message of vaishnavic culture and kindling the spiritual fire in man. He heard the distressed persons in grief and became part of happiness in others. Those who heard him were addicted to the sweet nectar coming from his mouth and were inducted into Bhakti Marg. Most of the devotees were intoxicated and some of them were over intoxicated. He completed the long cherished Nam Sankirtan Pad Yatra from Kharagpur to Puri and then to Rameswram in 1985. Though he spread himself from Puri to New Delhi and then went abroad, Puri seems to be his natural attraction. At this time of my remembering him, he is engrossed in Nadia, for he is indebted to Nadia, the birthplace of Sir Krishna Chaitanya Mahaprabhu, his past incarnation.

I am spell bound by his love. I come from village Ram Krishnapur in the district of Balasore, Orissa through which Sri Chaitanya Mahaprabhu with his followers and Sankirtan party walked their way to Puri. My grand-grand-grand father was Srihari. He has seen in his own eyes, Chaitanya Mahaprabhu, an emblem of bliss and beauty, dancing and singing the glory of Krishna. He was enraptured in the presence of the divine being and sought his blessing.

He was blessed with a son, whose name he gave Chaitanya so that he could remember Mahaprabhu till his last breath. From Chaitanya, Sridhar, from Sridhar Madhusudan and from Madhusudan, my late father Mayadhar was born. The Krishna prem is in our genes and I am no exception. Fret and fever of flowing time has not withered my devotion to Krishna. I am a Sri Krishna addict. I have a passion for Krishna.

Krishna, the supporter of life, the flute bearer of Vrindavan spread the message of Love and Joy. Life is a queer mixture of happiness & misery, pleasure and pain. Krishna has made his choice for happiness, for bliss. A happy person

becomes the source of happiness for a countless number of people. He can distribute happiness but not an unhappy man who makes others sad Krishna dancing in ecstasy with his flute, on the bank of Yamuna will fill your heart with delight and joy. He is never without his flute, whether he be at home, in his mother's lap, in the grazing ground with his herd of cows, whether among the Gopis and Gopas or roaming alone along the Yamuna banks.

He plays the flute so enchantingly that its sweetness melted the rocks in its melody (পাষণ তরলম্); the river Yamuna was standstill and calm (যমুনা শংবিতম্), the trees blossomed forth new leaves and flowers (স্বৃতদারু পস্পবিত). The cattle, birds and animals flocked around him and stood still in self forgetfulness (পশু স্থির).

The maiden of Vrindavan Gopis could not just endure the music. They will swoon at the notes of the flute. The love of gopis for Krishna was something that transcended all physical senses(উচ্ছন্ন বন্দকুমারী). The flute became intrinsic to Krishna and his life. The flute and the peacock's feather symbolize Him.

When Nam- Sankirtan continues in the glory of Sri Krishna. I am disheartened and ponder over the question: WHERE IS THE CHARMING FLUTE? The questions remained unanswered in me. Sometime I become rebellious-why is the magic flute missing? Someone explained to me, the flute is there in the hands of Krishna—may be you or I. The Lord fills Life with his breath and plays on to bring the melody He wants. We in our stupid ego try to sing our own songs and thus bring wrong notes into his music divine. If we can allow uninterrupted and faithful flow of his will, He will always keep us in his hand and never leave us even for a moment. When we sing our own senseless songs of lust & passion likes & dislikes, of hatred & jealousies, He either hears us not or turns away from us. We are useless for his purpose. Someone else gave me another interpretation. I was in confusion. I felt there is no way but to meet my Gurudev.

I reached my Gurudev with doubt in my mind and took his blessings. He asked someone to sing the song.

এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজেরে	*Even now the flute 'sings in Vrindavan*
বাঁশির শুরে বনে বনে ময়ূর নাচেরে	*Peacocks dance in the tunes of the flute*
এখনও সেই প্রেম যমুনায়	*Still there flows, Yamuna, the river of Love*
দল আনিতে যায় ললনায়	*Where damsels repair to fetch water and*
সকাল সন্ধে আনাগোনা বন মাঝেরে	*Enjoy a chat huddles with their dear pal*
এখনও সেই রাধারাণি	*In the moodbine recesses*

বাঁশির শুরে পাগলিনী
অকট সখির শিরমণি
কদম তলায় রে
আশা ছিল মনে মনে
যাব মধুর বৃন্দাবনে
ভবা পাগলা কই বাঁধনে
মায়ের কোলেরে
এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজরে

As the flute plays crowning Radharani,
The chief of eight maids, is led into ecstasy
Underneath the Kadamba
How much I craved to go to the
Beauteous Vrindavan
To have a vision of Rai, the love lorn
And gather myself into her loving snares

I was stunned. How could gurudev know my confused state. I could get answers to my queries from Gurudev. I can hear the missing flute. After the song was over, I prayed to Gurudev, "BABA, take me to Vrindavan". He smiled and expressed his willingness. There were tears in my eyes, tears of joy and gratitude. I could not see anything but his caring eyes along with the sound of the flute. He assured me to take me to Vrindavan. I am waiting. I have patience to wait for His Kripa, His Grace.

Jai Gurudev.

WHO NEEDS GOD!

Varun (Sushovan Sircar)

God! Who's got time for Him.
I've got a schedule at the gym.
I'll surely visit the temple today,
Sorry, I'm tired, tomorrow I may.

Spirituality seems to be so outdated
These days it's really under rated.
It's not the trend anymore,
All this seems such a bore.

Oh! But He's in hot demand
When the bat's in Sachin's hand.
He gets zillions of calls,
All for the same cause,
To make India the winning horse.

He really is the busiest during exams.
Giving the exams without prayers,
I'm sure no one dares,
But once it's over, who cares.

It is amazing to see,
How the era has redefined spirituality.
When there's no way out,
God is the only path to go about.

There's no one who thanks God,
For what they've got.
People in the temple praying hard,
Are there to probably clear some blot.

Drastic changes have occurred under the sun.
It's the devil now who's ahead in the run.
They don't realise life is too precious to be wasted,
For until now God's power they haven't tasted.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিশ্রবণ তীর্থগোস্বামী মহারাজ

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি মোহস্যাংশ বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে যে মহামানব মধ্যযুগের মানুষের জীবনবীণায় নবসুরঝঙ্কার ধ্বনিত করেছিলেন, ব্যভিচার আর ধর্মীয় আচারসর্বস্বতার অন্ধগলিতে পথভ্রষ্ট বাঙালীর ধর্ম-সাহিত্য-সঙ্গীত-সংস্কৃতির জগতে যিনি কূলপ্লাবনী বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, যাঁর আবির্ভাব ভারতেতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনারূপে চিহ্নিত, তিনি হলেন বাঙালির হৃদয়সমুদ্র-মন্থন করা অমৃতপুরুষ শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—বাঙালীকবি যথার্থই বলেছেন, "বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। পূর্বভারতের প্রধান সারস্বতকেন্দ্র, নব্যন্যায়ের পীঠস্থান নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপেই 'রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি' কৃষ্ণপ্রেমের আলোকবর্তিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। চৈতন্যজীবনীকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, "নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥" কিন্তু নবদ্বীপে কেন? কেনই বা তিনি এই সময়কেই বেছে নিলেন?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন পৃথিবীতে যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, তখনই দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে সাধুদের পরিত্রাণ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান আবির্ভূত হবেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবও কি তাহলে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে আর্তের উদ্ধারের জন্যই? এর সদুত্তর জানতে গেলে ইতিহাসের পথ ধরে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে কয়েকশতাব্দী আগেকার এক বিশেষ সময় পর্বে। জানতে হবে কেমন ছিল সেদিনের যুগ পরিবেশ।

আজ থেকে পাঁচশো বছরেরও বেশী সময় আগে বাংলাদেশে তখন রমরমিয়ে চলছে মুসলমানী শাসন। বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেন বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে ভীত হয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেছেন। বখতিয়ারের সৈন্যদল যত মঠ-মন্দির ছিল সমস্ত ধ্বংস করে তার উপরেই নির্মাণ করল মসজিদ, হিন্দুপ্রজাদের উপর চলল অকথ্য অত্যাচার। ১৪৯৩ সালে হুসেন শাহ এলেন বাংলার মসনদে। হুসেন শাহী আমলে এই অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও এই সময় সমগ্র সাম্রাজ্যের ভার ন্যস্ত হয়েছিল কয়েকজন কাজী এবং মুলুকপতির উপর। নবাবের দৃষ্টি থেকে বহুদূরে তারা নির্মম অত্যাচার করতেন সাধারণ হিন্দু প্রজাদের উপর।

বাংলার সমাজেতিহাসেরও এই অধ্যায় ছিল যেমন জটিল তেমন ভয়াবহ। এইসময় একদিকে যেমন চলছে শুষ্ক জ্ঞানচর্চা আর পণ্ডিত অধ্যাপকদের সুদূর প্রসারী বিদ্যাচর্চার অভিযান, অন্যদিকে তখন উৎকট তামসিকতার উদ্দাম উল্লাস। সেখানকার ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলে জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড বিরোধী ভক্তিসাধনা শাসকের মদতপুষ্ট হিন্দুব্রাহ্মণদের ও লৌকিক ধর্মাচারীদের অত্যাচারের ফলে বারবার রুদ্ধ হত। কাঞ্চনের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান এবং সর্বোপরি কৌলীন্যর অভিমান বাঙালী জাতির ঐক্যের পথে অন্তরায় ছিল। 'কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার'-এ মানুষ সকাম অভিলাষে ব্যয় করত প্রচুর। মদ্য-মাংস সহকারে মনসা-চণ্ডী-যক্ষপূজা, পূজার প্রতিমা গড়া নিয়ে অনাবশ্যক বিত্তের প্রতিযোগিতা, বাদ্যসহযোগে নাচগানে নিশিযাপন ইত্যাদিতে ডুবে থাকত নবদ্বীপের সমাজ, শুধু বিদ্যা ও বিষয়ব্যাপারের আয়োজন, ভক্তির লেশমাত্র ছিল না কোনখানে। সর্বত্রই তামসিকতার উৎকট প্রকাশ।

ধর্মকর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজয়ে কোনজন।
পুত্তলি পূজয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥...
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

নৈতিক অধঃপতনের চরম দৃষ্টান্ত ছিলেন ধনিক সম্প্রদায় ও রাজকর্মচারীরা, বৈষ্ণবেরা ছিলেন উপহাসের পাত্র। এইভাবে নিরন্তর চলত বৈষ্ণব-বিদূষণ। অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ দু'চারজন বন্ধ ঘরে ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণনাম গান করতেন। পাষণ্ডী আর যবনেরা এই ধর্মাচারণের জন্য তাদের নবদ্বীপ থেকে বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে জনমনে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিত।

অদ্বৈতাচার্য দেখলেন, সংসার-আসক্ত মানুষ যে বহির্মুখী হয়ে রয়েছে। যেন পেঁচা তার কোটরের মধ্যে চোখ বুজে বসে আছে, এমন স্বচ্ছ দিনের আলো তাই সে দেখতে পাচ্ছে না! চারিদিকে শুধু অনাচার আর অভক্তি, শুধু কৃত্রিম অনুষ্ঠানের বাহুল্য। উপায় কী? জগৎ তৃপ্ত হবে কিসে? কিসে তার দাহ যাবে, ঘোর কাটবে?

যদি কৃষ্ণ আরেকবার আসতেন। যদি ঢালতেন তাঁর প্রেমভক্তির ধারাজল, সেই আগমনেই তাহলে জগতের মুক্তি ঘটত।

অদ্বৈতাচার্য গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়ে ভক্তিভরে কৃষ্ণের পূজা করেন আর প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে ডাকেন, তুমি এস। হে পরম পুরুষ! হে করুণাময়, তুমি অবতীর্ণ হও। তুমি যদি ভক্তি বিস্তার করো তাহলেই এই পাপপঙ্ক থেকে মানুষের নিস্তার হবে।

বস্তুতঃ অদ্বৈতাচার্যের কাছে এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত অসহনীয়। বাঙালী সমাজের এই সার্বিক অবক্ষয় দেখে ক্রোধে অগ্নিবর্ণ অদ্বৈতাচার্য হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন--

শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।।
সভা উদ্ধারিতে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া।।

বাঙালী জীবনে যখন এই সার্বিক অন্তঃসারশূন্যতার একাধিপত্য চলছিল ঠিক সেই সময় অর্থাৎ অন্ধ তমসাবৃত ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে 'অদ্বৈতাচার্যের কারণে' দুটি হাত ভরে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। বলা যায়, অদ্বৈতের প্রেমহুঙ্কারে সকলকে উদ্ধারের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হলেন।

শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন উদারচরিত্র ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্র, নবদ্বীপের বিল্বপুকুর নিবাসী সদাশয়, ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নীলাম্বর মিশ্রের কন্যা শুচিশুদ্ধা শচীদেবীকে বিবাহ করে নবদ্বীপেই স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। ১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন, ইং মতে ১৪৮৬ খ্রীঃ ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, দোলপূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ। সন্ধ্যার পরই যেন স্বর্গীয় দ্যুতির চমকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জগন্নাথ মিশ্রের জীর্ণ কুটির। শচীমায়ের কোল আলো করে তের মাস গর্ভাবস্থায় কাটানোর পর শ্রীচৈতন্যদেবের আলোময় আবির্ভাব। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল তপ্ত কাঞ্চনপ্রভ। শিশুর ঢলঢল অমিয় লাবণ্য দেখে আনন্দিত হলেন পিতামাতা; ভরে উঠল প্রতিবেশীদের হৃদয়মন।

শচীমায়ের অনেকগুলি সন্তান এর আগে নানাকারণে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে। মা নবজাতককে ডাকেন নিমাই বলে। নবজাত শিশুকে নিমের তিক্ততায় মুড়ে দেবার প্রচেষ্টা যাতে যমের রুচি না হয়। উজ্জ্বল গৌরকান্তি

দেখে পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে গৌরাঙ্গ বলে; কেউ বা সংক্ষেপে বলে গৌর বা গোরা। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম বিশ্বরূপ, পিতা কনিষ্ঠের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। বিশ্বের পাপীতাপীর দুর্বহভার বহন করতেন বলেই হয়তো এই নাম।

একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছে নিমাই, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে তার দুরন্তপনাও। প্রতিবেশীরা সকলেই অতিষ্ঠ তার দুষ্টুমিতে। প্রতিবেশীদের বাড়িতে ভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে ভাত খায়। না পেলে কখনো হাঁড়িটাই ভেঙে দিয়ে আসে। কখনো বা কারুর বাড়ির রন্ধনশালায় ঢুকে কড়াতে চুমক দিয়ে দুধ খায়, কখনো বা স্নানের ঘাটে দৌরাত্ম্য করে। সকলেই জগন্নাথ মিশ্রের কাছে অভিযোগ জানায় নিমাই এর বিরুদ্ধে। বাবা-মাও কখনো শাসন-তর্জন করেন, কখনো সদুপদেশ দেন। কিন্তু দুষ্টমির মাত্রা কমা দুরে থাক, ক্রমশঃ তা বেড়েই চলে।

বিশ্বম্ভর যখন সারাদিন দুরন্তপনা করে, তখন বিশ্বরূপ সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে শাস্ত্রপাঠে। একজন যেমন অশান্ত, অন্যজন তেমনই পরম প্রশান্ত। তবে ছোট্ট ভাইটি তার কাছে পরম আদরের ধন। দুরন্তের শিরোমনি নিমাই-ও জ্যেষ্ঠের কাছে একবারেই শান্ত। দিনের অধিকাংশ সময়ই বিশ্বরূপ অদ্বৈতসভাতেই কাটায়। সংসারে তার বিশেষ মন নেই। জ্যেষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বম্ভর মাঝে মাঝে আসে অদ্বৈতসভায়। তবে বিশ্বরূপ আসে শাস্ত্রপাঠ করতে আর বিশ্বম্ভর আসে দেখা দিতে ।

এভাবে কিছুদিন চলতে না চলতেই হঠাৎই ঘটল এক অঘটন। শীতের একরাত্রে সবাই যখন নিদ্রিত তখন মাতৃপিতৃপাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে সহপাঠী লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে সংসার অনিচ্ছুক বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করলেন। গঙ্গাপার হয়ে এসে পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, নাম হল শঙ্করারণ্য।

পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনায় দুঃখে ভেঙে পড়লেন জগন্নাথ মিশ্র। কান্নায় আকুল হলেন শচীমাতা। ছোট্ট নিমাই তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥ আশ্বাস দিয়ে বলে, 'আমি তো করিব তোমা দোঁহার সেবন।' ছোট্ট নিমাই এর কথায় কিছুটা শান্ত হলেও মনের দুঃখ মনেই রয়ে যায়। ভাবেন এই হয়তো পরম করুণাময়ের অভিপ্রেত ছিল।

নিমাই এর লেখাপড়া শেখার বয়স হয়েছে। জননী তাকে চোখে চোখে রাখেন। সেই তো তখন মায়ের শূন্যবুক জুড়ে থাকে। পাছে বিশ্বরূপের মতো নিমাই-ও সন্ন্যাসী হয়ে যায় সেই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র চাননি সে বিদ্যার্জন করে পণ্ডিত হয়ে ওঠে, শাস্ত্রপাঠ করে। অথচ লেখাপড়ার প্রতি তার দারুণ আগ্রহ। একবার যা শোনে তাই তার মনে গাঁথা হয়ে যায়, পণ্ডিত ছাত্র সকলেই তার মেধা ও স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করে বলে 'বিদ্যায় এ বৃহস্পতিকে অতিক্রম করবে।'

লেখাপড়ার প্রতি পুত্রের গভীর আগ্রহের কাছে পরাজিত হলেন পিতা। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাকে গঙ্গাদাস ভট্টাচার্যের টোলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। টোলে সর্বোত্তম ছাত্র নিমাই। গঙ্গাদাসও অত্যন্ত আনন্দিত, আবার ছাত্রকে নিয়ে হিমসিমও খেতে হয় তাকে। গুরু যাই ব্যাখ্যা করেন তাই অনায়াসে খণ্ডন করে নিমাই। অত্যন্ত মেধাবী নিমাই-এর শাস্ত্র-ব্যাকরণ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক শুধু পাঠশালার ছোট্ট গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ঘরে-বাইরে, স্নানেরঘাটেও তা সমানে চলতে থাকে। জন্ম থেকেই যার মধ্যে অলৌকিক ভাবের চাপা বিচ্ছুরণ, সে ভাবের দ্যুতি আর কতদিন স্তিমিত থাকে। মাঝেমাঝেই দুঃস্বপ্ন দেখেন জগন্নাথ মিশ্র। পরমকরুণাঘন শ্রীগোবিন্দের কাছে স্বামী-স্ত্রী প্রার্থনা জানাতে থাকেন, কনিষ্ঠ যেন গৃহী হয়।

এমন সময় হঠাৎ-ই একদিন সংসারের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের যন্ত্রণা বেশীদিন সহ্য করতে পারলেন না জগন্নাথ মিশ্র। সামান্য অসুখেই তিনি দেহ রাখলেন। শোকাকুলা জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে নিমাই বললেন 'শ্রীহরির নাম করো। তিনিই সর্ববিধ অমঙ্গল হরণ করেন, চিত্তদর্পনমার্জনা করে ত্রিতাপজ্বালা থেকে মুক্তি দান করেন, সকল কলুষ দূর করেন।'

একদিকে সংসারের নিত্য দারিদ্র্য অন্যদিকে মাঝে মাঝেই নিতান্ত সামান্য কারণে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে তাণ্ডব শুরু করে নিমাই। সংসারে অভাব-অনটনের কথা বললেই নিমেষেই কোথা থেকে একমুঠো সোনা এনে মায়ের হাতে দেয়। এই সবকিছুর সঙ্গে চলতে থাকে নিমাই-এর নিয়মিত বিদ্যাশিক্ষা আর শাস্ত্রপাঠ। টোলে অন্যান্যদের মধ্যে কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি প্রমুখ থাকলেও সে-ই সর্বোত্তম। সর্বক্ষণই চলছে তার শাস্ত্রালোচনা আর তর্ক।

ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে নিমাই। গৌরকান্তি উন্নতগ্রীবা উপবীতধারী নিমাই-এর রূপ যেন কন্দর্পকেও হার মানায়। শচীমাতা পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ করলেন বল্লভমিশ্রের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে। টোল থেকে ফেরার পথে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তে দুজনেরই পূর্বাসিদ্ধভাব স্মরণে আসে। নিমাই বুঝতে পারেন ইনিই স্বয়ং লক্ষ্মী। তাদের স্বাভাবিক ভাব কান্তাভাব।

যথাসময়ে গোধূলি লগ্নে উভয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন হল। লক্ষ্মীপ্রিয়া এলেন শচীমায়ের সংসারে। নিমেষে দূরে গেল সংসারের মালিন্য।

অল্পদিনের মধ্যেই নিমাই কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে ষোলবছর বয়সে মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিজেই টোল খুললেন। একে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, তার উপর অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্বের সংযোগ—যেন সোনায় সোহাগা। দলে দলে ছাত্র আসে বিদ্যার এই পীঠস্থানে। শুধু শিক্ষাদান নয়। বড় বড় পণ্ডিত তার্কিকদের তর্কে পরাজিত করতে নিমাই-এর কতই না উল্লাস। কিন্তু এ যে শুধুই বিদ্যার নিচ্ছিদ্র স্তম্ভ, ভগবৎভক্তির প্রলেপ নেই তার মধ্যে।

শ্রীবাস সহ সকলেরই আক্ষেপ সেই শুষ্ক বিদ্যার অভিমানে। ভক্তির মন্দাকিনী কোথায়? এতবড় পণ্ডিত অথচ কৃষ্ণে রতি নেই একটুও। 'কেহ বলে, হেন রূপ হেন বিদ্যা যার। না ভজিল কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার।''

সমস্ত নদীয়াই তখন ধন-পুত্ররসে মত্ত, শ্রীবাস আর তার ভ্রাতারা রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাত্রে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করলে পাষণ্ডীরা তাদের নবদ্বীপ থেকে বিতাড়নের হুমকি দেয়। জীবের কৃষ্ণহীনতা দেখে ব্যথিত হয় শ্রীবাস। একদিকে দেশের সার্বিক অবক্ষয় অন্যদিকে তখনও নিমাই-এর শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমান, সকলকেই তর্কে পরাস্ত করার উদ্ধত উল্লাস। সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে অদ্বৈতাচার্যকে নালিশ জানালে তিনি তাদের আশ্বস্ত করে বললেন,

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥

পরলোকগত পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে শ্রীগৌরাঙ্গ গেলেন গয়ায়। মনের কোণে তখন গৈরিকরঙের আমেজ লাগতে শুরু করেছে। গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দেখা গেল তাঁর সর্বাঙ্গে এক অভূতপূর্ব প্রেমবিকার। নিমাই যেন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত। তার এই পরিবর্তন দেখে কেউ বলল বায়ুরোগ হয়েছে। কিন্তু শ্রীবাস বললেন এ ব্যধি নয় এ যে স্বয়ং কৃষ্ণানুগ্রহ। 'বায়ুরোগ নয় এ যে মহাভক্তিযোগ।'

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনের যেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হল। এই সময় হঠাৎ একদিন নবদ্বীপের পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। ঈশ্বরপুরী হলেন মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী স্বয়ং অদ্বৈতাচার্যকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। নিমাই-কে দেখে বিস্মিত হলেন ঈশ্বরপুরী। কিছুদিন তাঁর গৃহে আশ্রয় নিলেন ঈশ্বরপুরী। চলল নিরন্তর কৃষ্ণকথা শ্রবণ আর কীর্তন।

আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে নিমাই-এর। কখনো হাসছেন, কখনো কাঁদছেন, কখনো ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। শুধু কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম শ্রবণেই আগ্রহ, হরিকীর্তনেই একমাত্র রুচি। তাতেই যেন প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।

কিছুদিন পরেই নিমাই শ্রীহট্টে পিতৃভূমি দর্শনাভিলাষে বেরিয়ে পড়লেন। পূর্ববঙ্গে পরিচয় হল তপন মিশ্রের সঙ্গে। তপন মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে সাধ্য সাধন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন শ্রীকৃষ্ণ

প্রেমসেবাই সাধ্য অর্থাৎ একমাত্র কাম্যবস্তু। আর শ্রীহরির নামকীর্তন, তাকে ভজনাই সাধন। কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা, আর কলিতে শুধুই হরিকীর্তন।

শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেইজন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥

সকলমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হরিনাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরই কলির কল্মষনাশক, 'ইহা হৈতেই সর্বসাধ্যসিদ্ধি।"

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষ করে প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে ফিরে এলেন। এক মর্মান্তিক সংবাদ অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। জননী সাশ্রু নেত্রে জানালেন সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে লক্ষ্মীপ্রিয়ার। প্রভুর বিরহই যেন সর্পরূপ ধারণ করে দংশন করেছে তাকে। মর্মাহত হলেন মহাপ্রভু। আপন শোক সম্বরণ করে আত্মস্থ হয়ে জননীকে বললেন, 'বৃথাই শোক করছ। এই সংসারে কেউ কারোর পুত্র বা পতি নয়। মোহই পতিপুত্র প্রতীতি কারণ, এই জগৎসংসার সর্বকারণ কারণ ঈশ্বরের অধীন। তাঁর ইচ্ছাতেই জগৎ নিত্য আবর্তিত। সংসার-রূপচক্র নিত্য ঘূর্ণমান। অতএব দুঃখ-সুখ সব তাঁকেই সমর্পন করো।'

পাণ্ডিত্যের বিজয়রথে সওয়ার হয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মীরী এলেন নদীয়ায়। সকল দেশ জয় করেছেন, নবদ্বীপ জয় করতে পারলেই অদ্বিতীয় হবেন তিনি। সেদিন সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নবদ্বীপে নদীর ঘাটে পাণ্ডিত্যাভিমানী কেশব সাক্ষাৎ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে। চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে গর্বিত পণ্ডিত শুরু করলেন শাস্ত্রালোচনা। একাদিক্রমে আবৃত্তি করলেন স্বরচিত একশোটি শ্লোক। কিন্তু তার মধ্যে থেকে একটি শ্লোকের আলঙ্কারিক দোষ নির্দেশ করলেন নিমাই। বিশ্লেষণ করলেন শ্লোকটির ত্রুটি অসামান্য দক্ষতায়। পরাভূত হলেন পণ্ডিত। ধূল্যবলুণ্ঠিত হল তার অভ্রংলিহ অহঙ্কার। অহঙ্কারীবিপ্রের পতন হল ভক্তিরসামৃত সিন্ধু মহাপ্রভুর কাছে। লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদতলে। তাকে আলিঙ্গন করলেন নিমাই। কৃষ্ণপাদপদ্মে যাতে চিত্তবৃত্তি হয় সেই আশীর্বাদ করলেন। অচিরেই পণ্ডিতের দেহে এল ভক্তিপ্রাণতা, এল নম্রতা, দম্ভের চিহ্নমাত্র রইল না। শ্রীগৌরাঙ্গের স্পর্শধন্য কেশব বাড়ি ফিরে গিয়ে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত যা কিছু ছিল সব সকলকে বিলিয়ে দিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলে ঈশ্বরানুসন্ধানে।

পুত্রের সংসারের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে দেখে শচীদেবী আতঙ্কিত হয়ে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সর্বসুলক্ষণা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে মিলিত হলেন তাঁর নিত্যকান্তা।

বিবাহের পর দুই বৎসর অতিবাহিত হল। অধ্যাপনা আর টোল নিয়ে ব্যস্ত রইলেন নিমাই। এদিকে হিন্দুসমাজের দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলল, ভক্তিহীন পাষণ্ডদের সংখ্যাধিক্য ঘটতে লাগল। তাদের উপর্যুপরি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সকলেই সকাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে। নিমাই বুঝলেন আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত কাল এসেছে। কিন্তু তার আগে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক ক্রিয়াদি শেষ করা দরকার।

আশ্বিনমাস। ১৪৩০ শকাব্দ। ২৩ বছর বয়সে জননীর অনুমতি নিয়ে বহু ছাত্র শিষ্য সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থান পরিক্রমার পর গয়ায় এসে উপস্থিত হলেন নিমাই। গয়ায় পিতৃকার্য সমাপনান্তে স্নান সেরে এলেন শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র পাদপদ্মদর্শন করতে। অদ্ভুত ভাবান্তর হল শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে। পদ্মনয়ন সজল হল ভাবাবেশে। বাহ্যজ্ঞান হারানোর পূর্বমুহূর্তে দৈবযোগে সেখানে উপস্থিত থাকা ঈশ্বরপুরী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ধরলেন তাঁকে। চিনতে পেরে প্রেমানন্দে আপ্লুত হলেন নিমাই। উভয়ের আনন্দাশ্রুতে সান্দ্র হল ধরিত্রী। এরপর ঈশ্বরপুরীর বাসায় এসে তাঁর কাছ থেকে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন নিমাই।

'দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেমপরবশ।' বিদ্যাভিমানী পরমতার্কিক এখন বিগলিত করুণার মূর্তি, পরম বিহ্বল, কখনো স্বগত ভাষণে ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে; কখনো বিরলে বসে অশ্রুপাত করেন। কখনো বা তার স্থিরদৃষ্টি আকাশপানে নিবদ্ধ— পূর্বরাগময়ী রাধারাণীর মত।

গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করতে করতে 'কোথা কৃষ্ণ' বলে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে অস্থির হয়ে ওঠেন। যত দিন যায় নিমাই-এর আকুলতা বেড়েই ওঠে। দীক্ষান্তে নিমাই ঈশ্বরপুরীকে বলেছিলেন আমাকে এমন শুভদৃষ্টি করুন, 'যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।' সত্যিই কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল জোয়ারে আত্মহারা হলেন নিমাই। সঙ্গীসাথীরা অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে।

পৌষমাসের শেষে বাড়ি পৌঁছলেন নিমাই। ছুটে এলেন জননী। দীর্ঘ অদর্শনের পর জায়াও উন্মুখ স্বামীদর্শনে। কিন্তু এ কোন নিমাই? আমূল পরিবর্তন হয়েছে তাঁর। নম্রতার প্রতিমূর্তি নিমাই-এর সজল দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে করুণা। সুবিশাল গৌরতনু যেন পুলক পরিপূর্ণ। কখনো স্বেদ ঝরছে। কখনো রোমাঞ্চিত হচ্ছে, কখনো ভাবাবেশে বিহ্বল। মুরারি গুপ্ত, সদাশিব কবিরাজ, গদাধরসহ সকলেই বুঝলেন নিমাই-এর মধ্যে জেগেছে পবিত্র সাত্ত্বিক ভাব। এই স্তম্ভ, স্বেদ, এই রোমাঞ্চ, এই স্বরভেদ, এই অশ্রু, কম্পন, বৈবর্ণ, মূর্চ্ছা—এসবই তো অষ্টসাত্ত্বিক ভাব। সকলেই আনন্দিত হলেন। এবার তবে বাঞ্ছাপূরণ হতে চলেছে।

নিমাই এখন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। কৃষ্ণ নামে আকুল হয়ে ওঠেন; কখনো বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয় তাঁর। ভগবানের প্রতি একান্ত আকর্ষণ তো অনুরাগ, আর এই অনুরাগের অপর নামই ভক্তি। 'মূর্তিমতী, ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।' নিমাই-কে কাঁদতে দেখে সকলেই কাঁদছে। সকলেই হরিধ্বনি দিচ্ছে। কৃষ্ণপ্রেমের বারিধারায় সিঞ্চিত হচ্ছে গদাধর, শ্রীবাস সহ সকলেই। তারা যে এরই জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। সকাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন শ্রীভগবানের চরণপদ্মে।

অধ্যাপনা করতে গিয়েও নিমাই হরিকীর্তন কৃষ্ণকীর্তনে মেতে ওঠেন। শাস্ত্রালোচনা নয়, কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণ করতে থাকেন ছাত্রদের মধ্যে। ছাত্ররাও কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আচণ্ডাল দ্বিজে আলিঙ্গন করে নিমাই কৃষ্ণনাম বিলোতে লাগলেন। গৃহে ফিরে এসে জননীর সঙ্গেও কৃষ্ণকথাই বলতে থাকেন নিমাই। গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহে, অনাবৃষ্টির কারণে মৃত্তিকা যেমন বিশুষ্ক হয়, অনুর্বরা হয়, ভক্তিশূন্য নবদ্বীপের অবস্থাও এতদিন ছিল তেমনই সকরুণ। এখন কৃষ্ণনামের প্রবল বারিধারায় সিক্ত হল নবদ্বীপের মৃত্তিকা, সিক্ত হল তৃষিত তাপিত মানুষের হৃদয়।

সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত নিমাই কোন শাস্ত্রপাঠের আসরে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। সর্বক্ষণের সঙ্গী গদাধর সেবা শুশ্রূষা করে তার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনে। নিমাই দুইহাতে তালি দিয়ে গেয়ে ওঠেন "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ/যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।।" ছাত্র সঙ্গী-সাথী সকলেই গাইতে শুরু করে মুক্ত কণ্ঠে, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, মুরারি প্রমুখ সকলকে নিয়ে শ্রীবাসঅঙ্গন কীর্তন গানে মুখর করে তোলেন নিমাই। কৃষ্ণপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গে প্লাবিত হল সকলে। এভাবেই নবদ্বীপে সূচনা হল হরিনাম সংকীর্তনের।

সব শুনে অদ্বৈতাচার্য বুঝলেন তাঁর স্বপ্ন সত্যিই সফল হয়েছে। এতদিনে তার তুলসী গঙ্গাজলে ভজন-কীর্তন সার্থক। এবার তবে পতিত উদ্ধারের জন্য পতিতপাবন শ্রীহরি সত্যিই আবির্ভূত হয়েছেন। একদিন নিমাই এসে উপস্থিত তাঁর গৃহে। পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন অদ্বৈতাচার্য। তুলসীতে চন্দন মাখিয়ে নিমাই এর চরণে রেখে প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য তাঁকে প্রণাম করে বললেন :

'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।।

প্রায় সত্তর বছর বয়সী প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্যের এই কাণ্ড দেখে বিস্মিত গদাধর চিৎকার করে উঠল 'গোঁসাই এ আপনি কী করছেন?' নিমাই সামান্য বালক, ওর চরণ বন্দনা করে ওকে অপরাধী করছেন কেন? এতে যে ওর অকল্যাণ হবে।'

সরোষে বলে উঠলেন অদ্বৈতাচার্য 'যিনি সকলের কল্যাণ করতে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর অকল্যাণ করে এমন সাধ্য কার? আর কাকে বালক বলছ? ক'দিন পরেই জানতে পারবে এ বালক না আর কেউ! আর বালক হলেই বা, কোথাকার বালক!' বললেন—

কলিকালে যুগধর্ম-নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

গৌরসুন্দর যে শ্যামসুন্দরেরই অন্যরূপ। বৃন্দাবনলীলা আর নবদ্বীপলীলা যে একই লীলাসমুদ্রের দুটি তরঙ্গ। পূর্বতরঙ্গ যদি হয় শ্রীদাম বৃন্দাবন, উত্তর তরঙ্গ তবে নিঃসন্দেহে শ্রীধাম নবদ্বীপ। ব্রজের ভাবই যে রাধাভাব। তাই যে ভগবান দ্বাপরে শ্যামতনু, কলিতে রাধাভাব অঙ্গীকার করে সেই ভগবানই গৌর-'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ।' এখানে শ্রীভগবানের মাধুর্যমূর্ত্তি। জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি অবতাররূপে আবির্ভূত। তবে দণ্ড, অস্ত্র, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নয়। তিনি এসেছেন প্রেম আর ভক্তি নিয়ে; আসছেন পাপের বিনাশ করে পাপীকে উদ্ধার করতে।

কিন্তু তবুও মনের কোথায় যেন একটু সংশয় রয়ে গেল প্রবীণ অদ্বৈতাচার্যের। ফিরে গেলেন শান্তিপুরে। ভাবলেন ওখানে বসেই পরীক্ষা করব নিমাইকে। সে যদি সত্যিই স্বয়ং শ্রীভগবান হয়, তবে আমাকে নিশ্চয় কাছে টেনে নেবে। "সত্যি যদি প্রভু হয় মুঞি হও দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ॥"

এদিকে শ্রীবাসের আঙিনা নিত্যকীর্তন গানে মুখরিত হয়ে উঠল, মুখরিত হল নদীয়ার রাজপথ। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে আচণ্ডাল দ্বিজে যে কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণ করছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এমন সময় হঠাৎ একদিন অবধূতবেশে নিত্যানন্দ এলেন নবদ্বীপে, বীরভূম জেলার একচক্রগ্রামে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। হাড়াই পণ্ডিত আর পদ্মাবতীর সন্তান নিত্যানন্দ মাত্র বারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

এই নিত্যানন্দ আর কেউ নন, স্বয়ং বিশুদ্ধসত্ত্বসঙ্কর্ষণ বলরাম। বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেমন বলরাম, নবদ্বীপ লীলায় তেমনই মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ।

নিমাই একদিন সকালে তার সঙ্গীদের বললেন, জানো গতকাল রাতে আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি। দেখেছি অবধূত বেশে এক জ্যোতির্ময় বিশালবাহু মহাপুরুষ তালধ্বজরথে চড়ে আমার বাড়ি এসেছেন। পরণে নীলরঙের বস্ত্র, মাথায় একই রঙের পাগড়ি, কাঁধের উপর বিশাল এক স্তম্ভ, বাঁ-হাতে কুণ্ডল—যেন সাক্ষাৎ হলধর। নিশ্চয় নবদ্বীপে কোন মহাপুরুষ সত্যিই এসেছেন। চলো দেখে আসি।

ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলেন নন্দন আচার্যের বাড়ি। দেখলেন নিত্যানন্দ অবধূত বেশে বসে আছে! স্বপ্নে যাকে দেখেছিলেন অবিকল সেই রূপ।' 'ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥'

নিমাই দেখামাত্রই চিনলেন। এই তো তাঁর আত্মার পরম আত্মীয়, নিত্য আনন্দের উৎসার—নিত্যানন্দ।

ধ্যানের বস্তু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, পলকেই চিনতে পারলেন নিত্যানন্দও। এযে তারই 'আপন ঈশ্বর' ; আপন বান্ধব।

নিমাই শ্রীবাসকে বললেন, ভাগবতের শ্লোক পড়ো। কৃষ্ণরূপবর্ণনার শ্লোক পড়তে শুরু করল শ্রীবাস। শুনতে শুনতেই প্রেমাবেশ হল নিত্যানন্দের। নিমেষেই নিমাই এর আলিঙ্গণে বাঁধা পড়লেন। অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করলেন; 'তুই সেই কানাই নারে? কিন্তু তোর চূড়ো আর বাঁশি কই?'

নিমাইও অস্ফুটে উত্তর দিল : 'ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি, নদের খেলা গড়াগড়ি। ব্রজের খেলা বাঁশির তান, নদের খেলা হরির গান। ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া, নদের বেশ কৌপিণ পরা।'

দুজনকে পেয়ে দুজনেই অশ্রুবিহ্বল। আবেগে আপ্লুত। নিমাই বললেন কাল আষাঢ় পূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা—ভগবান ব্যাসের আবির্ভাব তিথি। আপনি কোথায় ব্যাসপূজা করবেন?

নিমাই-এর ইঙ্গিত বুঝলেন নিত্যানন্দ, শ্রীবাসকে দেখিয়ে বললেন, 'এই বামুনের ঘরেই ব্যাসপূজা হবে।' এই কথা শুনে শ্রীবাসের আনন্দ আর ধরে না।

নির্ধারিত দিনে শুরু হল নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, আচার্য শ্রীবাস। পূজার শেষে শ্রীবাস নিত্যানন্দকে একটি ফুলের মালা দিয়ে বললেন, 'স্বহস্তে এই মালা ব্যাসদেবের গলায় দিন, এটাই শাস্ত্রের নিয়ম।'

কিসের মালা, কাকে দিতে হবে, কী তার মন্ত্র কিছুই মনে করতে পারলেন না নিত্যানন্দ। নিস্পন্দ হয়ে কেমন অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইলেন।

শ্রীবাস অঙ্গনের অন্য প্রান্তে নিমাই কীর্তন করছিলেন। তার কাছে খবর গেল নিত্যানন্দ পূজা অসম্পূর্ণ রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। নিমাই এসে তাকে আদেশ করলেন, 'পুজো করো। ব্যাসের গলায় মালা দাও।'

আনন্দে মত্ত হলেন নিত্যানন্দ। মুহূর্তেই হাতের মালা গৌরসুন্দরের গলায় পরিয়ে দিলেন। আর তক্ষুণি শ্রীগৌরাঙ্গ ষড়ভুজ মূর্ত্তি ধরলেন।

শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া মূর্ছিত হৈল নিতাই বিহ্বল।।

মূর্ছিত নিত্যানন্দের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই তার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। নিমাই বললেন, 'ওঠো কীর্তন করো, যার জন্য তুমি এসেছ সেই প্রেমভক্তি বিতরণ কর।' নিত্যানন্দ শ্রীবাসের ঘরেই থেকে গেলেন বাল্যভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনীর শিশুপুত্র হয়ে।

শ্রীগৌরাঙ্গ আজকাল সবসময়ই কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত, কৃষ্ণ আবেশে সমাসীন থাকেন। একদিন রামাই পণ্ডিতকে ডেকে বললেন 'শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতকে খবর দাও। বলো যাকে চেয়েছিল, যার জন্যে কেঁদেছিল, হুঙ্কার করেছিল সে এসেছে। সমস্ত আগমনই তার আকর্ষণে। সে যেন পূজার সজ্জা নিয়ে সস্ত্রীক চলে আসে।'

রামাই ছুটল শান্তিপুরে। অদ্বৈতাচার্যের কাছে এসে বললে, যার জন্য এতদিন কেঁদেছেন, পূজা উপবাস করেছেন তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তিনিই ডেকে পাঠিয়েছেন আপনাকে। 'যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন। যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।। যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস। সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।।' অদ্বৈত রামাইকে বললেন,

'দাঁড়াও ঠাকুরের ঠাকুরালি দেখি। আমি নন্দন আচার্যের গৃহে লুকিয়ে থাকব আর তুমি গিয়ে প্রভুকে বলো অদ্বৈত এল না।' রামাই অদ্বৈতের নির্দেশমতোই প্রভুকে গিয়ে বলল। অন্তর্যামী গৌরাঙ্গ নির্বিকার মুখে বললেন, 'যাও নন্দন আচার্যের বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে এস।' রামাই ছুটল নন্দন আচার্যের বাড়ি। অদ্বৈতাচার্যকে বললে, 'চলুন, ধরা পড়ে গেছেন।' আনন্দিত আচার্য ভাবলেন, কে যে ধরা পড়ল!

শ্রীবাসের ঘরে গিয়ে দেখলেন বিষ্ণুখট্টায় বসে আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। নিত্যানন্দ ছাতা ধরে আছে, গদাধর তাম্বুল যোগাচ্ছে, সর্বপ্রাণনাথ বলে ভক্তরা স্তুতি করছে। এ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এ ঘরতো শ্রীবাসের নয়, এ যে বৈকুণ্ঠ! দিব্যদর্শন হল অদ্বৈতের।

'আমাকে চিনতে পারছ?' বললেন নিমাই, 'আমি ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। তোমার হুঙ্কার আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। জীবের উদ্ধারের জন্যই তুমি আমার আবির্ভাব প্রার্থনা করেছিলে। কার সাধ্য তোমার সে ডাক না শোনে।

অভিভূত অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবীকে নিয়ে গৌরাঙ্গের চরণ বন্দনা করলেন তারপর লুটিয়ে পড়লেন তাঁর

পদতলে। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের গলার মালা তাকে পরিয়ে তার মাথার উপরে পা রাখলেন, বললেন, 'নাড়া বর চাও, বর নাও।'

প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্য বললেন, তোমাকে দেখলাম, তোমাকে পেলাম এতেই আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে। আর কিছুই আমার চাইবার নেই। তবুও যখন একান্তই বর দিতে চাও, তবে হে গৌরহরি! এমন বর দাও যাতে যে প্রেমভক্তি তুমি দিতে এসেছ তা যেন সর্বলোকে পায়—সে অধিকারে যেন কোন উচ্চ-নীচভেদ না থাকে। ভক্তিতে চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে, মুর্খে-পণ্ডিতে তারতম্য না থাকে। নির্বিশেষে সকলেই যেন তোমার করুণা লাভ করে। নিমাই বললেন, তথাস্তু।

সত্যই কৃপাসিন্ধুর করুণা থেকে বঞ্চিত হলেন না কেউ-ই। দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসতে লাগলেন। এলেন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি সহ আরো অনেকে। ভক্তিরসের ধারাস্নানে পবিত্র হলেন মুরারি গুপ্ত, গদাধর, শ্রীবাস পত্নী, খোলাবেচা শ্রীধরযবন হরিদাস সহ সকলে। কৃতার্থ হলেন। পরিপ্লুত হলেন কৃষ্ণধনলাভে। প্রেমের প্লাবণে ভেসে গেল দশদিক। মুছে গেল দেশকালের সংকীর্ণ সীমারেখা।

নিমাই-এর এই নামপ্রচারে প্রমাদ গুণল পাষণ্ডীরা। তাঁর এই নামপ্রচারে জাতিধর্মের লোপ হচ্ছে। কীর্তন গানে পল্লীর শান্তিভঙ্গ হচ্ছে—রক্ষণশীল সমাজপতিদের কাছ থেকে এই অভিযোগ গেল চাঁদ কাজীর দরবারে। বাংলাদেশ তখন শাসন করছিলেন হুসেনশাহ। অন্যান্য মুসলমান শাসকদের তুলনায় হুসেনশাহ উদার বিদ্বোৎসাহী হলেও নবদ্বীপের কাজী ততটা উদার ছিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের এই নামপ্রচার, জনপ্রিয়তা তিনি আদৌ সুনজরে দেখলেন না।

রুষ্ট কাজী একদিন কীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করলেন। কিন্তু কে মানবে সে আদেশ? নবজাগ্রত কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গকে প্রতিরোধ করবে কে? কাজীর অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ জানানোর জন্য রুদ্রমূর্তি নিমাই আরম্ভ করলেন সংকীর্তন দল নিয়ে নগর পরিক্রমা। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গলায় চাদর, সর্বাঙ্গে চন্দনশোভা, কাঁধে বুকে শুক্ল যজ্ঞসূত্র মনে হল শ্রীভগবানের জ্যোতির্ময় কনকবিগ্রহ যেন নেমে এসেছেন নবদ্বীপের পথে। কীর্তনের দল কয়েক সম্প্রদায়ে ভাগ করা হল। একেকটি দলের নেতৃত্বে রইলেন একেকজন। যেমন একটি দলে রইলেন অদ্বৈতাচার্য, একটি দলের পুরোধা হলেন হরিদাস, একটি দলে শ্রীবাস, একটি দলে নিত্যানন্দ, একটি দলে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ। এ যেন কাজীকে সম্বোধন করে বলা, দেখ ভক্তিধর্মের মহিমা দেখ—এতে জাতি-কুলের বিচার নেই, উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই। এতে হরিভক্তিপরায়ণ মুসলমানও ব্রাহ্মণের চেয়ে অধিকতর গৌরবের অধিকারী হতে পারে। হাজার হাজার কণ্ঠের সমবেত কীর্তন আর মৃদঙ্গ-মন্দিরার মৃদু-গম্ভীর গর্জনে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠল। কুলবধূরা পর্যন্ত পথে নেমে পড়লেন। নিষেধ করবার কেউ নেই, নিষেধ মানবারও কেউ নেই।

কীর্তনের বাধা শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন॥

ভীত সন্ত্রস্ত কাজীর অনুচরেরা ছুটে এলেন কাজীর কাছে। অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে শঙ্কিত কাজী তখন আত্মগোপন করেছে। ক্রুদ্ধ নিমাই তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি নিয়ে এসে উপনীত হলেন কাজীর গৃহে। সেখানে পৌঁছে ধীরে ধীরে ক্রোধ সংবরণ করে কাজীকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে এসে কাজী আত্মসমর্পন করলেন, প্রণাম করলেন তাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ সহাস্যে আলিঙ্গন করলেন তাকে। প্রভুর চরণ ছুঁয়ে সাশ্রুনেত্রে সকাতরে কাজী প্রার্থনা করলেন 'এই কৃপা কর যে—তোমাতে রহু ভক্তি।'

শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝেছিলেন অবক্ষয়িত পথভ্রষ্ট ধর্মচ্যুত মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে আঘাত দিয়ে নয়, আঘাত সহ্য করে, তাকে ভালবেসে। এর আগে তাই আঘাত সহ্য করেও ভালবাসার স্পর্শে মুসলমান সরকারের নগরকোটাল ব্রাহ্মণ বংশজাত দুই পাষণ্ড ভাই জগাই-মাধাই কে জয় করেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ। প্রেমের স্পর্শে দানব মানব হয়ে উঠেছিল।

গয়া থেকে ফেরার পর এগারোটা মাস কেটে গেছে। নবদ্বীপ এখন কীর্তন গানে মাতোয়ারা। এদিকে বৃন্দাবনের ঘরছাড়া বাঁশীর সুর নিমাই কে ভিতরে ভিতরে উতলা করে তুলছে। মনস্থ করলেন এবার শিখাসূত্র মোচন করে সন্ন্যাস নেবেন। তিনি ছাড়া মানুষকে আর কে ই-বা শেখাবে যথার্থ ভক্তি, অনাসঙ্গ ভজন। কেই-বা শেখাবে অহিংসা, সহিষ্ণুতা, স্বাবলম্বিতা, প্রীতিমৈত্রী আর কেই-বা বোঝাবে—কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের আনন্দ? সংসারের অনায়াসলব্ধ ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণ, জননীর অশ্রুজল, পত্নীর আকুল আবেদন কোনকিছুই তার সন্ন্যাসগ্রহণের পথে অন্তরায় হল না।

জননীকে জানালেন 'লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।' কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া মানতে চাইলেন না কিছুতেই। প্রবলকান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'আমাকেও নিয়ে চল সঙ্গে' নিমাই তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, 'সস্ত্রীক কখনো বৈরাগ্য হয়? বৈরাগ্যই যে শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। বৈরাগ্য দেখলেই তো লোকে ঈশ্বরে আকৃষ্ট হবে, তাঁর নাম সঙ্কীর্তন করবে। এ সমস্তই কৃষ্ণসেবার আয়োজন। জগৎ হিতের জন্য তুমিও তোমার সর্বস্ব উৎসর্গ কর। গৃহে বসে কঠোর বৈরাগ্যের সাধন করো।' কঠোর বৈরাগ্য সাধনের উপায়ও তিনি বলে দিলেন। বললেন 'প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করে ধৌতবস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে এসে একমুঠো আতপচাল রাখবে মাটিতে। একটি পাত্র করে গঙ্গাজল নিয়ে বত্রিশ অক্ষর হরেকৃষ্ণ হরিনাম বলা হলে একটি তণ্ডুল তুলে নিয়ে সেই জলপাত্রে ফেলবে। এই রকম প্রহর দুই যতপারো নাম করবে। তারপর জলপাত্র থেকে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করে যে ক'টি তণ্ডুলকণা তার মধ্যে ফেলেছো সে ক'টি তুলে রন্ধন করবে এবং সেই অন্ন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে ভোজন করবে। নিত্য অন্ন দেবে বৈষ্ণবদের আর হরিকীর্তন কৃষ্ণকীর্তন করবে সর্বক্ষণ—'

শুন সত্যি বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণবজননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্ত মনে গুণি॥

বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু বৈষ্ণবজননী নন তিনি সংকীর্তন জননীও। পতিব্রতা রমণীর কাছে পতি-আজ্ঞাপালনই যে ব্রতানুষ্ঠান। নীরবে সম্মত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

অবশেষে এল সেই রজনী। ১৫১০ খৃঃ, প্রায় ২৪ বছর বয়সে, শ্রীধাম নবদ্বীপকে, নিজভবন ও জননীকে প্রণতি জানিয়ে 'সর্বজীব উদ্ধারিতে' গৃহত্যাগ করলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রবল শীতের রাত্রে গঙ্গা পার হয়ে এলেন কাটোয়ায়। ভক্তপ্রবর কেশব ভারতীর কাছে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। দীক্ষান্তিক নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ডান হাতে দণ্ড, বাঁহাতে কমণ্ডলু, মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনধারী দিব্যপ্রভাময় নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে সকলে হরিধ্বনি দিলেন। দুর্জনহিতের জন্য, কলিহত জীবকে হরিভক্তি শেখানোর জন্য শ্রীভগবানের এই সন্ন্যাসগ্রহণ।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর গৌরহরি কাটোয়াতেই রাত্রি যাপন করলেন। তারপর শুরু হল পথচলা। বৃন্দাবনের ভাবে ভাবিত হয়ে সর্বক্ষণই হরিকীর্তন কৃষ্ণকীর্তন করছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ নেই। দিবারাত্রির জ্ঞান নেই মুখে শুধু 'কোথাকৃষ্ণ', 'কোথা বৃন্দাবন'। বৃন্দাবনের উদ্দেশে ছুটতে লাগলেন উন্মত্ত হয়ে; কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় যমুনা। পথ ভুলিয়ে নিত্যানন্দ তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে এলেন, বললেন, 'এই যমুনা।'

যমুনা ভ্রমে গঙ্গাতেই অবগাহন করলেন গৌরাঙ্গ। মনে পড়ল এক কৌপীনেই তিনি গৃহত্যাগ করেছিলে। স্নানান্তে এখন দ্বিতীয় কৌপীন কোথায় পাবেন? কী হবে উপায়?

তাকিয়ে দেখলেন গঙ্গাতীরে কৌপীন আর বহির্বাস নিয়ে অদ্বৈত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁর বৃন্দাবনে আসার খবর অদ্বৈতাচার্য জানলেন কীভাবে? মুহূর্তে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল তাঁর। তাহলে এ স্থান বৃন্দাবন নয়, আর এই নদী যমুনাও নয়? আমি তবে যমুনায় অবগাহন করি নি!

অদ্বৈত বললেন, তোমার পাদপূত সমস্ত স্থানই বৃন্দাবন আর যেখানে তুমি স্নান করবে তাই যমুনা। তারপর নৌকা করে শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন। সাধ্যমত তাঁর সেবা করলেন। নৃত্য কীর্তনে বন্দনা করলেন তাঁকে।

শান্তিপুরে অদ্বৈতচার্যের গৃহে কয়েকদিন থেকে পরিকরদের দেখা দিয়ে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁরই নির্দেশ মতো মহাপ্রভু নীলাচলে গেলেন। পথে মহাপ্রভুর যাত্রাসঙ্গী হলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ আর সর্বক্ষণের সঙ্গী গদাধর তো আছেই।

অদ্বৈতাচার্যও মহাপ্রভুর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে প্রভু তাকে ফিরিয়েদিলেন। বললেন, তুমি যদি ব্যগ্র হও তাহলে আর সকলকে, আমার মাকে তুমি ছাড়া কে প্রবোধ দেবে? তারপর অদ্বৈতকে আলিঙ্গনে শান্ত নিবৃত্ত করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

এরপর মহাপ্রভু উড়িষ্যায় বালেশ্বর থেকে গেলেন রেমুণায়। সেখানে পরমমোহন গোপীনাথ দর্শন করলেন। ভক্তদের ক্ষীরচোরা গোপীনাথে'র বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। রেমুণা থেকে এলেন যাজপুরে। সেখানে বৈতরণী-তে স্নানান্তে বরাহঠাকুর, পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিরজাদেবী এবং মহাদেবের মন্দির দর্শন করে এলেন কটকে। কটকে সাক্ষীগোপাল দর্শন করলেন। তারপর এলেন ভুবনেশ্বর। সেখান থেকে কমলপুর। কমলপুর থেকে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ধ্বজা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রভু বিবশ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। অবর্ণনীয় সেই আর্তি, প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল তাঁর। প্রেমাবেশেই পথ চললেন প্রভু। আঠারনালায় এসে বাহ্যজ্ঞানের প্রকাশ হল। এখান থেকে মন্দিরের দূরত্ব সামান্যই। শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গনের ইচ্ছা জাগল মনে; ছুটে চললেন মন্দিরের দিকে। কোলাহল করে উঠল প্রহরীরা —প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হলেন প্রভু।

পুরীর মন্দিরে নবীন সন্ন্যাসীর এই অপূর্ব ভাবাবেশ দেখে মুগ্ধ হলেন বাসুদেব সার্বভৌম। মন্দিরের প্রহরীদের নিরস্ত করলেন। নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, সর্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ন্যায় ও বেদান্তে সুপণ্ডিত বাসুদেব ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপতি, গুরু, মন্ত্রী এবং মীমাংসক। তিনি চৈতন্যমহাপ্রভুকে সমাদরে নিয়ে গেলেন আপন গৃহে। বৈদান্তিক পণ্ডিত আশা করে ছিলেন এই নবীন সন্ন্যাসীকে বেদান্ত পড়িয়ে ভক্তিমার্গ থেকে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। তার পাণ্ডিত্য গর্ব ধুল্যবলুণ্ঠিত হল। 'নমো নারায়ণ' বলে প্রণাম করলেন প্রভুকে। গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। মহাপ্রভু আশীর্বাদ করে বললেন, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু।' সার্বভৌমের চিত্তে ভগবৎ-তত্ত্ব স্ফূরিত হল। দৃষ্টিতে লাগল দিব্যস্পর্শ। দেখলেন মহাপ্রভু তাঁর সামনে ষড়ভূজমূর্তিতে দণ্ডায়মান। সার্বভৌম বুঝলেন ইনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তার সর্বদেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল। প্রেমাবেশে কাঁদতে লাগলেন তিনি। এভাবেই শুষ্কজ্ঞানী মহাতার্কিক প্রভুর পরম কৃপায় পরিণত হল ভক্তিরসের ভাবুক-এ।

পুরীতে মাস দুয়েক অবস্থান করে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের দিকে এগিয়ে চললেন। মুখে শুধু এক বাক্য : রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষমাম্, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্। পথে যাকেই দেখছেন আলিঙ্গন করছেন, বলছেন 'বলো হরি, বলো কৃষ্ণ'। গৌরহরির স্পর্শে সকলেই বৈষ্ণবভাবে ভাবিত হচ্ছেন।

নানা পথ পরিক্রমার পর মহপ্রভু এসে পৌঁছালেন কূর্মক্ষেত্র গঞ্জামে। মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর কূর্মাবতারের বিগ্রহ দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন। এখানে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বাসুদেবকে আপন জ্যোতির্ময় স্পর্শ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। আরোগ্য লাভ করল বাসুদেব।

একরাত সেখানে কাটিয়ে মহাপ্রভু চললেন আরো দক্ষিণে, পার হলেন গোদাবরী। ঘাটে স্নান করে অদূরে বসলেন কৃষ্ণকীর্তন করতে। হঠাৎ সেখানে বাদ্যবাজনা বাজিয়ে, বহুতর ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দোলায় চড়ে স্নানোদ্দেশ্যে এলেন বিদ্যানগরের অধিপতি রামানন্দ রায়। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর এই মানুষটি একাধারে পণ্ডিত, দক্ষ শাসনকর্তা, কবি, গায়ক, সর্বোপরি অত্যুচ্চ ভক্তিমার্গের সাধক। বিষয়ে বসবাস করেও যিনি নিরাসক্ত।

স্নানান্তে রামানন্দ দেখলেন অদূরেই উপবিষ্ট এক নবীন সন্ন্যাসী তপ্তহেমসমকান্তি, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নতগ্রীবা, কমলসম নয়নযুগল, সূর্যসম তেজ। তার দিব্যপ্রভায় সমস্ত দিক যেন আলোকিত। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে রামানন্দ ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। উদ্বেলিত মহাপ্রভু আলিঙ্গন করলেন রামানন্দকে। দুজনেই প্রেমাবিষ্ট হলেন। মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত আর রায়রামানন্দ গোপীভাবে পুলকিত। উভয়ের আচরণে ব্রাহ্মণেরা স্তম্ভিত হল।

ধীরে ধীরে প্রভু ভাবসম্বরণ করলেন। কৃতার্থ, প্রভুস্পর্শধন্য রামানন্দকে সহাস্যে বললেন 'বড় সাধ তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনি, সম্মত হলেন রামানন্দ। সন্ধ্যাস্নান সেরে প্রভু বসে আছেন। রায় রামানন্দ উপস্থিত হলেন সেখানে। প্রণাম করলেন প্রভুকে। প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। নির্জনে বসে উভয়ে সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

মহাপ্রভু প্রশ্ন করেন, রায়রামানন্দ উত্তর দেন। উত্তর শুনেই মহাপ্রভু বলে, "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" ক্রমে সিদ্ধান্ত হল ভক্তিপথই ঈশ্বরোপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভক্তিপথের এই পাঁচটি স্তরবিভাগ, সর্বোত্তম স্তর হল মধুর। মধুরেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি। মধুরই প্রেমের পরাকাষ্ঠা—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥"

মহাপ্রভুর এতেও তৃপ্তি হল না। তিনি বললেন—'আগে কহ আর' রামানন্দ বুঝলেন আসলে সেই অখিলরসামৃত সিন্ধু পরমপুরুষই বক্তা আবার তিনিই স্বয়ং শ্রোতা। বললেন, 'সন্দেহ কী, আমার মুখে তুমিই বক্তা, আবার তুমিই শ্রোতা।'

তারপর রায়রামানন্দ বললেন 'কান্তাপ্রেমের মধ্যে রাধাপ্রেমই সাধ্য শিরোমণি!' গোপীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা রাধারাণী। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির অংশ হলেন রাধারাণী—প্রেমের পরাকাষ্ঠা তিনি। তিনিই কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করেন। হ্লাদিনীর সার অংশ হল প্রেম আর প্রেমের সার মহাভাব। আর সেই মহাভাবস্বরূপিনীই হলেন ব্রজশ্রেষ্ঠা রাধারানী। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই তার কাজ। তাঁর মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিজে আস্বাদন করেন। এই রাধাপ্রেমই ভক্তের একমাত্র সাধনার বস্তু।

এরপর সুকণ্ঠের অধিকারী রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গাইতে আরম্ভ করলেন—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেষল জানি॥

গানটি শুনতে শুনতে মহাপ্রভু গভীর আবেগে করপদ্মে রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করে ফেললেন! পরম আনন্দে 'প্রভু কহে—সাধ্যবস্তু অবধি এ হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥" এবার বল এই সাধ্যবস্তু লাভের উপায় কী?

আপন অন্তরঙ্গ রাধাভাবের এই প্রথম স্ফুরণ হল মহাপ্রভু। রায় রামানন্দ দেখলেন প্রভুর সেই সন্ন্যাসী রূপ যেন আর নেই। সামনে যেন এক স্বর্ণবর্ণা প্রতিমা। বিস্মিত রামানন্দ বুঝলেন গৌরকান্তিতে শ্যামকান্তি আচ্ছন্ন করে রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে আপন মাধুর্য আস্বাদনের অভিলাষেই তিনি ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন।

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার,
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥"

রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই বস্তু। 'নীলারস আস্বাদিতে'ই দুই রূপ ধারণ। রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান। কেন না তিনিই যে রাধার প্রাণপুরুষ। রাধাকৃষ্ণের এক ভূতত্ত্বের মূর্তিই হলেন গৌরহরি। প্রেমভক্তি বিতরণ করে সকলকে কৃষ্ণপ্রেমময় করার জন্যই তো তাঁর আবির্ভাব। আর রাধাভাবকান্তি না গ্রহণ করলে নিজের মাধুর্যের আস্বাদনই বা কীভাবে সম্ভব।

শ্রীভগবানের প্রেমলীলা আর করুণার বিশিষ্টতম বিকাশই নবদ্বীপ লীলায়। অদ্বৈতের ইচ্ছায় ব্রজ-প্রেম প্রচার করে কলিতে জীবকে করুণাসিঞ্চিত করার জন্যই 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপে' তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।

রায় রামানন্দের কাছে দশদিন অবস্থান করে মহাপ্রভু চললেন রামেশ্বরমের পথে। শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কটভট্টের গৃহে বর্ষার চারমাস অবস্থান করে, সেতুবন্ধ-রামেশ্বরম দর্শন করে, উত্তরমুখে মহারাষ্ট্রের পথ ধরে পূর্ণনগরী সোমনাথ, দ্বারকা-দর্শনশেষে পূর্বমুখে ফিরতি পথে রায়পুর হয়ে রাজমাহেন্দ্রীতে রামানন্দের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন। মহাপ্রভুর নিবিড় সান্নিধ্য লাভের আশায় রামানন্দ চাকরি ছেড়ে নীলাচলে চলে আসেন।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হলেন উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলে। আকৃষ্ট হলেন স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র, আকৃষ্ট হলেন রাজগুরু কাশী মিশ্র। মহাপ্রভু ফিরলেন নীলাচলে। এই সংবাদ পেয়ে বাংলাদেশ থেকে এলেন শিবানন্দসেন, গোবিন্দ ও পুরষোত্তম আচার্য (এঁরই সন্ন্যাসোত্তর নাম স্বরূপ দামোদর। শিখাসূত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও যোগপট্ট নেন নি; তাই নাম হল স্বরূপ)। দাক্ষিণাত্য থেকে এলেন মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম শিষ্য পরমানন্দ পুরী। শ্রীধাম পুরীতে এবার প্রেমের হাট বসল।

১৫১৩ খৃঃ বিজয়াদশমীর দিন বৃন্দাবনে যাওয়ার অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু গৌড়ের পথে বেরিয়ে পড়লেন। শান্তিপুর হয়ে নবদ্বীপে এসে জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অসংখ্য মানুষ দলে দলে এসে চোখের জলে পা ধুয়ে দিল তাঁর। মহাপ্রভু সকলকেই হরিকীর্তন কৃষ্ণকীর্তন করার উপদেশ দিলেন!

নবদ্বীপ থেকে গৌড় হয়ে তিনি রামকেলিতে এলেন। এখানে সুলতান হুসেন শাহের দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী দবীরখাস ও সাকরমল্লিক নামক দুই ভাই এর সঙ্গে দেখা হল মহাপ্রভুর। এরা দাক্ষিণাত্যের রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ। দেশ থেকে বিতাড়নের পর বাংলায় এসে আপন বুদ্ধিবলে মন্ত্রীপদ পেয়েছে।

বিলাসভূষণে অভ্যস্ত দুই ভাই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। প্রভুর সামনে এসে গলবস্ত্র হয়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর পাদপদ্মে। বললেন, 'আমরা কুসংসর্গে পড়ে বাধ্য হয়ে অনেক পাপকর্ম করেছি, আমাদের উদ্ধার করুন। বিষয়বাসনা থেকে আমাদের মুক্তি দিন।'

পরমপ্রেমঘন মহাপ্রভু বললেন, 'পর পুরুষে আসক্তা কুলনারী যেমন গৃহকর্মে ব্যস্ত থেকেও পরপুরষের সঙ্গ

সান্নিধ্যের কথা চিন্তা করে, তোমরাও তেমনি রাজকার্যে লিপ্ত থেকেও মন সর্বদা ঈশ্বরের অর্পন করো। ভগবানে নিরবচ্ছিন্ন নিবিষ্টতাই তোমাদের সংসারাসক্তি কাটিয়ে দেবে। ভয় নেই, দৈন্য সংবরণ করে গৃহে যাও। শীঘ্রই সংসারবন্ধন ঘুচে যাবে।'

দুই ভাই প্রভুর চরণবন্দনা করলেন। তাদের নতুন নাম হল রূপ গোস্বামী আর সনাতন গোস্বামী। প্রভু বললেন 'কৃষ্ণনাম করো। কৃষ্ণমন্ত্রেই কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি।' সেবার আর মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হল না। মাস আষ্টেক পরে বর্ষার পূর্বেই তিনি নীলাচলে ফিরে আসেন।

এদিকে রূপ সনাতনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিষয়ব্যাপারে বা রাজকার্যে কোন কিছুতেই মন নেই উভয়ের। সর্বক্ষণই কৃষ্ণভজন করছে দুই ভাই! রূপ নবাবের কাছে ছুটি নিয়ে পৈতৃক বাড়ি গেলেন আর সনাতন অসুখের অজুহাতে গৃহে বসে শাস্ত্রচর্চা করতে আরম্ভ করলেন। হুসেন শাহের কাছে এই সংবাদ পৌঁছনো মাত্রই তিনি সনাতনের বাড়ি এসে হাজির হয়ে সক্রোধে তাকে কারাগারে নিক্ষেপের আদেশ করলেন।

প্রভুর আশীর্বাদে অর্থের লোভে কারাগারের প্রহরীকে বশীভূত করে সেখান থেকে পালিয়ে এলেন সনাতন। প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তার। প্রভু তার জ্ঞানানুসন্ধিৎসা দেখে তাকে ভাগবৎধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। তারপর তাকে ভক্তিতত্ত্ব শোনালেন। ভক্তির কৃপাতেই যে ভাগবতের অর্থবিকাশ! প্রভুর চরণবন্দনা করলেন সনাতন। বললেন 'তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর।' 'তোমা বিনু অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ।'

এবার মহাপ্রভু অরণ্যপথে চললেন বৃন্দাবন। সঙ্গী শুধুমাত্র বলভদ্র আচার্য আর একজন ব্রাহ্মণ পরিচারক। বৃন্দাবন মথুরা হয়ে মহাপ্রভু এলেন ত্রিবেণীতে। রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মহাপ্রভু তত্ত্বোপদেশ দিয়ে তাকে বৃন্দাবনে গিয়ে সাধন-ভজন করার আদেশ দিলেন।

একই আদেশ প্রভু সনাতনকেও দিয়েছিলেন। রূপ-সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর এই আদেশের ফলে বৃন্দাবন অনতিবিলম্বে সাধন ভজনের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে আবার খ্যাতিলাভ করে এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতিধারার সঙ্গে বাংলার রাধাকেন্দ্রিক বৈষ্ণবসাধনার ধারা সম্মিলিত হবার পথ উন্মুক্ত হয়।

কাশীতে অবস্থানকালে মহাপ্রভু বেদান্তকেশরী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করেন। সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের সমস্ত সংশয় দূর করে মহাপ্রভু তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করার উপদেশ দেন। বলেন, 'কলিকালে এই কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। কৃষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার।' বললেন, 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'

দীর্ঘ ছ'টি বছর সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৫১৫ খৃঃ গোড়ার দিকে নীলাচলে ফিরে এলেন। জীবনের শেষ আঠারোটি বছর তিনি একটানা নীলাচলেই অবস্থান করেন।

বাংলাদেশ থেকে ভক্তরা প্রতিবৎসর স্নানযাত্রার সময় এখানে এসে কয়েকটা মাস তাঁর সঙ্গে নামসংকীর্তনে কাটিয়ে যেতেন। জন্মভূমির সঙ্গে এভাবেই তাঁর যোগাযোগ চলত।

মহাপ্রভু অন্ত্যলীলার শেষ বারোটি বছর তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। অধিকাংশ সময় বিরহিনী রাধাভাবে আবিষ্ট থাকতেন তিনি, কখনো বা কৃষ্ণভাবেও। নিজের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রণয়লীলা অনুভব করে গম্ভীরার মধ্যে প্রায়শই তিনি বিরহে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেন।

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে প্রলাপ।
খেনে রোয়ত খেনে কাঁপ॥

শেষের দিকে মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা তীব্র আকার ধারণ করে। রোমকূপ থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল। কখনও শরীর ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হল, আবার কখনও ফুলে যেতে লাগল। কখনও বা বিরহবেদনার তীব্রতায় মহাপ্রভু গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘসতেন, ওষ্ঠ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেত। আবার কখনও গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে জগন্নাথদেবের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু নির্গত হত। মহাপ্রভুর এই অবস্থাকে মহাভাবের প্রকাশ বলে স্বরূপ দামোদর ব্রজের মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন।

তাঁর এই অন্তরঙ্গ জীবন সাধনার নিত্যসঙ্গী ছিলেন রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর। তাঁরা মহাপ্রভুর হৃদয়োস্থিত ভাবের অনুরূপ পদ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ইত্যাদি থেকে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠতেন। ধীরে ধীরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসত।

অবশেষে এল সেই দিন। শ্রীভগবানের যে এবার লীলা সংবরণের সময় এসেছে। কলির জীব নিস্তারে আর সকলকে কৃষ্ণধন বিতরণের জন্যই তাঁর অবতার রূপে আবির্ভাব। কিন্তু এবার যে সেই মর্ত্যলীলাবসানের মুহূর্ত সমাগত।

আষাঢ় মাস, চোদ্দশ পঞ্চান্ন শক। রবিবার, সপ্তমী তিথি। বেলা তখন তিন প্রহর। প্রতিদিনের মতোই সপার্ষদ উপবিষ্ট মহাপ্রভু চিরায়ত বৃন্দাবনী কথা বলছিলেন। হঠাৎ-ই বলা থামিয়ে নীরব হয়ে গেলেন। বুক থেকে নির্গত হল সকরুণ দীর্ঘশ্বাস।

সহসা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। মুকুন্দ, গোবিন্দ, শ্রীবাস, কাশী মিশ্র প্রমুখ ভক্তরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারাও চলতে শুরু করলেন মহাপ্রভুর পিছু পিছু।

প্রভু এসে দাঁড়ালেন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে। ভক্তরা বিস্মিত, কিছুটা শঙ্কিতও। তিনি তো কখনো একাকী শ্রীজগন্নাথদর্শনে মন্দিরে আসেন না। এলেও চিরদিন গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়েই বিগ্রহ দর্শন করেন। আজ তবে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? মহাপ্রভুই বা এত উতলা কেন?

একেবারে মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে এসে উপনীত হলেন প্রভু। এগিয়ে গেলেন সামনে অনেকটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল কপাট। এ কী কাণ্ড! এমন তো কখনো হয় না, ভক্তরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইলেন। ভাবলেন এও তাঁরই এক লীলা হয়তো।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রুদ্ধদ্বার মন্দিরকক্ষে শ্রীজগন্নাথদেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকাতরে বললেন 'হে প্রভু জগন্নাথ! হে পতিত পাবন! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে কলিযুগ এসেছে। যে যুগে অধর্ম আর পাপের অভ্যুত্থান হয়েছে। এই যুগের একমাত্র ধর্ম সংকীর্তন। হে ঈশ্বর, করুণা করে তুমি সকল জীবকে আপনার মাঝে আশ্রয়দাও।

অপ্রকটের সময়ও মহাপ্রভু জীব নিস্তারের কথাই ভাবছেন। বলছেন, 'কৃপাকর জগন্নাথ পাতিত পাবন। কলিযুগ আইল দেহত শরণ॥' প্রার্থনা জানিয়ে প্রভু দু'বাহু মেলে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করলেন আর মুহূর্তের মধ্যেই লীন হয়ে গেলেন।

মন্দিরের ভিতরে অবস্থানকারী এক পাণ্ডা স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখে হাহাকার করে উঠল। সব শুনে সমবেত ভক্তমণ্ডলী, পার্ষদেরাও হাহাকার করে উঠলেন। প্রভুও নেই, তাঁর দেহাবশেষও অন্তর্হিত । 'কোথা গেলে হে প্রভু' বলে আর্তনাদ করে উঠল ভক্তদল! সামনে তাকিয়ে দেখল সবাই শ্রীজগন্নাথ দেবের সহাস্য বিগ্রহ। বিশাল উজ্জ্বলনেত্র শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ যেন বলতে চাইছেন 'উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই আমার আবির্ভাব, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর তাই অন্তর্ধান। গোচর থেকে চলেছি অগোচরে ; মূর্ত থেকে বিমূর্তে।'

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাসনা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল, প্রথম হচ্ছে আপন মাধুর্য আপনি আস্বাদনের বাসনা, দ্বিতীয় তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করে রাধিকার যে সুখ তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির বাসনা, তৃতীয় রাধারাণীর প্রেমের মহিমা জানার বাসনা। অপূর্ণ এই ত্রিবিধ বাসনাপূরণের জন্যই রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে কৃষ্ণরাধা একীভূত হয়ে গৌরহরি হওয়া।

'আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।' এই ভক্তভাব অঙ্গীকার করে 'আপনি আচরি ধর্ম' সকলকে শেখানোর জন্যই গৌরহরির অবতাররূপ গ্রহণ। নামসংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ স্থাপনেই জন্যেই তাঁর কৃষ্ণনাম বিতরণ। নামের প্রতি পদে প্রতি অক্ষরেই যে অমৃতের আস্বাদন সম্ভব। ঈশ্বরকে পাবার একমাত্র উপায়ই হল সংকীর্তন। একথা তিনি ছাড়া আর কেই-বা বোঝাবেন ভক্তকে?

কিন্তু লীলাসংবরণ করলেও তিনি কোথায় যাবেন? তিনি তো সর্বভূতান্তর্যামী স্বয়ং শ্রীভগবান। যখনই ভক্তিভাবে কেউ নামসংকীর্তন করে উঠবে তখনই তিনি আবির্ভূত হবেন সেখানে। তাঁর পূর্ণতম প্রকাশ ঘটবে ভক্তের অন্তরে। নামই আশ্রিতকে রক্ষা করে, তাকে পালন করে। নামেই সর্বব্যাধিবিনির্মুক্তি, নামেই সংসারক্ষয়। নিরন্তর নামসংকীর্তনেই জড়বস্তু প্রাণবান, প্রেমময় হয়ে উঠবে। অতএব ভক্তগণ সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানেরই নাম কর—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিশ্রবণতীর্থ গোস্বামী মহারাজ

কোন্ ব্যাপারকে আমরা মৃত্যু বলি? জীবের দেহ হতে জীবাত্মার প্রয়াণ হলে তার অচেতন দেহটি পড়ে থাকে; এই ব্যাপারটিকেই আমরা 'মৃত্যু' বলে থাকি। পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভগবানের এবং তাঁহার কোনও স্বরূপের এতাদৃশ মৃত্যু নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ ভগবৎস্বরূপের অন্তর্ধানের পরে জীবের দেহের ন্যায় তাঁর কোনও অবশেষ পড়ে থাকে না। শ্রুতিকথিত "বিমৃত্যু" শব্দের তাৎপর্য হোল এই। অবশ্য এর হেতুও আছে। জীব-স্বরূপ বা জীবাত্মা হচ্ছে চিদ্‌বস্তু জড়বিরোধী। মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের দেহ হচ্ছে জড়—পঞ্চভূতাত্মক, মায়িক। জড়ের ধর্মই বিকার; তাই জীবের দেহে কর্মফল অনুসারে রোগাদি দেখা দেয়। মায়াবদ্ধ জীব কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহেই জন্মগ্রহণ করে থাকে। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ হয়ে গেলে সেই দেহের আর প্রয়োজন থাকে না। তখন সেই দেহ ত্যাগ করে জীবাত্মা তৎকালে উদ্বুদ্ধ কর্মের ভোগোপযোগী অন্য দেহে যথাকালে প্রবেশ করে থাকে এবং পূর্বদেহটি পড়ে থাকে। জীবাত্মা চিদ্‌বস্তু বলে এবং জীবের ভোগায়তন দেহ চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু বলে জীবে দেহ ও দেহীর ভেদ্ আছে।

ঈশ্বরের কিন্তু দেহ-দেহীর ভেদ নাই। ঈশ্বর হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁর দেহই তিনি, তিনিই দেহ। জীবের দেহের মধ্য যেমন জীবাত্মা বলে একটি বস্তু আছে, ভগবানের দেহের মধ্যে ঈশ্বরাত্মা বলে তেমন কোন বস্তু থাকে না। তিনি আনন্দস্বরূপ—চেতন আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ। তাঁর দেহও চেতন আনন্দ। এজন্য শ্রুতি তাঁকে আনন্দঘন, জ্ঞানঘন, চিদ্‌ঘন বলেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে জীবের ন্যায় তাঁর জন্মও নাই। তাই শ্রুতি তাঁকে অজ বলেছেন। পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান স্বীয় শক্তিতে যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হন, তখনই বলা হয় তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং লোকের জন্মের অনুকরণ করে আবির্ভূত হন বলে লোকে মনে করে তাঁর জন্ম হয়েছে। আবার যে উদ্দেশ্য ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে তিনি অন্তর্ধানও প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ লোকনয়নের অগোচরীভূত হন মাত্র। তাঁর থেকে পৃথক তাঁর কোনও দেহ নাই বলে দেহই তিনি এবং তিনিই দেহ। তাঁর অন্তর্ধান বলতে তাঁর দেহেরই অন্তর্ধানকে বুঝায়। সুতরাং তাঁর অন্তর্ধানের পরে তাঁর দেহ এই জগতে পড়ে থাকে না।

গত দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মৌষললীলার ব্যপদেশে তিনি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে তাঁর অন্তর্ধানলীলা বর্ণিত হয়েছে। এ-সমস্ত গ্রন্থোক্তির আলোচনায় জানা যায়, অন্তর্ধানের পর তাঁর কোনও দেহাবশেষ ছিল না।

এক্ষণে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেননি। বঙ্গদেশীয় চরিতকারদের মধ্যে একমাত্র লোচনদাস ঠাকুরই কিছু লিখে গেছেন। এই লোচনদাস ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর "শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল" নামক একখানি গ্রন্থলিখেছেন। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। শেষ খণ্ডের সর্বশেষভাগে তিনি শ্রীচৈতন্যেদেবের অন্তর্ধান বর্ণনা করেছেন।

তিনি লিখেছেন—আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গুঞ্জাবাড়িতে (গুণ্ডিচা

মন্দিরে) জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং তখনই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীগোবিন্দ, কাশী মিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুকে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিতে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন; কিন্তু প্রবেশ করা মাত্রই মন্দিরের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রভু বাহিরে আসিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন গুঞ্জাবাড়ির ব্রাহ্মণ পাণ্ডা সে-স্থানে উপস্থিত হইলে কপাট খুলিবার জন্য তাঁহারা আর্তির সহিত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। পরে সেই পাণ্ডা তাঁহাদিগের বলিলেন, "গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন। সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন।" শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল॥

উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্রও তখন নীলাচলে ছিলেন। প্রভুর ভক্তবৃন্দ হাহাকার করতে লাগলেন। আর, "শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবণে। পরিবারসহ রাজা হরিল চেতনে।" শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল॥

গুণ্ডিচামন্দিরকেই এ-স্থলে গুঞ্জাবাড়ি বলা হয়েছে। রথযাত্রার সময়ে শ্রীজগন্নাথ কয়েকদিন গুণ্ডিচামন্দিরে থাকেন। শ্রীবাসাদি গৌড়ীয় ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে যেতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায়, ১৪৫৫ শকে মহাপ্রভুর তিরোভাব। এতে বোঝা যায়, ১৪৫৫ শকের রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্তী সপ্তমী তিথিতেই মহাপ্রভু অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা। সুতরাং ব্যবধান মাত্র কয়েক দিনের।

উড়িয়া-সাহিত্যেও মহাপ্রভুর তিরোভাব প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং প্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ উড়িয়া ভাষায় "শূন্যসংহিতা"—নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন "এমন্তে কেতেহে দিন বহি গেলা শুনিমা অপূর্ব্বরস। প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কল্যরাত্রটর পাশ॥ এমন্ত সময়ে গৌরাঙ্গচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি দেউলে পশিলে সমাগণসঙ্গে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি॥ মহাপ্রতাপদেব রাজা ঘেনিন পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে। হরিধ্বনিয়ে দেউল উছুলই শ্রীমুখদর্শন রঙ্গে॥ চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে। জগন্নাথমহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎ প্রায় মিশি গেলে॥" (1)

উল্লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, শ্রীগৌরচন্দ্র সমাগণের সঙ্গে বেড়া প্রদক্ষিণ করে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং মহানৃত্য করতে করতে 'রাধা' 'রাধা' ধ্বনি করে বিদ্যুতের ন্যায় জগন্নাথের অঙ্গে লীন হলেন।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ-পরবর্তীকালে শ্রীদিবাকর দাস নামক এক উড়িয়া লেখকও লিখেছেন—"এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গেলীন। গোপন হইলে স্বদেহে দেখি কাহার দৃষ্টি মোহে॥ না দেখি শ্রীচৈতন্যরূপ সর্বমনরে দুঃখ তাপঃ রাজ হোইলে মনে ছন্ন হে প্রভু হেলে অন্তর্ধান॥ পূর্ব্বে বহিরুঁ আসিথিলে লেওটি তহিঁ প্রবেশিলে॥" এই বিবরণ থেকেও জানা গেল প্রভু শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হয়ে অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। (2)

ডক্টর শ্রীল বিমান বিহারী মজুমদার মহোদয় তাঁর "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থে লিখেছেন— "দিবাকর দাসের পরের যুগের লেখক ঈশ্বরদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-অঙ্গে চন্দন লেপন করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের সমক্ষে বৈশাখের তৃতীয় দিবসে জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হয়েন (ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত)"। এ-স্থলেও জগন্নাথ-বিগ্রহে নীল হয়ে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথাই জানা যায়। তবে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সময় সম্বন্ধে শ্রীঈশ্বরদাস যা বলেছেন—বৈশাখের তৃতীয় দিবসে—তা বিচার-সহ বলে মনে হয় না। না হওয়ার হেতু এই:

১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মহাপ্রভু ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে নীলাচলে গমন করেন এবং ১৪৩২ শকের বৈশাখের প্রথম ভাগে (অর্থাৎ রথযাত্রার পূবেই) দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। দক্ষিণদেশে পুরো দু'বছর অবস্থান করে ১৪৩৪ শকের বৈশাখে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁর দর্শনের জন্য রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে আসে। সেবছর তাঁদের বিদায়ের প্রাক্কালে

প্রভু বলেছিলেন, "প্রত্যব্দ আসিবে সভে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥ চৈ, চ, ২/১/৪৩॥" "প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥ বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।। চৈ, চ, ২/১/৪৪-৫॥" সন্ন্যাসগ্রহণের পরে প্রভু ২৪ বছর প্রকট ছিলেন। ঐ চব্বিশ বছরের মধ্যে গৌড়ের ভক্তগণ মাত্র বিংশতিবার নীলাচলে এসেছিলেন। চার বছর আসেননি। যে চার বছর তাঁরা নীলাচলে যানি, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সেই চার বছরের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যে দু'বছর প্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন, সেই বছর দুটি—১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে—ভক্তগণ নীলাচলে যাননি। ১৪৩৬ শকে প্রভু গৌড়ে এসেছিলেন। ১৪৩৭ শকের রথযাত্রা সম্পর্কে প্রভু নিজেই গৌড়ীয় ভক্তদের বলেছিলেন—"এ-বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥ চৈ, চ, ২/১৬/২৪৫॥" সুতরাং সেবারেও ভক্তরা নীলাচলে যাননি। আর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৬ থেকে ৪২ পয়ারে জানা যায়, সেন শিবানন্দের ভাগ্নে শ্রীকান্ত সেনের দ্বারা প্রভু একবার রথযাত্রার পূর্বেই গৌড়ীয় ভক্তদের বলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যেন সে-বছর নীলাচলে কেউ না আসেন। এর থেকে বোঝা যায় প্রভুর অন্ত্যলীলার আঠার বছরের মধ্যেও এক বছর ভক্তগণ নীলাচলে যাননি। সুতরাং দেখা গেল, মোট চার বছর গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে যাননি। প্রভুর প্রকটকালে সন্ন্যাসের চব্বিশ বছরের মধ্যে বিশ বছর তাঁরা নীলাচলে গিয়েছিলেন। বিশ বছর গিয়ে থাকলেও সন্ন্যাসের চব্বিশ বছরের চব্বিশটি রথযাত্রাই হয়েছিল; নচেৎ বিশ বছর ভক্তদের নীলাচল গমন সম্ভব হয় না। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে প্রথম রথযাত্রা হয় ১৪৩২ শকে। সুতরাং ২৪তম রথযাত্রা হবে ১৪৫৫ শকে। ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাতেও গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়েছিলেন; নচেৎ বিশ বার যাওয়া হয় না। ১৪৫৫ শকেই প্রভুর তিরোভাব। রথযাত্রা হয় আষাঢ় মাসে। তৎপূর্বে বৈশাখ মাসে প্রভুর তিরোভাব হয়েছিল মনে করলে তিরোভাবের পরেও গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে গমন সম্ভবপর বলে মনে হয় না কারণ তাঁরা প্রভুর দর্শনের জন্যই যেতেন, রথযাত্রা-দর্শন তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য প্রভু যে সময়কাল দক্ষিণদেশে ছিলেন, সেই দু'বছর রথযাত্রায় তাঁরা নীলাচলে যাননি। ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে প্রভুর সঙ্গে রথযাত্রা দর্শনই ছিল তাঁদের শেষ দর্শন। এই আলোচনা হতে জানা গেল, ১৪৫৫ শকের রথযাত্রার সময়েও প্রভু প্রকট ছিলেন। এমনকি পরবর্তী ১৪৫৬ শকের বৈশাখেও প্রভুর তিরোভাব সম্ভব নয়। কেননা পরবর্তী বৈশাখে প্রভুর বয়স হোত ৪৮ বৎসরেরও বেশী। কিন্তু ৪৮তম বর্ষেই প্রভুর তিরোভাবের কথা চরিতকারগণ বলে গেছেন। বস্তুতঃ প্রভু প্রকট ছিলেন ৪৭ বৎসর এবং তার পরে অনধিক চার মাস। কবিরাজ-গোস্বামী পরিষ্কার ভাবেই বলে গেছেন, "চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান॥ চৈ, চ, ১/১৩/৮॥" কেবল শকের গণনাতেই প্রকটকাল হয় ৪৮ বৎসর। সন্ন্যাসের পরে প্রভু বস্তুতঃ ২৩ বৎসর কয়েক মাসই প্রকট ছিলেন। কবি কর্ণপূরের মহাকাব্যও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক।

কর্ণপূর লিখেছেন, মহাপ্রভু চতুর্বিংশ বর্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীক্ষেত্রে আসেন এবং শ্রীক্ষেত্র হতে ইতস্ততঃ ভ্রমণে শ্রীক্ষেত্রের বাহিরে তিন বৎসর এবং অখিল বিংশতি বৎসর শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা সমূহ দর্শন করেছিলেন। "চতুবিংশে তাবৎ প্রকটতি নিজপ্রেমবিবশঃ প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ। ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়ওথা দৃষ্টা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ॥" মহাকাব্য॥২০/৪০॥ মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে ছিলেন পূর্ণ দু'বছর। গৌড়গমনোপলক্ষ্যে মাস ছয়েক এবং বৃন্দাবন-গমনোপলক্ষ্যে মাস ছয়েক শ্রীক্ষেত্রের বাহিরে ছিলেন। এজন্যই কর্ণপূর বলেছেন—ইতস্ততঃ ভ্রমণে প্রভু তিন বৎসর শ্রীক্ষেত্রেরবাহিরে ছিলেন। বিশ বৎসর রথযাত্রা প্রভু দর্শন করেছিলেন। ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাও প্রভু দর্শন না করে থাকলে বিশ বৎসরের রথযাত্রা দর্শন হয় না।

কর্ণপূর আরও লিখেছেন, প্রভু সেই স্থানে (নীলাচলের বাহিরে) কতিপয় দিবস থাকিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তত্রত্য ভক্তবৃন্দকে আনন্দিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ভক্তের সহিত,

বিশ বৎসরের মধ্যে যে সকল যাত্রা (রথযাত্রা) হইয়াছিল, তৎসমস্ত দর্শন করিয়া স্বীয় ধামে গমন করিয়াছিলেন।

কর্ণপূরের এসকল উক্তি থেকে জানা যায় নীলাচলে মহাপ্রভু বিশ বৎসরের বিশটি রথযাত্রা দর্শন করেছিলেন। পূর্বেই প্রদর্শিত হয়েছে, ১৪৫৫ শকের রথযাত্রাই ছিল প্রভুর দৃষ্ট শেষ অর্থাৎ গৌড়ীয় ভক্তদের দৃষ্ট বিংশতিতম রথযাত্রা। অথচ কর্ণপূর বলেছেন প্রভু ৪৭ বৎসর প্রকট ছিলেন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রভুর আবির্ভাব। ২য় তাঁর পূর্ণ ৪৮ বৎসর। কর্ণপূরের উক্তি হতে জানা যায়, ১৪৫৫ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পূর্বেই এবং ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পরেই প্রভু স্বধামে গমন করেছেন।

এই আলোচনা থেকে দেখা গেল, উড়িয়া কবি শ্রীঈশ্বরদাস যে বৈশাখ মাসে প্রভুর অন্তর্ধানের কথা লিখেছেন তা বিচার-প্রসূত নয়। শ্রীলোচনদাস প্রভুর অন্তর্ধানের যে সময়ের কথা লিখেছেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং মহাকাব্যের উক্তির সংগে তারই সঙ্গতি দৃষ্ট হয়; সুতরাং সেটাই গ্রহণীয় হতে পারে। কর্ণপূর তাঁর পিতা শিবানন্দ সেনের সঙ্গে বাল্যকালে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে গিয়ে প্রভুর দর্শন করতেন। তিনি মহাকাব্যের লিখনও শেষ করেছেন ১৪৬৪ শকে, প্রভুর অন্তর্ধানের নয় বৎসর পরে। লোচনদাস ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য। তিনি সরকার ঠাকুরের নিকটে মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক কথা সাক্ষাৎভাবে শুনেছেন এবং স্বভাবতই প্রভুর অন্তর্ধান-সম্বন্ধে এই দুইজনের কথিত বিবরণ অবিশ্বাস করার কোন হেতু দেখা যায় না।

শ্রীলোচনদাস এবং উড়িয়া কবিদ্বয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও শ্রীঈশ্বরদাসের উক্তি থেকে জানা গেল মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহে লীন হয়ে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েছেন। কবি কর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন যে প্রভু স্বধামে গমন করলেন। কিভাবে প্রভু গমন করলেন কর্ণপূর সে বিবরণ দেননি। কিন্তু কর্ণপূর মহাপ্রভুকে প্রাকৃত জীব জ্ঞান করতেন না, স্বয়ং শ্রীভগবান বলেই মনে করতেন। প্রভুর স্বধামে গমনের কথায় তিনি প্রভুর নিজস্ব একটি ধামের অস্তিত্বও স্বীকার করে গেছেন। ভগবৎ-স্বরূপ যে "বিমৃত্যু"—শ্রুতির এই উক্তি পরম পণ্ডিত কর্ণপূর জানতেন না, এমন কথা মনে করার কারণ নেই। সুতরাং প্রভুর গমনের কথা বলে কর্ণপূর যে প্রভুর সশরীরে স্বধাম-গমনের কথাই বলেছেন, মৃত্যুর পর মানুষের নশ্বর দেহ যেমন পড়ে থাকে, অন্তর্ধানের পরে প্রভুর যে তদ্রূপ কোনও দেহ পড়ে ছিল না এটাই কর্ণপূরের বক্তব্যের অভিপ্রায় বলে অনুমান করা যায়। কোন লোকের মৃত্যুকে কেউ স্বধামে গমন বলে না; সাধারণ লোকের মৃত্যুকে বরং সাধনোচিত ধামে বা পরলোকে গমন বলা হয়।

লৌকিক জগতে যা দেখা যায় বা শুনা যায়, তারও অতিরিক্ত কিছু আছে বা থাকতে পারে বলে যাঁরা মনে করেন না, জগন্নাথের বিগ্রহে নীল হয়ে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথাও তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না। এরকম ব্যাপারকে তাঁরা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে করেন। যেহেতু এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না সেহেতু তাঁরা এধরণের ঘটনার সত্যতাও স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। জগতের অধিকাংশ সংসারী লোকই এই রকম জড়বাদী এবং সংশয়াপন্ন।

যাঁরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে ভগবান কোনও লৌকিক বস্তু নন, তাঁর কোন কর্মও লৌকিক কার্য নয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় জানা যায়, ভগবান নিজেই বলেছেন, "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম।" দিব্য—অলৌকিক। ভগবান প্রকৃতির অতীত। তাঁর কার্যও প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জগতের কোনও অভিজ্ঞতা দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে কোন সমাধানে উপনীত হওয়া যায় না। এজন্য শাস্ত্রের কথা—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রাকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্তস্য লক্ষণম্॥" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে একাধিকস্থলে এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে যাথার্থ্য স্বীকার করে গেছেন। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে এবং জড়াতীত বা অপ্রাকৃত বস্তুতে বিশ্বাসবান লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। অধিকাংশ লোকই অপ্রাকৃত বা অলৌকিক ব্যাপারে

বিশ্বাস স্থাপন করেন না এবং সেজন্য জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হয়ে প্রভুর অন্তর্ধানপ্রাপ্তির কথাও বিশ্বাস করেন না। তাই আধুনিক কোনও কোনও সাহিত্য-সমালোচক মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে উল্লিখিত জড়বাদীদের মতের অনুকূল অভিমতই প্রকাশ করে প্রকারান্তরে বিভ্রান্তিরই বীজ বপন করছেন সাধারণ পাঠকমহলে।

সকল সমালোচকই যে জড়বাদী, তা হয়তো সত্য নয়। তথাপি হয়তো লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, অথবা সাহিত্যিক-সমাজে অপাংক্তেয় হওয়ার ভয়ে, সাধারণ লোকের গ্রাহ্যতার কথা স্মরণে রেখেই তাঁরা এই ধরণের অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন।

এই জাতীয় দু'একটি অভিমত সম্বন্ধে এ-স্থলে-কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ডক্টর শ্রী বিমান বিহারী মজুমদার মহোদয় তাঁর প্রণীত "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থে লিখেছেন —"গুঞ্জাবাড়িতে বা জগন্নাথের দেহে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-কাহিনীর মধ্যে যেন একটা গুপ্তহত্যার ইঙ্গিত আছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসায় প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রাজকার্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন। বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় ও গৌড়ের হুসেন শাহের আক্রমণের ফলে উৎকল রাষ্ট্রের সীমা সঙ্কুচিত হইল। শ্রীচৈতন্যের এবং উড়িয়া ভক্ত অচ্যুত, যশোবন্ত প্রভৃতির প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্য্যাদা হ্রাস পাইল। এমন কি "মহাপ্রভু" বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে, তাহা লইয়া, অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহা সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়দের বিবাদ বাধিত, এজন্য এরূপ ঘটা আশ্চর্য নহে যে, শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অসুস্থ শরীরে একা জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ও তথায় ভাবাবেশে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাঁহার প্রতি আক্রোশবশতঃ জগন্নাথের পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ লুকাইয়া ফেলেন। শেষে রাজার কাছে কৈফিয়ৎ দিবার জন্যে তাঁহারা প্রচার করেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেহে বিলীন হইয়াছেন। এরূপ অনুমানের সমর্থনে কোনও প্রমাণ নাই। তবে উড়িষ্যায় আমি কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকটে এরূপ অনুমানের কথা শুনিয়াছিলাম।"

এবার ডক্টর মজুমদার-মহোদয়ের উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

মজুমদার-মহোদয় নিজেই লিখেছেন, "জগন্নাথের পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যকে হত্যা করিয়াছেন", এটি তাঁর অনুমান মাত্র এবং "এরূপ অনুমানের সমর্থনে কোনও প্রমাণ নাই।" মজুমদার মহাশয় "উড়িষ্যার কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট এরূপ অনুমানের কথা" শুনেছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট যা শুনেছিলেন, তাও অনুমানমাত্র। তথাপি সুপণ্ডিত মজুদারমহাশয় কোনও প্রমাণের দ্বারা অসমর্থিত তাঁর অনুমান লিপিবদ্ধ করেছেন।

ডক্টর মজুমদার লিখেছেন—"উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিলেন।" তাঁর এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ তিনি দেখান নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতকারদের গ্রন্থ থেকে যা জানা যায়, তা কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের উক্তির প্রতিকূল। রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র, সুবিখ্যাত মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভৃতি তৎকালীন উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই ছিলেন মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত। এঁরাই ছিলেন তত্রত্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে অগ্রণী। অপর কোনও ব্রাহ্মণ যে শ্রীচৈতন্যের প্রতি "অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন" তার কোনও প্রমাণ চরিতকারদের উক্তিতে পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত ঈর্ষার হেতুরূপেই বোধ হয় মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—"শ্রীচৈতন্যের ও উড়িয়া ভক্ত অচ্যুত, যশোবন্ত প্রভৃতির প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদা হ্রাস পাইল।" কিন্তু চরিতকারদের বিবরণ থেকে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ তো দূরের কথা অপর কাহারও মর্যাদা লঙ্ঘন কখনও সহ্য করতে পারতেন না।

গয়া যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণের মর্যাদা-প্রদর্শনের জন্য তিনি স্বীয় দেহে জ্বরের ভান করে বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবেই উপদেশ দিয়েছেন—"জীবের সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান", তিনি যে ব্রাহ্মণের সম্মান ও মর্যাদা হানি হতে পারে এমন কোন কথা প্রচার করবেন, বিশ্বাস করা যায় কি? তাঁর পদাবনতভক্ত অচ্যুতানন্দাদিও যে তাঁর অনভিপ্রেত মতের প্রচার করবেন, তাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

মজুমদার-মহোদয় লিখেছেন—"শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসায় প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রাজকার্য অবহেলা করিতে লাগিলেন"; সন্ন্যাস গ্রহণের পরে মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের মাত্র দু'বছর পরেই রামানন্দ রায় রাজকার্য পরিত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং রামানন্দ রায়ের "রাজকার্যে অবহেলার" প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রতাপরুদ্রের রাজকার্যে অবহেলার ফলেই যে তিনি কৃষ্ণদেবরায় ও হুসেন শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে উৎকল রাষ্ট্রের সীমা সঙ্কুচিত হোল, তাই কি নিঃসন্দেহে বলা যায়? প্রতাপরুদ্র যে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেননি তার প্রমাণ কোথায়? যুদ্ধে সর্বত্রই জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। কোনও যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের পরাজয় হলে সেই পরাজয় যে একমাত্র শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসার ফল, তাই বা কিরূপে বলা যায়?

মজুমদার মহাশয় আরও লিখছেন—"এমনকি 'মহাপ্রভু' বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে তাহা লইয়া, অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়দের বিবাদ বাধিত।" তাঁর এই উক্তির সমর্থনে তিনি কবি কর্ণপূরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক" থেকে একটি উক্তি পাদটীকায় উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের যে উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত করলে কর্ণপূরের উক্তিটি মজুমদার মহাশয়ের উক্তির সমর্থক হোত বলে মনে হয় না। বিবরণটি এইরকম—

"কর্ণপূর তাঁহার নাটকের দশম অঙ্কে অদ্বৈতাচার্যের অনুগত এক গন্ধর্ব ও জনৈক বৈদেশিকের মধ্যে কথোপকথন-প্রসঙ্গে সেন শিবানন্দ কিরূপ যত্ন ও প্রীতির সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণকে, এমনকি কুক্কুরকে পর্যন্ত, নীলাচলে লইয়া যাইতেন, তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সকলের পথকরও শিবানন্দই দিতেন। প্রভুর মহিমায় দানঘাটরি কর্মচারীরা সাধারণতঃ কোনও গোলযোগ করিত না। তবে একবার সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। এক বৎসর রাজা প্রতাপরুদ্র দক্ষিণদেশে গমন করিলে ঘট্টপালদের অধিকারী প্রতাপরুদ্রের একজন অমাত্য স্বতন্ত্র হইয়া নীলাচলের পথে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন রেমুণায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, তখন রেমুণায় গিয়া উপনীত হইলেন। সেই অমাত্য প্রচলিত রীতির পরিবর্তে পথকর হার অত্যন্ত বর্ধিত করিয়া দিলেন এবং এই বর্ধিত হারে প্রত্যেকের কর দাবী করিলেন। দাবীর টাকা দিতে না পারায় শিবানন্দকে কাষ্ঠনিগড়ে আবদ্ধ করা হইল। পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে সেই অমাত্য যষ্ঠিধারী এক অনুচরের দ্বারা শিবানন্দকে ডাকাইলেন। শিবানন্দও উদ্বিগ্নচিত্তে চৈতন্যচরণ স্মরণ করিতে করিতে সেই অমাত্যের নিকটে আসিলেন। সেই অমাত্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অয়ে ত্বং সপরিকরঃ সমায়াতোহসি? ওহে, তুমি কি সপরিকরে আসিয়াছে? শিবানন্দ বলিলেন—"অথ কিম"? তখন সেই অমাত্য আবার বলিলেন—"ত্বং কস্য লোকঃ"?—"তুমি কাহার লোক?" শিবানন্দ বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য—আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোক"। তখন অমাত্য বলিলেন—ত্বং চৈতন্যস্য, অহং জগন্নাথস্য, জগন্নাথচৈতন্যয়ো কো মহান্? অনোনোক্তম্ —"মম তু কৃষ্ণচৈতন্য এব মহান্।"—তুমি চৈতন্যের লোক, আমি জগন্নাথের লোক। জগন্নাথ ও চৈতন্যের মধ্যে কে বড়? তখন শিবানন্দ বলিলেন—আমার নিকটে কিন্তু কৃষ্ণচৈতন্যই বড়।" শিবানন্দের কথা শুনিয়া "প্রীতিসুমুখ" হইয়া অপরাধীর ন্যায় সেই অমাত্য বলিলেন—"অয়ে ময়া স্বপ্নো দৃষ্টঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো মানুক্তবান্—মদীয়ো লোকস্তুয়া বদ্ধোহস্তি ত্বরিতমেব মুচ্যতাম্' ইতি। তদয়মপরাধো মে ক্ষন্তব্যঃ। তব কিঞ্চিদপি দাতব্যং নাস্তি, সুখেন প্রাতরুত্থায় সর্বৈঃ সহ গম্যতাম" ইত্যুক্তা দীপিকাধানিনৌ দ্বৌ উক্তবান—'অস্য পরিকরো যত্র বর্ত্ততে, তত্রায়ৎ স্থাপ্যতাম্ ইতি।।—ওহে! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাকে বলিয়াছেন—'আমার লোক তোমা কর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছে,

শীঘ্র তাহাকে বন্ধন মুক্ত কর। সুতরাং আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না। প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলের সহিত সুখে গমন কর।' শিবানন্দকে একথা বলিয়া সেই অমাত্য তাঁহার দুইজন দীপিকাধারীকে বলিলেন—"ইহার পরিকরগণ যেখানে আছেন, ইহাকে সেখানে নিয়া রাখিয়া আইস।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এটাই হোল কবি কর্ণপূর-কথিত বিবরণ। এ বিবরণের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন একটি অংশ উদ্ধৃত করে মজুমদার মহাশয় পাঠকবর্গকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে—"এমন কি 'মহাপ্রভু' বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে তাহা লইয়া অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়দের বিবাদ বাধিত।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণ থেকে মজুমদার মহাশয়ের উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় কিনা, সুধীবৃন্দ তা বিবেচনা করবেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণে আমরা কিন্তু "মহাপ্রভু' বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে তাহা লইয়া, অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়দের বিবাদ" সম্বন্ধে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। ব্যাপারটি ঘটেছিল রাজ-অমাত্য এবং শিবানন্দের মধ্যে, উড়িয়াদের এবং গৌড়ীয়দের মধ্যে ঘটেনি। অমাত্যটি খুব সজ্জন ছিল বলেও উল্লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তাঁকে "দুরাত্মা", "পামর" এবং রাজধানী হতে প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণদেশ-গমনের "সুযোগ স্বাতন্ত্র্যাবলম্বী" বলা হয়েছে। যে কারণেই হোক কর বাবদে কিছু টাকা আদায় করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্যে। শিবানন্দ যদি টাকা দিতেন, তাহলে তাঁকে তিনি "কাষ্ঠনিগড়ে নিবদ্ধ" করতেন না। সমস্ত গৌড়ীয়দের উপর উৎপীড়নই যদি তাঁর অভিপ্রেত হোত, তাহলে তিনি সকলকেই "কাষ্ঠনিগড়ে নিবদ্ধ" করতেন কেননা, করের জন্য সকলেই দায়ী। কিন্তু অমাত্যটি তা করেনি। এতেই বোঝা যায়, গৌড়ীয়দের প্রতি অত্যাচার তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, টাকার প্রতিই তাঁর লালসা ছিল। শিবানন্দকে নিগড়াবদ্ধ করে অমাত্য ঘুমিয়েছিলেন। অর্ধরাত্রিতে তিনি স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন এবং তাঁর আদেশ পাওয়া মাত্রই নিদ্রোত্থিত হয়ে তৎক্ষণাৎ শিবানন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ত্বং কস্য লোকঃ—তুমি কাহার লোক?" স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অমাত্যকে বলেছিলেন—"মদীয়ো লোকস্তয়া বদ্ধোহস্তি-আমার লোক তোমা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছে"—ইহার সত্যতা যাচাই করার জন্য বোধহয় অমাত্য শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তুমি কাহার লোক?" শিবানন্দ যখন বললেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোক", তখন সেই অমাত্য বললেন—"তুমি চৈতন্যের, আমি জগন্নাথের; এই দুজনের মধ্যে বড় কে? শিবানন্দ বললেন—"আমার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই বড়।" শিবানন্দের কথা শুনে সেই অমাত্য কোনরূপ প্রতিবাদ করেননি ; তিনি বরং "প্রীতি সুমুখ" হয়েছেন এবং নিজেকে "অপরাধী" মনে করে শিবানন্দের নিকটে নিজের দৃষ্ট স্বপ্নের কথা বলে নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

শিবানন্দকে বন্ধন মুক্ত করে বললেন—"তোমার আর কিছুই দিতে হইবে না; তোমার সঙ্গীদের লইয়া কল্য প্রাতঃকালেই 'সুমে' এস্থান হইতে গমন কর।" শুধু তাই নয়, অমাত্য নিজের লোকের দ্বারা দীপের আলোকে শিবানন্দকে, তাঁর সঙ্গীরা যে-স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে পাঠিয়েদিলেন। এই বিররণ থেকে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, শিবানন্দ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই বড় বলেছেন, অমাত্য সেকথা প্রীতির সংগে মেনে নিয়েছেন। জগন্নাথ ও কৃষ্ণচৈতন্যের মধ্যে কে বড়, এই বিষয় নিয়ে অমাত্য ও শিবানন্দের মধ্যে কোনও তর্কবিতর্ক হয়নি। আর "মহাপ্রভু" বলিলে জগন্নাথকে কিংবা শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইবে, এরূপ কোন প্রসঙ্গও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়েদৃষ্ট হয় না। যাই হোক, পাণ্ডাগণকর্তৃক মহাপ্রভুর হত্যা সম্বন্ধে মজুমদার মহাশয় যা লিখেছেন এবার সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ, শ্রীচৈতন্য যে অসুস্থ শরীরে একা জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছিলেন, ডক্টর মজুমদার কিরূপে এটা অনুমান

করলেন বোঝা যায় না। আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে প্রভুর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের কথা যে সমস্ত চরিতকার লিখেছেন, তাঁরা কেউই প্রভুর কোনওরূপ অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেননি, এমনকি তাঁরা প্রভুর একা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের কথাও লেখেননি। শ্রীলোচনদাস লিখেছেন, ভক্তবৃন্দের সংগে প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছিলেন। শ্রী অচ্যুতানন্দও লিখেছেন, গৌরচন্দ্র বেড়া প্রদক্ষিণ করিয়া "সমাগণের সঙ্গে দেউলে পশিলে" এবং "মহাপ্রতাপদেব রাজা ঘেনিন পাত্রমন্ত্রীমান সঙ্গে।" প্রভুর একাকী জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের কথা এঁরা কেউই লেখেননি।

প্রভুর প্রতি জগন্নাথের পাণ্ডাগণের আক্রোশের কথা চরিতকারদের উক্তি থেকে কিছু জানা যায় না। বরং এটাই জানা যায় যে, জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ সকলেই প্রভুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন। তাঁদের আক্রোশের হেতুও কিছু ছিল বলে মনে হয় না। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাদের প্রতি প্রভু সর্বদাই যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতেন। এঁদের সংগে প্রভুর ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত প্রীতিময়। তাঁরাও সর্বদা প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি দেখাতেন; যখনই প্রভু মন্দির যেতেন তখনই তাঁরা প্রভুকে প্রসাদ ও মাল্যাদি দিতেন। প্রভুর দ্বারা যাত্রীদের নিকট থেকে পাণ্ডাদের অর্থাগমের পথও সঙ্কুচিত হয়নি, বরং প্রভুদর্শনার্থ অসংখ্য লোক নীলাচলে আগমন করায় তাঁদের রোজগার প্রশস্ততরই হয়েছিল। এই অবস্থায় প্রভুর প্রতি পাণ্ডাদের আক্রোশের কথা কিরূপে কল্পনা করা যায়?

তর্কের খাতিরে প্রভুর প্রতি পাণ্ডাদের আক্রোশের কথা স্বীকার করা গেলেও জগন্নাথের মন্দিরে তাঁদের দ্বারা প্রভুর হত্যা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। ঘটনাটি ঘটেছে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে, রথযাত্রার পঞ্চম দিনে। জগন্নাথ তখন গুণ্ডিচামন্দিরে। ঘটনা ঘটেছে দিনের বেলায়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নানা স্থান হতে বহুলোক নীলাচলে গিয়ে থাকেন। গুণ্ডিচা মন্দিরেও জগন্নাথের দর্শনের জন্য সর্বদা বহুলোকের ভিড় হয়। ঘটনার সময়ে সাধারণ লোকের পক্ষে দর্শনের বাধা ছিল না; মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল। আর খোলা ছিল বলেই প্রভু গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। সেই সময়ে জগমোহনেও যে বহু দর্শনার্থী সমবেত ছিলেন, তা অনুমিত হয়। প্রভু একাকী যাননি। চরিতকারদের উক্তি থেকে জানা যায়, প্রভু নিজের সঙ্গী-ভক্তবৃন্দের সংগেই মন্দিরে গিয়েছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতে পাত্রমিত্রদের সংগে রাজা প্রতাপরুদ্রও তখন সে-স্থানে ছিলেন। দর্শনার্থী যাত্রীগণ, প্রভুর সঙ্গীগণ এবং সপাত্র-মিত্র প্রতাপরুদ্র ছিলেন জগমোহনে। প্রভু গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলে, জগমোহনে এতসব লোকের, বিশেষতঃ গৌরগতপ্রাণ রাজা প্রতাপরুদ্রের উপস্থিতিকালে গর্ভমন্দিরে প্রভুকে পেয়ে হত্যা করার জন্য কোন পাণ্ডার সাহস হতে পারে কি?

যদি মনে করা যায়, প্রতাপরুদ্র তখন গুণ্ডিচাবাড়িতে ছিলেন, তাহলেও হত্যার ব্যাপারটি সম্ভবপর হতে পারে না। রথযাত্রার সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রতি বৎসরই নীলাচলে উপস্থিত থাকতেন। রথযাত্রাকালে তাঁর অবশ্যকর্তব্য কিছু কৃত্য থাকত। ঘটনার সময়ে তিনি গুণ্ডিচাবাড়িতে না থাকলেও নীলাচলে ছিলেন। গৌরগতপ্রাণ প্রতাপরুদ্রের নীলাচলে উপস্থিতিকালে এবং গুঞ্জাবাড়ীতে জগমোহনে বহু লোকের উপস্থিতিকালে গর্ভমন্দিরে প্রবিষ্ট প্রভুকে হত্যা করবার সাহস কোনও পাণ্ডারই হতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। পাণ্ডাদেরও ধরা পড়ে যাবার ভয় এবং তজ্জনিত প্রাণদণ্ডের ভয় ছিল।

আরও একটি কথা বিবেচ্য। তৎকালে নীলাচলের কেউই প্রভুকে একজন সাধক ভক্তমাত্র মনে করতেন না। পাণ্ডাগণও তাঁকে সাধারণ সন্ন্যাসী বিবেচনা করতেন না। প্রভুর দেহে সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং রাজা প্রতাপরুদ্র ষড়ভুজরূপ দর্শন করেছিলেন এছাড়া প্রভু আরও অনেক ঐশ্বর্য প্রকটিত করেছিলেন। এটা তখন সকলেই জানতেন, পাণ্ডাগণও জানতেন। শ্রীক্ষেত্রে সকলে প্রভুকে ভগবান জ্ঞানেই মান্য করতেন। জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণও নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন না, বা নাস্তিকও ছিলেন না। এই অবস্থায় জগন্নাথের সাক্ষাতে প্রভুকে হত্যা করার ইচ্ছা পাণ্ডাদের মনে জাগ্রত হতে পারে কিনা তা সুধীবৃন্দ বিবেচনা করবেন।

তারপর প্রভুর নিহত দেহটি লুকিয়ে ফেলার কথা স্থানকালের কথা বিবেচনা করলে এক অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয়।

প্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে আবার অন্য এক অভিমত কেউ কেউ ব্যক্ত করেছেন। প্রভু দু-এক বার প্রেমাবেশেসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে কোন কোন চরিতকার লিখে গেছেন। এর থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন, অপরের অলক্ষিতে শ্রীচৈতন্যদেব এবারও সমুদ্রে পতিত হয়ে আর ফিরে আসেননি। এই প্রসঙ্গে ডক্টর মজুমদার মহাশয় তাঁর "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" গ্রন্থে লিখেছেন—শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই, তাহা ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫ সংখ্যায় ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান" প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন—ডক্টর মজুমদারের গ্রন্থের পাদটীকা)

ডক্টর মজুমদার মহোদয় "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল" নামক একখানা গ্রন্থকে অবলম্বন করে প্রভুর তিরোভাবের আর একটি বিবরণও দিয়েছেন। ঐ বিবরণ সম্বন্ধেও একটু আলাচনা করা যাক।

জয়ানন্দ এবং তাঁর রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' বৈষ্ণব জগতে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। অন্যত্রও তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। বাঙ্গলা ১৩১২ সালে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের এবং কালিদাস নাথ মহাশয়ের সম্পাদনায় কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর পরই এই গ্রন্থখানি এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ডক্টর বিমান বিহারী মজুমদার মহশয় তাঁর "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থে, এই গ্রন্থের সমালোচনা করে দেখিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অন্য চরিতকারদের প্রদত্ত বিবরণের সংগে জয়ানন্দের প্রদত্ত বিবরণের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। মজুমদার মহাশয় "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভুল খবর" শিরোনাম দিয়ে অনেক ভ্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"মুরারি গুপ্ত, কবি কর্ণপূর, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের যে অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন আভাসও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় না।" আলোচনা উপসংহারে মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—"জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে যাইয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অপেক্ষা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন। তিনি নিজের ধারণা অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া পৌরাণিক কাহিনীর বিকৃত উপাখ্যান ও বৈরাগ্যের উপদেশ বলাইয়াছেন। এজন্য আমার মনে হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ তাঁহার এই বই-এ পাওয়া গেলেও, শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা বা মর্ম্মোদঘাটন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।" তথাপি কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব-প্রসঙ্গের আলোচনায়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত, অথচ অন্য চরিতকারদের উক্তির প্রতিকূল একটি বিবরণের প্রতি মজুমদার মহাশয় বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

"শ্রীচৈতন্যর তিরোভাবের বিবরণ" প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—লোচনদাস শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে—'তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥"

জয়ানন্দ বলেন—নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥ আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥ আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে। ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে। চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটায় শরণ অবশেষে॥ পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥'

উল্লিখিত উদ্ধৃতির পরেই মজুমদার মহাশয় লিখেছেন—"নির্দ্দিষ্ট সময়ের সামান্য বিরোধ থাকিলেও জয়ানন্দ

ও লোচনের মধ্যে তিথি ও তারিখের মিল আছে। কিন্তু তিরোভাব স্থানের মিল নাই। লোচনের মতে গুঞ্জাবাড়ীতে তিরোভাব; জয়ানন্দের মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই, তাহা ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছন। শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ গদাধরের নিকট গোপীনাথ তিনি শেষ সময়ে ছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভব।" এর পর মজুমদার মহাশয় জগন্নাথের পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক প্রভুর গুপ্তহত্যার কথা বলে লিখেছেন—"আমার নিজের ধারণা যে জয়ানন্দ প্রদত্ত বিবরণই সত্য। প্রভু ইঁটে আহত হইয়া জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হন ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে দেহরক্ষা করেন।"

এখন প্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে কবি জয়ানন্দের অভিপ্রায় কি, বিবেচনা করা যাক। এই প্রসঙ্গে তিনি কি লিখেছেন সেটাও জানা দরকার। এজন্যে তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থের বিবরণ আদ্যোপান্ত এ-স্থলে বর্ণিত হল।

প্রথমে তাঁর গ্রন্থে কবি জয়ানন্দ বলেছেন —শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমস্ত পাপী উদ্ধার লাভ করল। যমালয় শূন্য হল দেখে যম মন্ত্রণা করার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকটে গেলেন এবং ব্রহ্মাকে বললেন—"যমালয় শূন্য হৈল আর পাপী নাই। শমনের কথায় ব্রহ্মা হাসেন সে ঠাঞি।। ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গ চলিলা আপনি। সকল দেবতা মেলি করিয়া ধরণী।। নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে।আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী।। নিত্যানন্দ গেলা রথযাত্রার নিকটে। অদ্বৈতচন্দ্রেরে সব কহিলা নিষ্কপটে।। নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ একরূপ। না বুঝিয়া বলে লোক কলহস্বরূপ।। নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে সমর্পন করি। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের সব তোমার অধিকারী।। আটাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রহি। স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি।। অনেক বৈষ্ণব হয় অনেক **বৈষ্ণবী**। সেবাকানুসেবকে ব্যাপিয়া পৃথিবী।। এ বাড়ির অধিকার পণ্ডিত গোসাঞি। তাহার বড় প্রিয় মোর অধিক নাই।। **শ্রীহরিদা**স ঠাকুর রহিলা নীলাচলে। ঠোটা নির্ম্মাইঞা দিল সমুদ্রের কূলে।। অনেক সেবক সঙ্গে রঙ্গে নিত্যানন্দ। গৌড়দেশে পাঠাইয়া দিল গৌরচন্দ্র।। আষাঢ়ে প্রতাপরুদ্র নিজঘরে বসি। কৃষ্ণকথা অদ্বৈত বলেন হাসি হাসি।। নয়নের জলে প্রভুর তিতে কৌপীন ডোর। অগ্নি দেহ অন্য কথায় কৃষ্ণ প্রাণ মোর।। হরিতকী কাষ্ঠে মৈলা মহেন্দ্র ভারতী। মুখে অগ্নিদেন তার তিন শত যতি।। হরিদাস ঠাকুর আগে করিল বিজয়। কাঞ্চনের শুক্ল চতুর্দ্দশী রসময়।। আষাঢ় বিঞ্চত রথ বিজয়া নাচিতে। ইটান বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।। অদ্বৈত চলিলা গৌড়দেশ। নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষ।। নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে। চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠির দিবসে। সেই লক্ষে টোটায় শয়ন অবশেষে।। কালি দশ দণ্ডরাত্রে চলিব সর্ব্বথা। পণ্ডিত গোসাঞিকে কহি সর্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা। বর্ণে দিব্য মাল্য আইলা কোথা হৈতে। কতো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে।। রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ।। মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।। অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈল। উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈল।।

মহাপ্রভুর তিরোভাব প্রসঙ্গে এই হল জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের আদ্যোপান্ত বিবরণ। মজুমদার মহাশয় এই বিবরণ থেকে কেবল পাঁচটি পয়ার উদ্ধৃত করে তদবলম্বনে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

উল্লিখিত বিবরণ হতে জানা যায়—শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সমস্ত পাপী উদ্ধার পাওয়ায় যমালয় শূন্য হয়ে পড়ল। তাতে যমরাজ চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে মন্ত্রণা করতে এলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শঙ্করকে এবং সকল দেবতাকে সঙ্গে করে নিশাকালে নীলাচলে টোটাগ্রামে শ্রীচৈতন্যের নিকটে এলেন এবং তাঁরা সকলে ক্রমে ক্রমে, বৈকুণ্ঠে চলে যাওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্যকে বললেন। শ্রীচৈতন্যও সম্মত হয়ে বললেন—"আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তোমরা রথ পাঠিয়ে দিও, আমি বৈকুণ্ঠে যাব।" তারপর মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের নিকটে নিষ্কপটে সমস্ত কথা বললেন এবং তাঁর

অবর্তমানে কিরূপে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রচার হবে তার ব্যবস্থাও করলেন। এরপরে রথযাত্রার সময়ে নৃত্যকালে প্রভুর বাম চরণে "ইটাল বাজিল"। তথাপি তিনি সমস্ত পারিষদকে নিয়ে নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করলেন। তারপর ষষ্ঠী তিথির দিনে প্রভুর "চরণ বেদনা বড়" হইল ; সেই "লক্ষ্যে—সেই ছলে?" প্রভু টোটায় গিয়ে শয়ন করলেন এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে সমস্ত কথা অবশেষে বললেন—"কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা।" পরেরদিন অর্থাৎ শুক্লা সপ্তমীতে) প্রভুর পূর্বকথা অনুসারে দেবগণ "রথ আন রথ আন" বলে ডাকাডাকি করতে লগিলেন এবং গরুড়ধ্বজ রথ উপস্থিত হল। প্রভু তাতে আরোহণ করে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। এই বিবরণ থেকে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল— রথদ্বিতীয়ার পূর্বেই—সুতরাং বামচরণে ইষ্টকাঘাতের পূর্বেই—দেবতাদের প্রার্থনায় কোন এক রাত্রিতে, মহাপ্রভু আষাঢ়ী শুক্লা-সপ্তমীতে তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্কল্প দেবতাদের নিকটে প্রকাশ করেছেন এবং অদ্বৈতাচার্যের নিকটেও বলেছেন। এরপর শুক্লা ষষ্ঠীর দিন চরণের বেদনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি যখন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গৃহে গেলেন, তখনও তাঁর নিকটে, তাঁর পূর্ব সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করে আগামী দিন অর্থাৎ শুক্লা সপ্তমীতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় বৈকুণ্ঠে চলে যাবার কথা বলেছেন। এর থেকে বোঝা যায় প্রভুর অন্তর্ধান তাঁর পূর্বসঙ্কল্পিত ; আকস্মিক ঘটনা বা কোনও ব্যাধির ফল নয়।

মজুমদার মহাশয় লিখেছেন,—"প্রভু ইঁটে আহত হইয়া জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হন ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে দেহরক্ষা করেন।" কিন্তু কবি জয়ানন্দ তাঁর গ্রন্থে "জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত" হওয়ার বা দেহরক্ষার কথা কিছুই লেখেননি। তিনি কেবল ইষ্টকের আঘাতের কথা লিখেছেন এবং আঘাতের চারিদিন পরে ষষ্ঠীতিথিতে বেদনা-বৃদ্ধির কথা বলেছেন। পায়ে ইষ্টকের আঘাত লাগলে যে ক্ষত হয় তা নয়। আঘাতের ফলে পা কেটে গেলে কাটাস্থানে ক্ষত হতে পারে এবং সেই ক্ষতে কোন বিষাক্ত দ্রব্যের সংযোগ ঘটলে তা দূষিত ক্ষতে পরিণত হয়ে জ্বর হতে পারে। কিন্তু যদি কেটে না যায়, তা'হলে দূষিত ক্ষতের কোন সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সময়ে দেখা যায়, পায়ে ইঁট বা তদ্রূপ কোনও কঠিন জিনিসের আঘাত লাগলে পা কেটে যায় না, তবে কিছু বেদনা অনুভূত হয়। অতিরিক্ত চলা-ফেরা করলে সেই বেদনা বাড়ে। কিন্তু সেই বেদনা তত মারাত্মক হয় না বা তার প্রতিকারও দুঃসাধ্য নয়। প্রভুরও সেই রকম হয়েছিল। শুক্লা দ্বিতীয়ার রথযাত্রার দিনে তিনি চরণে ইষ্টকের আঘাত পান এবং আঘাত নিয়েই পার্ষদের সঙ্গে জলক্রীড়া করেছেন এবং পরে চলাফেরাও করেছেন। চারদিন পরে শুক্লা-ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়ে কিন্তু এতে প্রাণবিয়োগের মত অবস্থা হতে পারে না।

যাই হোক, কবি জয়ানন্দের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করলে এ সব তথ্যাদির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে এবং তা হলেই বোঝা যাবে সমস্ত বিবরণই নিছক কল্পনাপ্রসূত। বাহুল্যবোধে সেই আলোচনায় নিরস্ত হলাম। মজুমদার মহাশয় জয়ানন্দের উক্তিকে সত্য বলে মনে করছেন এবং যুক্তির অনুরোধে আমরাও তাকে সত্য বলে মনে করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, জয়ানন্দ এ কথা বলেননি প্রভু "জ্বর ও দূষিত ক্ষতে আক্রান্ত হইয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন।" তিনি বলেছেন—দেবতাদের প্রার্থনায় প্রভুর নিজের ইচ্ছাতে এবং রথযাত্রার পূর্বেই কোন এক রজনীতে প্রভু সংকল্প করেছেন, শুক্লা সপ্তমীতে তিনি বৈকুণ্ঠ-গমন করবেন এবং বস্তুতঃ তাঁর এই সঙ্কল্প অনুসারেই শুক্লা সপ্তমীতে রাত্রি দশ দণ্ডের সময়ে তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন।

জয়ানন্দ লিখছেন—প্রভুর "মায়াশরীর হেথা রহিল যে পড়ি।" গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রাক্কালে তিনি তাঁর দ্বারকা পরিকরদিগকে অন্তর্হিত করিয়ে তাঁদের শরীরে অনুরূপ "মায়াশরীর" রেখেছিলেন। এই "মায়াশরীর" সমূহই এরকাতৃণ নিয়ে পরস্পর মারামারি করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং অর্জুন সেই সমস্ত মায়াশরীরের সৎকার করেছিলেন। প্রভুর বৈকুণ্ঠ গমনের পরে যে, "মায়াশরীর এথা রহিল পড়ি" তাও কি এই জাতীয় "মায়াশরীর"?

"প্রভু এক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন, তাঁহার যথাবস্থিত দেহটি পড়িয়া রহিল "—জয়ানন্দ একথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন —"গরুড়ধ্বজরথে প্রভু করি আরোহন"—বৈকুণ্ঠে গেলেন। "প্রভুই বৈকুণ্ঠে গেলেন" —একথাই জয়ানন্দ লিখেছেন। এতে বোঝা যায় প্রভু যে সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করেছেন, এটাই জয়ানন্দের বক্তব্য। তথাপি তিনি যে লিখেছেন—"মায়াশরীর তথা রহিল যে পড়ি", তাতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপরিকরদের ন্যায় "মায়াশরীর'ই জয়ানন্দের অভিপ্রেত। যিনি নিজের ইচ্ছায় রথারোহণে বৈকুণ্ঠে যেতে পারেন, তাঁর যে মায়িক পাঞ্চভৌতিক দেহ থাকতে পারে না এটা জয়ানন্দ অবশ্যই জানতেন।

এখন প্রভু যদি "মায়াশরীর" রেখে বৈকুণ্ঠে গমন করে থাকেন তাহলে সেই "মায়াশরীর'টির কি অবস্থা হল? তা কি কেউ সৎকার করলেন না? করে থাকলে সেই সৎকার-স্থান কোথায়? স্বয়ং উড়িষ্যাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র যাঁর পদানত ছিলেন, তাঁর সৎকার স্থানের কোন চিহ্ন কি প্রতাপরুদ্র বা গৌর-ভক্তবৃন্দ সযত্নে রক্ষা করতেন না? বস্তুতঃ এই "মায়াশরীরও" জয়ানন্দের কল্পনামাত্র। প্রভুর দেহাবশেষ কিছু না। সুতরাং উল্লিখিত আলোচনাসমূহ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রভুর অন্তর্ধানের পর তাঁর কোনও দেহাবশেষ ছিল না। প্রাকৃত জীবনের ন্যায় তাঁর মৃত্যু হয়নি এবং এটাই শ্রুতিকথিত 'বিমৃত্যুত্ব'।

শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহম্।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ১॥

যাঁর উজ্জ্বল বরণ, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহখানি নিরবধি অসীম ভাবসমূহে বিশেষরূপে উপচিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, যাঁর কৃপা ত্রিলোক পবিত্র করে, সেই কলিযুগ-পাবনাবতারী রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু (ভগবান) শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

গদ-গদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিলাসম্।
ভব-ভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ২॥

যাঁর বাক্য গদগদ, অন্তর ভাববিকারে দ্রবীভূত, যাঁর হুঙ্কারে (সিংহনাদে) দুর্জনগণ ভীত হয়, যাঁর করুণা সংসারভীতি খণ্ডন করে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৩॥

যাঁর পরিধানে অরুণবসন, যাঁর সুন্দর গণ্ডদেশ ও নখকান্তি চন্দ্রকে নিন্দা করে, যিনি নিজের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) নাম, গুণ ও লীলা কীর্তন করেন অথবা নিজ নাম গুণকীর্তনে উল্লসিত হন, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্।
গতি-অতি-মন্থর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৪॥

যাঁর নয়নপদ্ম থেকে জলধারা বিগলিত হচ্ছে, নব নব অপ্রাকৃত রসাস্বাদজনিত ভাববিকারসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর গমন অতি ধীর, যাঁর নৃত্য বিচিত্র, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরম্।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৫॥

যাঁর চঞ্চলপদের গমনভঙ্গি মনোহর, নূপুর (মঞ্জীর) যাঁর পদদ্বয়ের শোভা (মাধুর্য) সম্পাদন করছে, যাঁর বদন চন্দ্র অপেক্ষা শীতল, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু দণ্ডং
দিব্য-কলেবর মুণ্ডিত-মুণ্ডং।
দুর্জন কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৬॥

কটিদেশে ডোর (কৌপিন-বহির্বাস), হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত যাঁর দিব্য কলেবর, মস্তক মুণ্ডিত, যাঁর দণ্ড (ধারণ) দুর্জনগণের পাপ খণ্ডনের জন্য, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ভূষণ ভূরজ-অলকাবলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্॥
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৭॥

ধরণীর ধূলি নির্মিত অলকাসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর বিম্বফলের মতো অধর কম্পিত হচ্ছে, যাঁর ললাটে উজ্জ্বল মলয়জ চন্দনের তিলক শোভা পাচ্ছে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলম্।
কলেবর কৈশোর নর্তকবেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৮॥

যাঁর নেত্র-যুগল রক্তপদ্মের পত্রতুল্য, বাহুযুগল জানুদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত, কিশোর শরীর, নতর্কবেশ, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

With Best Compliments from :

42/140, New Ballygunge Road
(Bediadanga 2nd Lane)
Kolkata-700 039, Phone : 2343-2749
Cell : 98302 34282, Pager : 9602-316879

BCM AUDIO
Present
ALBUM
PRATTUSHER ALO

Singer : Miss Ankita Ghosh

Unique Voice in its Expressiveness

For Live Concert PLS Contact (0) 9831287166, (033) 2343-2749

মনীষীদের চিন্তা ও মননে মহাপ্রভু

সংকলক : চৈতন্যময় নন্দ

একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবিচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল। সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই লোক ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য করিতেছে। কিরূপেই বা জানিবেন? তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন। —স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীচৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠ বিহারী সুরগুলি কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত করিল। তখন রাগ-রাগিনী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া একটি নূতন সম্পদ উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তার কণ্ঠস্বর, অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দন ধ্বনি। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাপ্রভু নিখিল প্রেমিকের শ্রেষ্ঠ রাজকুমার। জনজীবনে মহৎ ভাবনা সঞ্চারিত করবার যোগ্যতায় ও নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যদেবের তুলনায় রামমোহন রায়ের মতো বিরাট কৃতিত্বের মানুষও বস্তুত একজন পিগমি, আমি তো কোন ছাড়। —মহাত্মা গান্ধী

আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্তি আমার সব কুসংস্কার, সব দোষ দূর করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। —দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীচৈতন্যের মূল কাজ ছিল মানুষের আবেগপ্রবণ প্রাণের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক রকমের ভক্তি ও প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করা; প্রাণকে সে পথ দিয়ে দিব্যমুখী করে প্রস্তুত করে তোলা অন্ততপক্ষে সে সম্ভাবনাকে পৃথ্বী প্রকৃতিতে গেঁথে দেয়া। একথা নয়, যে এর পূর্বে আবেগময় ভক্তির ধারা ছিলনা। কিন্তু তার পূর্ণতা, উচ্ছলন, তার মধ্যে প্রাণের উল্লাস কখনোই সে মাত্রায় প্রকাশিত হয়নি, যেমনটি হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে। —শ্রীঅরবিন্দ

বৈষ্ণব ধর্ম লোপ হইবার উপক্রম হইলে, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণবধর্মের অবমাননায় ব্যথিত হইয়া প্রার্থনা করেন, 'হে ভগবান রক্ষা কর। এ কলিযুগে আর ধর্ম থাকেনা। তুমি আসিয়া উদ্ধার কর।' তখন নারায়ণ শ্রীচৈতন্য-দেবের দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় মর্ত্তলোকে আগমন করেন। এই সব দেখিয়া পাপের অন্ধকারের ভিতরেও মাঝে মাঝে সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও ধর্মের আলোক দেখিতে পাইয়া আশা হয় যে এখন ও আমাদের উন্নতি হইতে পারে, তাহা না হইলে কেন তিনি পুনঃ পুনঃ এখানে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন? —নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

নিজেকে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণের রেণু বলে মনে করি। আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে আমি যে প্রদেশের সে প্রদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত তুকারাম মহারাজ নিজেকে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুগামী প্রকাশ করতেন। তিনি মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। —আচার্য শ্রীবিনোবা ভাবে

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত প্রেমধর্মই যুগধর্ম। শ্রীচৈতন্য শুধু বাঙ্গালীর জন্য নহেন—তিনি সর্বজগতের পূজ্য। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম যাজনা করুন—সর্ব অনর্থের নাশ হইবে।

—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক সূর্যের প্রকাশ যেরূপ মনোরম, এই জাত্যাভিমান—জর্জরিত অধঃপতিত বঙ্গ-সমাজে মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজীবনব্যাপী প্রেমের অবতারণা সেইরূপে মনোমুগ্ধ কর।

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীচৈতন্যের ভক্ত সম্প্রদায় সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রবর্তিত কীর্তনের সুমধুর নৃত্যগীতে বিভোর হইয়া তাঁহারা গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য সমূহ, বিশেষত তাঁহার 'গার্ডেনার' 'গীতাঞ্জলি' নবপ্রবুদ্ধ বৈষ্ণবের গীতির প্রতিধ্বনিতে ভরপুর। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কীর্তনের তালে তালে নৃত্য করিতেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর সুধাধারা পান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপ বৃক্ষের একটি পুষ্পিত শাখা।

—রোমাঁ লোলাঁ

প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্রই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য রূপে।

—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন

বর্তমান ভারতের কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে মহাপ্রভুর অবদান গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে।

—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার মূল্য অনন্ত। উহা চিরকাল মানবজাতিকে প্রেরণা দান করিবে।

—ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

ইতিহাসে মানব চরিত্রের অবিশ্বাস্য রূপান্তরের নানা দৃষ্টান্ত মিললেও প্রেমাবতারদের সংসদে চৈতন্যদেবের জুড়ি মেলা ভার। কৃষ্ণোত্তর যুগে এক পরমহংসদেব ছাড়া আর কাউকেই মন বরণ করতে পারেনা প্রেমনাথ গৌরচন্দ্রের দোসর বলে।

—দিলীপকুমার রায়

তাঁহার সমস্ত জীবনময় যেন একটি নবচৈতন্যের জাগরণ। সমস্ত দিক হইতে তাঁহার জীবনের যে চিত্রটি আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট এবং সুসামঞ্জস্যভাবে একটি পূর্ণজীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমাদের বর্তমানকালে যতগুলি ধর্মসংস্কারকের কথা মনে পড়ে তাঁহাদের সকলের কার্যই তাঁহার মধ্যে সংহৃত ও সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। কি রামমোহন, কি দেবেন্দ্রনাথ, কি পরমহংসদেব, কি কেশব, কি বিবেকানন্দ, কি বিজয়কৃষ্ণ, সকলই যেন তাঁর এক একটি গুণাবতার। যাবতীয় জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া কি সমাজের দিকে, কি ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধের দিকে, কি জীবে জীবে সম্বন্ধের দিকে, কি তত্ত্বের দিকে যতদিক দিয়া এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ধর্ম চৈতন্যের আবির্ভাব আমরা উপলব্ধি করিতে যাই, দেখিতে পাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণীর মধ্যে সে সমস্তগুলিরই বিচিত্র সমাবেশ রহিয়াছে।

—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতের সংস্কৃতিকে সম্যগ্‌ভাবে দর্শন করিতে হইলে নবদ্বীপের প্রদীপের আলোতেই দেখিতে হইবে। সিন্ধুনদের কূলে জ্বলিয়াছে বেদের আলো, ঋষির তপোবনে জ্বলিয়াছে উপনিষদের আলো, বারাণসীতে জ্বলিয়াছে অদ্বৈতবাদের আলো, পুরাণের আলো জ্বলিয়াছে নৈমিষারণ্যে, অহিংসার আলো জ্বলিয়াছে এশিয়ার প্রান্তে। এই সকল আলো এই বিরাট সংস্কৃতির এক একটি অংশ আলোকিত করিয়াছে—সমগ্রতা পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতীয় মহতী সংস্কৃতির সামগ্রিকরূপে তত্ত্বরস সিদ্ধান্তের অখণ্ড স্বরূপ নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে হইলে নবদ্বীপের নূতন আলোই সম্বল। ঐ সকল আলোর আলো এই একটি আলোতে পর্য্যাপ্ত। গোরাচাঁদের প্রেমের জ্যোতিতে দেখাই দেখা। কেবল ভারতের নহে বিশ্বসংস্কৃতির প্রদীপ নবদ্বীপে। সুদিন আসিয়াছে। নদীয়ার প্রেমের ঠাকুরের আলোতে বিভ্রান্ত বিশ্বমানব পথের সন্ধান পাইবে।

—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা মধুরতর উজ্জ্বলতর এবং অধিকতর ভগবৎ প্রেমোন্মত্ত অন্য কোন মহাপুরুষেরই কখনও আবির্ভাব হয় নাই। ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসেও কখনও চৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় অন্য কোনও মহাপুরুষ মনস্তত্ব, দর্শন ও সুন্দরের অনুভূতিকে এমন সূক্ষ্ম ও পুষ্টভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নাই। মনুষ্য জাতির বর্তমান সামাজিক ও মনস্তাত্বিক সমস্যার দিনে মহাপ্রভুর বাণী ও মতবাদ বর্তমান জগতের সম্মুখের উপস্থাপিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। **—ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়**

মহাপ্রভুর জীবনের মত এত বড় কাব্য ভারতে কখনও রচিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবনে ও নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনে যে প্রেমময় রসমূর্তি ফুটিয়াছিল, নবদ্বীপ তথা সমগ্র বাংলাদেশ সে রূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গেল, ঘরে ঘরে সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইল। প্রতিগৃহই গোবিন্দের মন্দির হইয়া উঠিল। গোবিন্দের রূপরসময় আদর্শ বাংলার কাব্যে, নাটক, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, সামাজিক জীবনে, নবধর্ম সংস্থাপনে নব নব রূপের প্রকাশ ঘটাইতে লাগিল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ইহা অপেক্ষা গৌরবময় বৈচিত্র্য আর কখনও ঘটে নাই। **—ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত**

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভজনাঙ্গের উপদেশ দিলেন, তাহারও একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। জ্ঞান—যোগাদি সাধনে সকলের অধিকার নাই; যাহাদের অধিকার আছে, তাহাদের পক্ষেও এসকল প্রায়ই কষ্টসাধ্য। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এমনি একটা ভজনের উপদেশ সকলকে দিলেন—যাহা দেশ—কাল-পাত্র-দশা-নির্বিশেষে অবলম্বনীয়; যে কোনও লোক, যে কোনও অবস্থায় যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে ভক্তি—অঙ্গের অনুষ্ঠানে করিতে পারে। এমন সার্বজনীন, সনাতন ও সার্বত্রিক ধর্ম ইতঃপূর্বে আর জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। **—ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ**

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বে কলির জীব নামসঙ্কীর্তনের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিত না। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুই কলির যুগাবতার স্বরূপে 'হরেকৃষ্ণ' এই মহামন্ত্র- সঙ্কীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক। নামের মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য তাঁহার লীলাকে আশ্রয় করিয়াই যুগের একমাত্র ধর্মস্বরূপে জীব পাইয়াছে। এই হিসাবে তিনি যুগধর্ম—সংস্থাপয়িতা। কলিযুগে নামের মাহাত্ম্যকে স্বীকার করিলে নামদাতৃস্বরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে একমাত্র উপাস্য, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের সম্বন্ধে নামের প্রেম-তরঙ্গের এমন বিলাস বিবর্তের বিগ্রহ মূর্তি হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

—বঙ্কিমচন্দ্র সেন

মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণ অপূর্ব কৌশলে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার অতি দুরূহ তত্ত্বগুলি বাংলার জনসাধারণের জীবনে মানবতার সমগ্র নৈতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন। বৈষ্ণব সাধনার ফলে অধ্যাত্মতত্ত্ব আংশিকভাবে জীবনে বিষয়ীভূত থাকেনা, তাহার একটা সর্বাঙ্গীন রূপ ব্যক্তি জীবনে দীপ্ত হইয়া উঠে। এই সাধনা বাংলার মনন মহিমা স্বচ্ছ এবং সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, তাহার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি অভিভূত হয় না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা কিছু সমুন্নত সেগুলি আত্মসাৎ করিয়া শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়। মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণের অবদান মহিমার প্রভাবে আমরা রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, শ্রীরামকৃষ্ণ—ইহাঁদিগকে পাইয়াছি। **—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ন্যায় এমন সার্বজনীন ধর্ম জগতে আর নাই।

—মৌলবী আহসানুল্লা খান বাহাদুর

শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম সমস্ত বিশ্বকে মাতাইয়া তুলিবে এবং তাঁহার চিন্তা ও ভাবের অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত জগৎকে জাগ্রত করিয়া দিবে। **—ডঃ কাজিন্স্**

ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমধর্মের তুল্য উদার ও মহান ধর্ম জগতে এ পর্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। আমার ইচ্ছা ইংলণ্ডের প্রতি গির্জায় গৌরাঙ্গ চরিত পঠিত হউক। তাহা হইলে প্রেমের অপূর্ব রসাস্বাদে মানব ধন্য হইবে। **—ডবলিউ টি ষ্টিড্**

ভারত সম্বন্ধে আমি একখানা পুস্তক লিখিয়াছি। উহাতে পূর্ণ একটি অধ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিষয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহার মহিমা জ্ঞান ও প্রশংসার বৃত্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার প্রেমের বার্তা সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করিতে পারে। শ্রীচৈতন্যরূপে ভগবান মানব রূপে অভিব্যক্ত। ঈশ্বর এই স্বরূপে চিরপরিচিত জ্ঞান, যোগ, মুক্তিকে বিদায় দিয়া প্রেমভক্তির অভিলাষী হইয়াছেন। —ডঃ টুসি

শ্রীগৌরাঙ্গের নাম রূপ আর লীলা সকলই আনন্দময়। সহস্র মুখে তাঁর গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষ সর্বাপেক্ষা বড় শোকও যে ভুলিতে পারে শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগতিতে তাহা নিজের জীবনেই কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করাইয়াছেন। **—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ**

আমাদের দেশে বেদের সময় হইতে দেবতার কাছে কেবলি দাও দাও বুলি। বেদে 'রয়িং নো ধত্ত বৃষণঃ সুবীরম্', পুরাণে 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।' কেবল শ্রীচৈতন্যই বলিলেন, কিছু চাই না, কিছু দিওনা, আমার প্রয়োজন শুধু তোমাকে। কোন্ ভারতীয় ব্যক্তি —মহাপুরুষ বা অবতার—চৈতন্যের মতো এমন স্পষ্ট করিয়া একথা বলিয়াছে ও দেখাইয়াছ? সাধারণ লোকের জন্য চৈতন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—নম্র হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ। মূর্তিপূজার বিরোধিতা চৈতন্য কখনো করেন নাই বটে তবে ভক্তিপথিকের জন্য সে ব্যবস্থা দেনও নাই। তিনি ঈশ্বরের রূপের স্থানে বসাইয়াছেন নাম। তাহাতে সকল দেশে সকলকার সর্বত্র সর্বদা অবারিত অধিকার।

—ডঃ সুকুমার সেন

নাম যেখানে প্রেম যেখানে
তোমার মধুর রূপ সেখানে
জগন্নাথের দেউল তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে?
হলো বৈরাগিনী ধরা—
তোমার চরণধূলি মেখে।
মন্ত্র নিল অসীম আকাশ
চাঁদের কিরণ এঁকে।
এ জগতে যা কিছু সুন্দর হেরি
রূপ সে শচীনন্দনেরই
আজও তোমার ডাক শুনি যে
হৃদয়পুরীর সাগর থেকে।।

—কাজী নজরুল ইসলাম।

With Best Compliments From :

B. Biswas

198, Jodhpur Park
Kolkata—700 068
Phone : 2473 0259

काशी में बाबा के साथ

गौतम शर्मा

गुरीजी की आज्ञा मिली बनारस की और यात्रा करने की। आदेश मिलते ही मैने आदेश का पालन किया। जनवरी का महीना था। बनारस पहुँचने पर गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि तुमको मेरे साथ सुबह के सात बजे बाबा विश्वनाथ के मंदिर चलना है और मैंने उनके आदेश का पालन किया। सुबह उचित समय पर में पहुंच गया। गुरुजी मंदिर की ओर चल दिये और उनकी सवारी उस मंदिर के सामने रुकी। गुरुजी की कृपा हम सब भक्तों पर हुई। अभिशेख आरम्भ हुआ। सभी भक्त शिवलिंग के चारों ओर अभिशेख की ओर बैठ गये। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि सभी भक्त जनों को गंगा जल से सम्पूर्ण पवित्र करो। उन्होने पुजारी को अभिशेष पूजा आरम्भ करने का आदेश दिया और मुझे अपने सामने बैठने को कहा। बाद ब्राह्मण ने पूजन शुरु किया और सभी भक्तजनों ने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की। और उसी समय अभिशेख का चर्नामृत तैयार हुआ और गरुजी ने उस चर्नामृत को लेकर सभी भक्तों के साथ शिवलिंग पर चढ़ाये। उन्होंने सभी भक्तों को आदेश दिया बैठने को और सभी भक्त बैठ गये और एक पूजन शुरु हुआ। गुरुजी सामने बैठे और मैं उनके पास बैठा। अभिशेख का दूसरा पूजन शुरु हुआ। गुरुजी उस चर्नामृत को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया फूल-पत्ति पूजन किया। पूजा समाप्त होने पर गुरुजी ने सभी को लेकर माता लक्ष्मी और माता पार्वती की पूजन की। इसके उपरान्त उन्होंने बाताया कि अभी एक और पूजन है भगवान काल भैरवी की। इस तरह उस दिन की पूजा सम्पन्न हुई।

गुरूजी अब उसी राह पर महाप्रभु की लीला स्थली की ओर चले। आगे-आगे गुरुजी की सवारी और पीछे-पीछे भक्त की सवारी मानो महाप्रभु चले चा रहे हैं। उस जगह का नाम विश्राम स्थल है, जहाँ महाप्रभु ने विश्राम किया था गुरुजी जहुँच गये और सभी भक्त को लेकर बताने लगे कि महाप्रभु का आगमन वाराणसी में 27 जनवरी को हुआ था। उस दिन भी 27 जनवरी ही था। इसके बाद वह तपन मिश्रा और चन्द्रशोखर आचार्य के घर में गये जहाँ महाप्रभु रहते और भोजन करते थे। इन जगहों की जीर्ण अवस्था देख कर बाबा को दुख हुआ? उन्होंने वहाँ के कुछ प्रभावशाली भक्तों को उन की मरम्मत का आदेश दिया।

शाम के साढे पाँच बज रहे थे। अब हम दशाकर्मी घाट पहुंचे। पीछे पीछे भक्त जन पहुँचे। गुरुजी नाव पर बैठकर दशकर्मी घाट से सिन्धिया घाट तक सभी भक्तों को लेकर चल दिये। लग रहा था कि स्वयं महाप्रभु के साथ हम गंगा दर्शन कर रहे हैं। इतनी सुन्दरता से नाव यात्रा से दर्शन कर रहे थे। नाव फिर उसी घाट पर आ रुकी जहाँ से चली थी। इसके बाद एक और अध्ययन शुरु हुआ। शाम के छः पैतालीस बज रहे थे। गंगा आरती का समय हो रहा था। नौके पर बैठकर गुरुजी दर्शन कर रहे थे जैसे महाप्रभु ही बैठे हैं और सभी भक्तजन उनके साथ आरती दर्शन का लुफ्त उठा रहे थे। गुरुजी ने उस नाव वाले को कहा कि बाबा आप कुछ बोलो। नाववाले ने कहा कि में क्या कहुँ मैं धन्य हो गया। गुरुजी ने उस नाववाले को आर्शिवाद दिये और नाव से उतरकर उसी पथ पर चल दिये। गुरुजी अपनी सवारी पर बैठे और कहा कि अब चलो। सभी भक्त उसी पथ पर चल दिये। इसलिये कहते है कि गुरु का आदेश कहना और सुनना बहुत बड़ा आदेश है।

जो गुरु की आज्ञा पालन करे वही शिष्य कहलाये।

With Best Compliments from :

Trilokesh Banerjee

Prop. : **HOTEL BALAJI CONTINENTAL**

Ranichak, Haldia © (03244) 52156/52259/52346

BALAJI INN

29/1A, Ballygunge Place, Kolkata-700 019

© (033) 2440 8809, 2440 3458

Corporate Office :

7B, Ballygunge Place, Kolkata-700 019

Ground Floor © (033) 2440 3345

Nava Vrindavan
Kundan Farm, Village-Jonapur, Mehrauli, New Delhi-110047
Tel: (011) 26806100, 26806300, 26801284, 26807505
E-mail: bstirtha@hotmail.com

Sri Sri Radha Govinda Temple (Sonar Mandir)
Manipuri Para, Sridham Navadweep, Nadia, West Bengal
Tel: (03472) 240873, (03454) 268513

Sri Gouranga Seva Sadan
Sahidnagar, Bhubaneshwar, Orissa-751007 Tel: (0674) 2511716

Sri Gouranga Ashram
Sahidnagar, Bhubaneshwar, Orissa-751007 Tel: (0674) 2510052

Sri Lalita Sakhi Ashram
Uchagaon, P.O. Barsana, Vrindavan Tel: (0565) 2444619

Sri Gouranga Ashram
522, Jodhpur Park, Kolkata-700068 Tel: (033) 24729014

Sri Gouranga Ashram
c/o Mr. Dilip Das, Kharagpur, West Bengal Tel: (03222) 226091

Sri Gouranga Ashram
Mr. Sudipto and Usha Bose,
6, Aspen Drive, Wembly, Harrow, Middlesex, HAO 2 PW, United Kingdom
Tel. (R): +44 020 89081910
(Sudipto) Tel.: 0044 - 07769651765, (Usha) Tel.: 0044 - 07713827629